প্রথম প্রকাশ : মে দিবস ১৯২৯

প্রকাশক : শ্রীঅরুণ কুণ্ডু
এ. কে কুণ্ডু এণ্ড কোং
২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : গীতা প্রিণ্টার্স
২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : পান্নালাল মল্লিক

আমার জীবনের প্রথম জ্ঞানী পুরুষ

পিতৃদেবকে

সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যধারাসমূহ এবং সাহিত্যের ইতিহাসে প্রত্যেকের যথাযথ অবস্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রধান প্রধান লেখকের কৃতিত্বের দিকগুলি বলা হয়েছে, পাশাপাশি তাঁদের সমকালীন যুগে সাহিত্যের গুণগত অবস্থা এবং পরবর্তী যুগের উপর তাঁরা কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তারও আভাস রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহের বিশ্লেষণও সংক্ষেপে করা হয়েছে।

মূল ইংরেজী গ্রন্থটির নাম ছিল 'এ শর্ট হিস্ট্রি অব ক্লাসিক্যাল চাইনীজ লিটারেচার'। 'ক্লাসিক্যাল' শব্দটির অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'চিরায়ত' বা 'ধ্রুপদী'—কিন্তু অনূদিত ঐ শব্দ দুটি কিছুটা কঠিন মনে হওয়ায় সহজবোধ্য 'প্রাচীন' শব্দটি নিয়ে গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। তা অবশ্য কিছুটা অভিমান নিয়েই। এ দেশের অধিকাংশ পাঠক অনুবাদ-কর্মকে তেমন গুরুত্ব বা গৌরব দিতে চান না। অনেকে অনুবাদকে করণিকসুলভ কাজ বলে মনে করেন। অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে চীন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা লু স্যুনের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়—'অনুবাদ করা সহজ নয়। আমাদের নতুন সাহিত্যের বিকাশের জন্য এর অবদান অনেক মহৎ এবং আমাদের জনগণের কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।' (আমাদের নতুন সাহিত্য সম্পর্কে কিছু ভাবনা, ১৯২৯)। চীনের প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে আরো অনেক মূল্যবান তথ্য সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলিও আগ্রহী পাঠকের কাছে দেওয়া প্রয়োজন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর পাঠকমহলে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হলে এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াসের ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগলে এই ভাষান্তরের শ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে উল্লেখ করি যে বন্ধুবর অমল চক্রবর্তী ও তপন চক্রবর্তীর প্রেরণা ও উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না। কবি রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ সংশোধন করে প্রায় সবটাই নূতন করে দিয়েছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে অনুজপ্রতিম অরুণ কুন্ডু এবং জ্যেষ্ঠা তনয়া কুমারী মণীষার সাহায্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁরা ছাড়াও অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী উৎসাহ জুগিয়েছেন। আশা করি তাঁদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে, যাতে এই গ্রন্থ অনেক বেশী সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

শ্যামল মৈত্র

সূচীপত্র

হান আমলের শ্বেত পাথরের মূর্তি (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী)।

মিঙ রাজবংশের আমলে উডকাট শিল্পী লিউ চুন-য়ু নির্মিত
'জলের দাগ' উপন্যাসের একটি ছবি।

শাঙ রাজবংশের আমলে
মড়ার খুলির উপর লিপি

যুদ্ধরত রাজ্যের আমলে
বাঁশের গায়ে লিপি
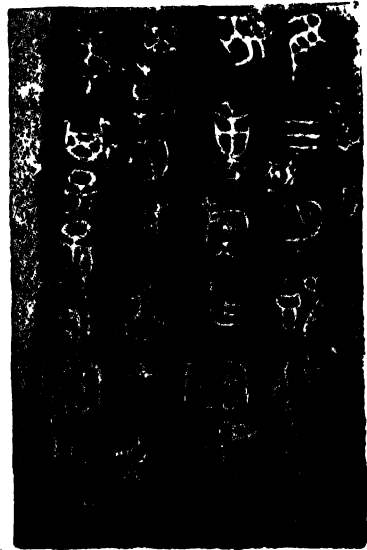
চৌ-রাজবংশের আমলে
ব্রোঞ্জ পাত্রের উপর লিপি

তাঙ আমলের যুদ্ধের পোষাক (অষ্টম শতাব্দী)
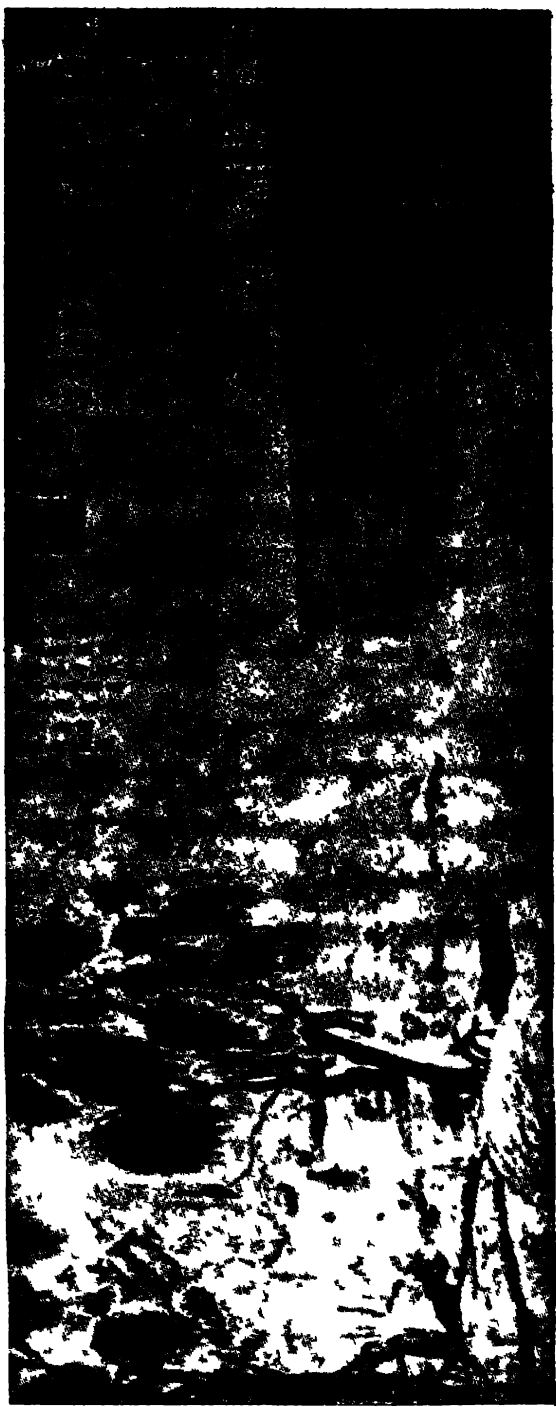
ইউয়ান রাজবংশের আমলে চিয়েন শুআন অঙ্কিত তাও ইয়ানমিঙ-এর দৃশ্য।
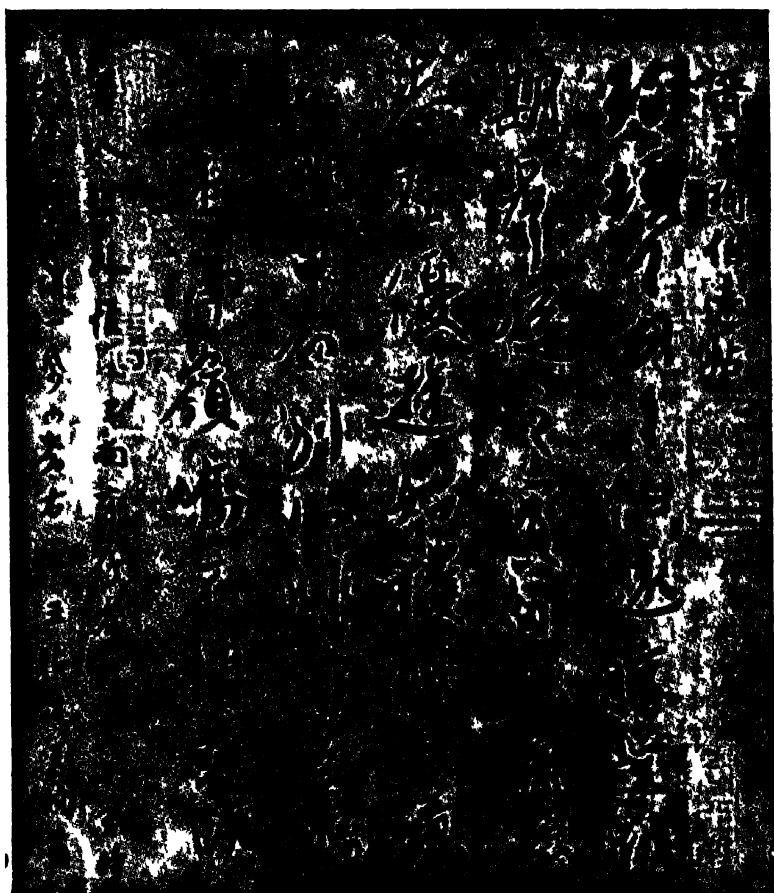
ৎসিন রাজবংশের অ মলে ও ঙ শুন-এর হস্তলিপি

চৌ রাজবংশের আমলে ব্রোঞ্জপাত্র
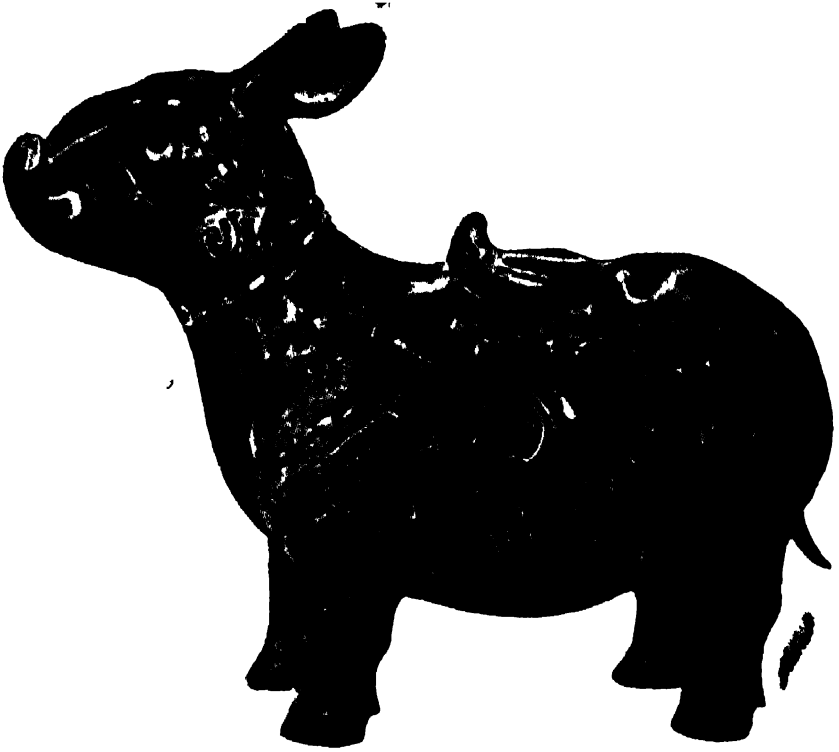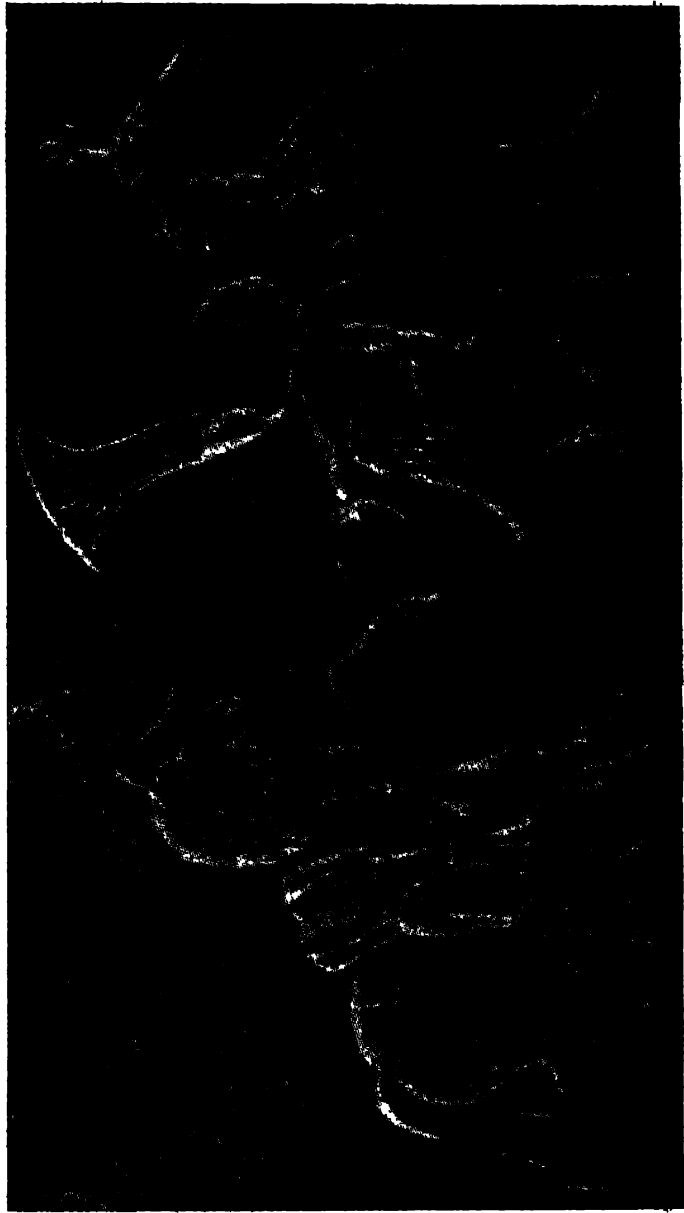
উত্তরের রাজবংশের আমলে (৩৮৬-৫৩৪) একটি ইঁটের উপর ক্ষোদিত অশ্বারোহী মূর্তি।

চীনের সাহিত্যের উৎস

সাহিত্য সেই শিল্পেরই আঙ্গিক যা চিত্রের মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে জীবনকে প্রতিফলিত করে। লেখকমাত্রই তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবেই জীবন সম্পর্কে এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করেন, ফলে ভালো লেখা আমাদের এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে আর খারাপ লেখা পিছন দিক থেকে টানে। এখানেই সাহিত্যের সামাজিক তাৎপর্য।

যাঁরা চিন্তার জগতে পথপ্রদর্শক সেরকম অনেক লেখকের জন্য এবং যা পাঠকদের গভীরভাবে মুগ্ধ করে ও শিক্ষামূলক গভীর তাৎপর্য বহন করে সেরকম অনেক রচনার জন্য চীনের দীর্ঘ ও গৌরবজনক ইতিহাস গর্ববোধ করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির সর্বজনীন স্বীকৃতি রয়েছে। বাস্তবিক, নয়া চীনের সমাজতান্ত্রিক বাস্তব সাহিত্য তার প্রখ্যাত পূর্বসূরীদের থেকেই জন্মলাভ করেছে।

কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো লাভজনক এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, কারণ অতীতের লেখকদের কৃতিত্বসমূহ, চীনের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং কি পরিমাণে তা তৎকালীন জীবন ও সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেটা বুঝতে সাহায্য করে। এটা আমাদের আরও দেখতে সাহায্য করে কেমন করে হাজার বছর ধরে চীনের জনগণ উন্নত জীবনের জন্য লড়াই করেছেন। তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য রেখে যাওয়া সুমহান ঐতিহ্য থেকে এখানকার ক্রিয়াকলাপ যে শক্তিশালী হচ্ছে তার জন্য তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন।

গোড়ার দিকের সকল সাহিত্যই শ্রম থেকে উৎপন্ন। লু স্যুন বলেছেন :

"যাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন গোড়ায় সেই আদিম মানুষের কোনো ভাষাই ছিল না, কিন্তু একসঙ্গে কাজ করার জন্য তাদের ভাবের আদান প্রদান করতে হত সেজন্য তারা ক্রমেই বিভিন্ন শব্দ করতে শিখল। যখন কাঠের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যেতে তাদের ক্লান্তিকে প্রকাশ করার মত ভাষা ছিল না, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ চীৎকার করতে শুরু করল—হো-য়ো! হো য়ো! এবং এটাও হল একধরণের সাহিত্যসৃষ্টি। যদি অন্যেরা এটা মেনে নিত এবং গ্রহণ করত, তখনই তা প্রকাশিত হত। একবার এই ধরণের শব্দগুলি প্রতীকের সাহায্যে গ্রথিত করা হলেই আপনি সাহিত্য পেয়ে গেলেন। এভাবে যিনি সূত্রপাত ঘটালেন, তিনি হয়ে গেলেন একজন লেখক, 'হো-য়ো বিদ্যালয়ের' একজন শিক্ষিত ব্যক্তি……এমন কি আজও আমরা অশিক্ষিত কবিদের রচিত লোক-সংগীত এবং অশিক্ষিত ঔপন্যাসিকের লেখা লোক-কাহিনী দেখতে পাই। এঁরা সবাই অশিক্ষিত লেখক।"

এর থেকে বোঝা যায় যে গোড়ার দিককার সকলেই ছিলেন শ্রমজীবী জনসাধারণ, যাঁরা সর্বপ্রথম অলিখিত সাহিত্য তাঁদের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে রচনা করেছিলেন।

প্রাচীন চীনের জনগণ, প্রত্যেক দেশের প্রথম মানুষগুলির মতই, তাদের শ্রমের বোঝা হাল্কা করার জন্য এবং সাফল্যের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য সুরেলা শব্দ এবং ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন যা আদিমতম কবিতা হয়ে দাঁড়াল, আর যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হল, শ্রমই তাদের অনুধাবন শক্তি উন্নত করল এবং তাদের নন্দন-তাত্ত্বিক জ্ঞান বিকশিত করল।

প্রথম যুগের ভাষা ও সাহিত্যে পুরাণ-কথা ও লোক-গাথার এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

যেহেতু আদিম মানুষের জীবন ছিল কঠোর এবং তাদের জ্ঞান ছিল সীমিত, প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঘটনাবলীর তারা কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারত না ; স্বর্গ ও পৃথিবী, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়-নদী, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ, পশুপাখী, গাছপালা, মানব জীবনের উৎস, যন্ত্রের আবিষ্কার বা আরো সুখী জীবন-যাত্রার জন্য মানুষের সংগ্রাম। তার বদলে তারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইসব জিনিষ বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত। এভাবে অনেক সুন্দর সুন্দর পুরাণকাহিনী ও লোক-কাহিনী সৃষ্টি হয়ে যেত।

উদাহরণ হিসেবে বন্যার কাহিনী একটি বিষয়। এই পুরাণকাহিনীটি ব্যাপক সংখ্যক মানুষ জানেন, চীনের বিভিন্ন জায়গায় নানারকম কায়দায় এটি প্রচলিত। কিন্তু বন্যাকে শান্ত করার বিষয়ে সকল বীরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোক যাকে জানে তিনি হলেন বীর যু।

যু-র বাবা কুন, বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করার কঠিন কাজটি হাতে নিয়েছিলেন। তিনি জলচর দুই বিজ্ঞ প্রাণীর সাথে পরামর্শ করলেন, এবং জলস্ফীতি রোধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণ করলেন, কিন্তু বন্যা কেবল বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত স্বর্গ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করল। তারপর তাঁর মৃতদেহকে কবর না দিয়ে তিন বছর ফেলে রাখা হল। এই তিন বছরে, যেমন করে হোক, তাঁর দেহ না পচে রইল এবং তার মধ্য থেকে যু জন্মগ্রহণ করেই তার কাজে লেগে গেল। অনেক দৈত্য এবং অশুভ আত্মা, যারা তাঁকে বাধা দিয়েছিল যু তাদের বিরুদ্ধে লড়ল। বন্যার অগ্রগতি রোধ করার জন্য সে অনেক বিরাট বিরাট মাটির পাহাড় তৈরী করল এবং জল বেরিয়ে যেতে দেবার জন্য খাল কাটল। আট বছর পরিশ্রমের পর, সে শেষ পর্যন্ত বন্যাকে শান্ত করল এবং জন-সাধারণকে সুখে-শান্তিতে বসবাসে সক্ষম করে তুলল।

এই পুরাণকাহিনীটি আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহস এবং তিতিক্ষার কথা বলে জানিয়ে দেয়, তাঁরা কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়েছিলেন। মৃত্যু এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্টের দরুণ তাঁরা কি পরিমাণ বেপরোয়া ছিলেন—যখন একজনের পতন হত, অন্যজন তার জায়গায় এগিয়ে যেত। যদিও আধুনিক পাঠকদের কাছে সেই পুরাণকাহিনীটি অদ্ভুত বলে মনে হবে তবু এর থেকে বোঝা যায় নিজেদের জন্য আরো ভালো জীবন গড়ে তুলতে মানুষের দৃঢ়তা কতটা প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরণের গভীর তাৎপর্যবাহী কাহিনী বংশানুক্রমে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে এবং সমাজকে এগিয়ে নেবার

মত শক্তির যোগান দিতে পারে। জাতীয় কাব্য, কাহিনী বা নাটকে তারা অবদান রেখে পরবর্তী যুগের লেখকদের প্রেরণা যোগাবার কাজও করে গেছেন।

গোড়ার দিকের চীনা সাহিত্যও গানে আর ছড়ায় ভরপুর ছিল কিন্তু বেশ কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার ফলে তার বেশীর ভাগই হারিয়ে গেছে, সেজন্য এটা জানিয়ে রাখা দরকার যে কতকগুলি পরবর্তীকালে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যে আমরা গোড়ার আঙ্গিক সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানি না।

মানবজাতির অগ্রগতি ঘটতে থাকল এবং একটা লিখিত ভাষা আবিষ্কৃত হল। চীনদেশে চিত্রলিপি অথবা সরল অংকন থেকে একটা সুনির্দিষ্ট লেখ্যলিপি বিকশিত হল, অর্থাৎ মানুষ অর্থে (ক) পাখী অর্থে (খ) চাঁদ অর্থে (গ) বা পাহাড় অর্থে (ঘ)

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

ক্রমে এই সমস্ত চিত্রগুলি শৈলী লাভ করল এবং পরোক্ষ প্রতীক, সহযোগী যোগ, ধ্বনিগত ধার করা শব্দ এবং অন্যান্য ধরণের চারিত্রবৈশিষ্ট যুক্ত হল। চীনের চিরায়ত সাহিত্যের স্পষ্ট অথচ স্বল্প এবং তেজোদ্দীপক এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ-গুলিকে ফুটিয়ে তুলতে চীনাভাষার বিশেষ প্রকৃতি সাহায্য করেছে; যা বিস্ময়কর-ভাবে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ এবং উৎসাহব্যঞ্জক, যদিও কখনও কখনও দ্ব্যর্থক। এবং বিগত তিন হাজার বছর ধরে লেখ্যভাষাটিতে কয়েকটি আপেক্ষিক পরিবর্তনও ঘটে গেছে।

সবচেয়ে গোড়ার দিকে যে লেখাগুলি আমাদের কাছে রয়েছে, তার কতকগুলি খাঁটি আর কতকগুলি ভেজালযুক্ত। অন্যভাবে বলা যায়, 'তিন সন্ত' সম্রাটদের আমলে অথবা শিয়া ও শাঙ রাজবংশের সময়ে রচিত রেকর্ড আমাদের কাছে রয়েছে, যেগুলি আসলে চৌ রাজবংশের সময়ে বা তার আগে লেখা হয়েছিল। অবশ্য কখনও কখনও আগেকার দিনের ঘটনাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের আদিমতম বিশুদ্ধ রচনাগুলি হচ্ছে স্তন্যপায়ী জন্তুদের বিস্তৃত কাঁধের ওপর অথবা কচ্ছপের পিঠের ওপর খোদিত শাঙ রাজবংশের আমলের দৈববাণীসমূহ। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ঈশ্বরের বক্তব্যসমূহের আভাষ থাকত। হাড়গুলি যখন তাতানো হত তখন তাতে যে আকারের চিড় ধরত তা থেকে এবং হাড়ের উপর খোদিত লিপিসমূহ থেকে ফলাফল জানা যেত। ব্রোঞ্জের পাত্রের উপর খোদিত আকারেও ঘটনাবলীর রেকর্ড রাখা হত।

শাঙ আমলে চীনে একটি দাস-সমাজ ছিল। ইতিমধ্যেই চাষ-আবাদ এবং হস্তশিল্প তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল এবং এর উপর ভিত্তি করে দাস মালিকদের নিয়ে বেশ উচ্চমানের সভ্যতার এক শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

করোটি ও ব্রোঞ্জ পাত্রের উপরকার লিপিগুলি স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত। যদিও কয়েকটি ব্রোঞ্জ লিপিতে ত্রিশটির বেশী শব্দও রয়েছে এবং করোটির উপরকার কয়েকটিতে এক-

শোরও বেশী রয়েছে। প্রধানত লিপিগুলিতে শাসকদের কার্যকলাপ খোদিত আছে, তাহলেও সেগুলি তৎকালীন শ্রমের অবস্থাও প্রকাশ করেছে। যেহেতু এই লিপিগুলি মূলতঃ গদ্যে রচিত এগুলিকেই আমরা আদিমতম গদ্যসাহিত্য বলে ধরে নিতে পারি। কতকগুলি অবশ্য গানের মত, যেমন এই নীচেরটিতে ঃ

কুই-ঝে দিনে করোটিকে মোরা শুধাই ঃ / বৃষ্টি-টিষ্টি হবে না কি ?

পূবের থেকে বৃষ্টি ? /পশ্চিম থেকে নাকি ? / বৃষ্টি কি হবে উত্তর থেকে ? /

না কি বৃষ্টি দক্ষিণ হতে ?

এটা বৃষ্টির জন্য মন্ত্রোচ্চারণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে প্রাচীন কৃষিজীবীদের প্রচুর ফসলের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে।

গদ্যে ও পদ্যে রচিত প্রাচীন মন্ত্র-তন্ত্রের অধিকাংশই খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর আগে রচিত। এটাকেই চীনা সাহিত্যের সূত্রপাত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের চিরায়ত সাহিত্যের প্রথম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ করছি।

চৌ আমলের সাহিত্য

ক. পশ্চিমা চৌ এবং বসন্ত ও শরৎকাল

চৌ বংশের রাজা উ খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে শাঙ রাজবংশকে ধ্বংস করেছিলেন এবং তারপর ক্রমশঃ সমাজ থেকেই দাস-মালিকানার ব্যবস্থাটি ভেঙে যেতে শুরু করেছিল একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ক্রমে উদ্ভূত হচ্ছিল, যা কয়েক হাজার বছর টি'কে ছিল। চীনের চিরায়ত সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আটশ' বছরের, পশ্চিমা চৌ বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত, যখন চিন্ শি-হুয়াঙ তি নামে পরিচিত চীনের প্রথম সম্রাট চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

এখন চৌ সাহিত্যের গোড়ার দিকটা দেখা যাক, কারণ বসন্ত ও শরৎকালের পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'সংগীতের গ্রন্থ' এবং 'রূপান্তরের গ্রন্থের' কিছু অংশ।

সংগীতের গ্রন্থটি হচ্ছে চীনের কবিতার প্রথম সংকলন এবং দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলির অন্যতম। এর মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে রচিত তিন শ'রও বেশী গান রয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে একটি বংশের চারটি চরিত্র নিয়ে। কতকগুলি হচ্ছে নৃত্যের এবং বলিদানের প্রাচীন গান, আর কিছু পরবর্তীকালের গাথা ও ব্যঙ্গকাব্য, তাছাড়াও কতকগুলিতে আছে সাধারণ মানুষের জীবন ও চিন্তার প্রতিফলনকারী বিভিন্ন জেলার লোক-সংগীত।

অন্যান্য দেশের গোড়ার কবিতার মত, এইসব গানের অধিকাংশের সঙ্গে থাকত বিভিন্ন ধরণের শ্রমের অথবা উর্বরতা বৃদ্ধির অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নাচ। সংগীতের গ্রন্থটিতে 'চৌএর স্তব' অংশটিতে রয়েছে কৃষিসম্পর্কিত বেশ কয়েকটি, যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 'তারা ঘাস কেটে সাফ করে গাছও' এবং 'বড়ই তীব্র শ্রেয় অংশ'। এগুলি সম্ভবত শাসকেরা বলিদানের গান হিসেবে রচনা করেছিলেন এবং কালক্রমে তা বেশ কিছুটা পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছে, কারণ কয়েকটি লাইন বেশ কিছুটা অসংলগ্ন। তারা মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে আমাদের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। কেমন করে তিন হাজার বছর আগে চীনের আদিম কৃষকেরা পীত নদীর উপত্যকায় মাটিকে দুমড়ে মুচড়ে জীবিকার উদ্ভাবন করেছিল।

প্রাচীনেরা ভালবাসতেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে রচিত গাথা কাব্য এবং এই কবিতাগুলি সংগীতের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কেউ করতেন রাজবংশের পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন, অন্যেরা আগেকার দিনের বীরদের বীরত্ব অথবা উত্তরের উপজাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধের বর্ণনা করতেন। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে কোনো বড় মহাকাব্য নেই, তবু এইসব গাথা-কাব্য থেকে আমরা দেখতে পাই কেমন করে চৌ আমলের লোকেরা কাজকর্ম করত, চাষ-আবাদ করত এবং যুদ্ধ করত।

এই কাব্যসঙ্কলনগুলিতে অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও রয়েছে। যদিও কৃষিজীবীরা কঠোর পরিশ্রম করত এবং প্রায়ই ঠাণ্ডায় এবং খিদেয় কাতর হয়ে পড়ত, তাদের প্রচুর খাজনা ও কর দিতে হত এবং বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমও দিতে হত, অথবা সৈন্যদলে নাম লেখাতে হত। এজন্য কয়েকটি গানে সামাজিক অবিচারের সমালোচনা করা হয়েছে। শ্রমিকদের দুর্ভাগ্যের সাথে শাসকদের নির্ভাবনা এবং বোহেমিয়ান জীবনধারার বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে।

কিন্তু 'সঙ্গীতের গ্রন্থের' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-গীতির সমাবেশ। যেহেতু শাসকেরা তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনে এগুলির সঙ্কলন করেছিলেন তাই অনিবার্যভাবেই কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল ; তবুও এতদ্‌সত্ত্বেও এই কবিতাগুলি বছরের পর বছর আদৃত হয়েছিল। 'সপ্তম মাস' কবিতাটিতে বছরের বিভিন্ন ঋতুর পেশাগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি শরতের ও শীতের গ্রাম-জীবনের অকৃত্রিম বর্ণনা রয়েছে :

নবম মাসে মোরা বানাই গোলাবাড়ী,
দশম মাসে তুলি ফসল কেটে
আগের জোয়ার দিয়ে মদ, পরের জোয়ার দিয়ে রান্না
ধান আর ভাঙ্গ, মটরশুটি আর গম।
ও আমার চাষীভাই চলো
ফসল কাটা শেষ যে হলো
চলো শুরু করি এবার ঘরের কাজ
কুড়িয়ে খড়-কুটো সকালবেলায়
পাকাই সুতো সাঁঝের বেলায়
ছাদের পরে লাফ দিয়ে চড়ি,
অনেক দানাবীজ পুঁতি তাড়াতাড়ি।

ভূমিদাসেরা কেবল যে খামার মালিকদের স্বার্থেই কঠিন শ্রম করত, শুধু তাই নয়, তারা বিশেষত স্ত্রীলোকেরা অবমাননাকর আচরণও সহ্য করত :

বসন্ত দিন তো গেল এসে
তারার ফুল কুড়ায় তারা ঝোপ-জঙ্গল মাঝে।
মেয়েটির মন দুঃখ-ব্যথায় ভরা
কেননা তাকে যেতেই হবে যে মালিকের সাথে।

মালিকের প্রতি ঘৃণা তাদের গানগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে—যেমন, 'ঠকা ঠক্ ঠক্, তারা কাটে কাঠ' গানটিতে—

তুমি তো বীজ বোনো না
শস্যও তুমি কাটো না
তবু তো তোমার গোলা-ভরা ধান
তিনশো খড়ের গাদা

তুমি তো তাড়িয়ে ফেরো না শিকার
তবু তো তোমার উঠানেতে ঝোলে কত না বেজার।*

একই ক্রোধের ভাষা এবং সমুজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সুরে শোনা যায় 'ধেড়ে ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর' কবিতায়—

ধেড়ে ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর
গমের থেকে যাও তো দূরে।
তিনটে বছর খেটেছি তোমার জন্য
বদলে তোমার পদাঘাতে হই ধন্য
এখন এ জমি ছেড়ে যাবো মোরা আরেক সুখের সন্ধানে
সেই প্রিয়-মাটি, সেই-তো মাটি-মা।
যা কিছু পাওনা মিলবে সেথায় মোদের দুঃসহ বন্ধনে।

[জনগণ বলুক—রিউই এ্যালী অনুদিত]

'সংগীতের গ্রন্থে' অনেক সুন্দর সুন্দর প্রেমের কবিতা আছে। কতকগুলিতে মধুর প্রেমালাপের আর অনন্ত আকৃতির বর্ণনা রয়েছে। আর কতকগুলিতে অতৃপ্ত প্রণয়, অসুখী দাম্পত্যজীবন আর সামন্তযুগের মেয়েদের মধ্যে যে অন্তভূত সব দুঃখ থাকে তার বর্ণনা। ফলে 'আমরা ভেবেছিলাম তোমরা সাদাসিধে চাষী' কবিতাটিতে প্রথমে আমরা দেখতে পাই দুই প্রণয়ী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট।

ফু-কুয়ানকে দেখতে পাবো এই আশায়
উঠলাম সেই প্রাকার চূড়ায় ;
ফু-কুয়ানকে দেখতে যখন পেলাম না
আঁখিনীরে মিলল এসে বন্যা
অবশেষে হাসলাম কথা কইলাম কত খুশীতে
যখন প্রিয়া ফু-কুয়ানকে পেলাম আবার দৃষ্টিপথে !
যেমন করে কুন্দবৃন্তে চাইলে তুমি অনিমেষ
মনে হল ছন্দে তার অভাগ্যের নেইকো লেশ।
আমায় নিয়ে গেলে তুমি আর যত মোর উপহারে
নাওখানি এসে ভিড়ল যখন নদীকূলে সেই প্রাকারে।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই মানুষ তার কথা রাখল না—

তুঁতের পাতা পড়ছে খসে
হলুদ হয়ে ঝলসে গেছে
যেদিন আমি এলাম হেথায়
তারপরে তো তিনটে বছর
কাটলো শুধুই ক্ষুধার জ্বালায়।

---

* বেজার=একরকম ধূসরবর্ণ প্রাণী, ফুট দুই লম্বা, মাটিতে গর্ত করে থাকে।

চি-এর জলে বন্যা যখন এলো
তুমিই করলে পথ বদল
আমি তো কোনো করিনি দোষ
নজর তোমার এধার-ওধার
অবিশ্বাসী তুমিই এবার।

'সংগীতের গ্রন্থ' বিশেষতঃ তার লোকসংগীতের অংশ চীনের সাহিত্যে এক উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও সামন্তবাদী ভাষ্যকারেরা অনেক কবিতার অর্থ বিকৃত করেছে, তবু দু হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে চীনের অসংখ্য পাঠকের কাছে তা খুবই প্রিয়। জীবন্ত চিত্রকল্প এবং সরল উদ্দীপক ভাষায় রচিত এইসব সুন্দর সুন্দর কবিতাগুলি চৌ আমলের জীবনধারার এক প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে এবং চীনা কাব্য সাহিত্যে বাস্তবতার অপরূপ ঐতিহ্যের ভিত্তি রচনা করেছে।

'সংগীতের গ্রন্থটির' প্রায় সমসাময়িক হল 'ইতিহাসের গ্রন্থের' ঐতিহাসিক তথ্যগুলি এবং বোঝার সুবিধার জন্য 'রূপান্তরের গ্রন্থে' ব্যবহৃত ছন্দের ব্যাখ্যাসমূহ।

যেহেতু শাঙ আমলের মড়ার খুলি এবং ব্রোঞ্জ লিপির থেকেই চৌ আমলের গদ্যের উদ্ভব হয়েছে, ইতিহাসের গ্রন্থটিতে রয়েছে ব্রোঞ্জ লিপির সাদৃশ্য আর 'রূপান্তরের গ্রন্থ' হচ্ছে প্রাচীন দৈববাণীগুলির স্মারক। 'ইতিহাসের গ্রন্থের' বেশীর ভাগ কিছু-কাল পরের রচনা। কিন্তু পশ্চিমা চৌ এবং প্রাচীন প্রাচ্য চৌ আমলের কতকাংশ বস্তুতপক্ষে এই সময়েই রচিত হয়েছিল। যদিও এই তথ্যসমূহের অধিকাংশেই শাসনকর্তাদের বক্তব্য ও কার্যকলাপ প্রকাশ পেয়েছে তবুও তা থেকে ভূমিদাসদের অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এবং যেহেতু 'রূপান্তরের গ্রন্থের' চৌষট্টিটি ছয় মাত্রার কবিতার বিষয়ে প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলির এক লৌকিক উৎস রয়েছে সেজন্য সেগুলিও তৎ-কালের জীবনধারা সম্পর্কে অনেক সাধারণ তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছে। তাই এতে মাছধরা, শিকার, পশুপালন ও কৃষিকর্ম, যুদ্ধ, বলিদান ও বিবাহ, খাদ্য ও পানীয়, বাসগৃহ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। যদি আমরা এই গ্রন্থের সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনেকগুলি ধোঁয়াটে ভাষ্য এবং অর্থহীন ব্যাখ্যা উপেক্ষা করতে পারি তাহলে এগুলি চৌ আমলের গোড়ার দিককার গুরুত্বপূর্ণ গদ্যরচনা হিসাবে স্থান পেতে পারে।

খ. যুদ্ধরত রাজ্যগুলির কাল

যুদ্ধরত রাজ্যগুলির সময়কার রচনাবলী চৌ আমলের আগেকার সাহিত্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বসন্ত এবং শীত আমলের পর, জমির মালিকানা ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন হল এবং ক্রমে এক জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল। এই নূতন জমির মালিকদের সাথে পুরাতন

সামন্ত প্রভুদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এক শিক্ষিত সমাজ উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে দেখা দিল এবং তারা সকল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভুত্ব করতে শুরু করল। তাছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, উই নদী থেকে পীত নদী-উপত্যকার দিকে চৌ জনগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হলে ইয়াংসি উপত্যকাও বদলে গেল আর যখন চু-এর রাজ্য তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহ্য নিয়ে চৌ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এল, তখন তার ফলে সংস্কৃতির প্রসার ত্বরান্বিত হল ।

এই সময়কার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সাহিত্য হচ্ছে চু রাজার আমলের কাব্য চু ঝু।

এই কবিতাগুলি চু ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং চু সুরে গাওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে প্রাচীন হল নয়টি গাথা আসলে সংখ্যায় এগারোটি বসন্ত এবং শীত আমলের শেষের দিকে এবং যুদ্ধরত রাজ্যের আমলের শুরুর দিকে চু রাজার রাজত্বে বলির সময় ব্যবহৃত হত এই গাথা। যে সব দেব-দেবী বা ভূত-প্রেতের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হত, তাঁরা ছিলেন মূলতঃ কৃষিকার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত দেব দেবীরা : সূর্যদেবতা, মেঘ দেবতা অথবা পাহাড় ও পর্বতের দেবীরা। যেহেতু প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন যে দেবতারা মানুষের মতন এবং তাঁরা নশ্বর মানুষের প্রেমে পড়তেন, তাই নয়টি গাথাতেও প্রেমের কথা আছে। দেব-দেবীদের প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃতির কাছ থেকে অকৃপণ দান পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করত ঃ যদি দেবতারা সন্তুষ্ট হতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আরো ভালো ফসল পাঠাতেন, যদি ক্ষুব্ধ হতেন তাহলে শস্য নষ্ট করে দিতেন।

'নিহতের উদ্দেশ্যে গাথা' সেই যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলির সময় গাওয়া হত, যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। দেশের প্রতি জনগণের গভীর ভালোবাসা এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবতঃ মহান কবি চু ইউয়ান এই গাথাগুলির পুনর্লিখন করেছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে এগুলিকে অজ্ঞাত কবির রচনা বলে ধরা হয়।

'নয়টি গাথা' রচিত হবার অনতিকাল পরেই চু রাজার রাজত্বে এক সম্ভ্রান্ত পুরুষ এসেছিলেন, তিনি হলেন চু ইউয়ান, এক চমৎকার কবি, তাঁর জন্মতারিখ অনিশ্চিত, তবে সম্ভবত: তা ৩৪৩ থেকে ৩৩৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে হবে। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি রাজকার্যে অংশ নিতে থাকেন। স্বরাষ্ট্রনীতিতে তিনি দক্ষ মন্ত্রীদের পদোন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি চিন রাজার ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে চি রাজার সঙ্গে মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নীতি ছিল তাঁর রাজ্যের স্বার্থের সবচেয়ে অনুকূল। কিন্তু যেহেতু তা চু রাজ্যের কিছু সম্ভ্রান্তর এবং চিন রাজার পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, দুষ্ট লোকেরা চিন্ রাজার প্রেরিত দূতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চু ইউয়ানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাল এবং তাঁকে কায়দা করে নির্বাসনে পাঠাল। প্রথমে তাঁকে হান্ নদীর উত্তরে নির্বাসন দেওয়া হল। তারপর—যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তখন তাঁকে ইয়াংসির দক্ষিণে পাঠানো হল। যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, তবু তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য কিছু করতে পারছেন না, তখন গভীর হতাশাগ্রস্ত হয়ে টুঙটিঙ হ্রদের কাছে মিলো নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। কিংবদন্তী আছে, তিনি পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে মারা

গেছিলেন, সেই অনুযায়ী ঐ দিনে ড্রাগন-নৌকো উৎসবে তাঁকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাল অজ্ঞাত রয়েছে, সম্ভবতঃ তা হল ২৮০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, কারণ ২৭৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চিন্ সৈন্যবাহিনী চু-এর রাজধানী আক্রমণ করেছিল এবং এটা নিশ্চিত যে এই অবমাননাকর ঘটনার পর চু-ইউয়ান বেঁচে ছিলেন না।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে লি সাও। তিনশো সত্তরেরও বেশী লাইনের এক কবিতা। এতে তাঁর আকাঙ্খা এবং আবেগ স্থান পেয়েছে। বাক্যগঠনের নানা বৈচিত্র্যে এবং অপরূপ চিত্রকল্পে কবিতাটি সুন্দরভাবে রচিত। কবিতার বক্তব্য পরিষ্কার। চু-ইউয়ান তাঁর দেশের প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা এবং দেশবাসীর জন্য উদ্বেগকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি রাজার দোষ-ত্রুটি এবং দুষ্ট মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উচ্চাভিলাষী মনের প্রতীক হিসেবে তিনি সুরভি-লতাকে ব্যবহার করেছেন,

অপচয়ী অন্তরের গুণ করে অধিগত,
কলাকৌশলে প্রতিভাকে করি নবতর;
স্বর্গসুষমা লতাগুল্মের, সুমিষ্ট ফুল সেলিনিয়াসের
আর শেষের বেলায় জলের মাঝে অর্কিড—
এই দিয়ে করি আভরণ, যবে বহতা সময়
জলের মতই চুরি করে নেয় প্রথম জীবন।

যদিও তিনি অনেক ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর হতাশায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমই তাঁকে দৃঢ়সংকল্প লড়াই চালিয়ে নিতে সক্ষম করেছিল ঃ

নির্বাসনে মরি বরং সেও ভালো
ওদের অতলান্ত অধঃপাতে যেন না ডুবি
দূরে সারি সারি পাহাড়ের গায়ে ঈগলের পদাঘাত,
করে না বিহার সময় যখন বদলাতে উন্মুখ;
চৌকো ছাঁচেতে গোলাকার কিছু মেলানো না যায়
নানা পথ কভু না পারে মিলতে আমার সাথে
তবুও হৃদয় রুধেছি, করেছি নম্র আমার অহংকার,
লজ্জার সাথে মাথা পেতে নিই তাদের নিন্দাবাদ
সত্যান্বেষী একাকী আমরা তাইতো মরতে চাই
এই কথাটা অতীত দিনের সাধুরা শেখান তাই।

আমাদের জন্য তিনি প্রাচীনকালের দেশপ্রেমিকের এক অতুলনীয় জীবন্ত চিত্র রেখে গেছেন।

এছাড়াও চু-ইউয়ান আরো রচনা করেছিলেন 'নয়টি শোক গাথা' এবং 'হেঁয়ালি' নামক আরেকটি দীর্ঘ কবিতা, যাতে তিনি শতাধিক প্রশ্ন রেখেছেন। এর কতকগুলি প্রাকৃতিক বৈচিত্র সম্পর্কিত যথা, স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টি, অথবা সূর্য ও চন্দ্রের উদয় ও

অন্ত ; কতকগুলিতে রয়েছে পুরাণ ও উপাখ্যান, কতকগুলিতে ঐতিহাসিক চরিত্র। চু-ইউয়ানের লেখার ভঙ্গীটি তৎকালীন মানুষের কাছে নাস্তিক ও বাস্তবসম্মত মনে হতে পারে এবং এই কবিতাটি আমাদের জন্য অনেক পুরাণ কাহিনী ও উপাখ্যান সংরক্ষিত করে রেখেছে। 'নয়টি শোকগাথা' হচ্ছে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ছোট ছোট গাথা। তাঁর অনুভূতি তীব্র এবং তাঁর ভাষাও উদ্দীপক। 'লি সাও' তে তাঁর দেশের প্রতি সেই অনুরাগ এবং তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে মানসিক যন্ত্রণার পরিচয় এই কবিতাগুলিতে মেলে—

এখন আমার পাখীটি হয়েছে বেদখল,
বেদীর উপর বাসা বাঁধে ঐ কাকের দল।
যূথী-গন্ধ মিলায়ে যায়
মন্দ ভালো, ভালও মন্দ হয়,
আলোই আঁধার, আঁধারই দিন,
বিষণ্ণ মনে দ্রুত তাই হই বিলীন। [নদী পেরিয়ে]

ইয়াংসির দক্ষিণে নির্বাসিত কবি বিলাপ করছেন ঃ

উঁচু আকাশ আবার দেখায় অস্থিরতা
বৃষ্টির মত দারুণ বিপদ ঝরছে হেথা।
গৃহ হয় ভেঙে চুরমার, প্রিয়জনেরও হয় মরণ
বসন্ত প্রভাতে বেরোই আমরা দেখে পূবাকাশে লাল রং।

[রাজধানী ছেড়ে]

যদিও মৃত্যু তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল, তবু তাঁর অমর কাব্যরাজি নতুন নতুন দেশপ্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য চিরকাল বেঁচে থাকবে।

চু-ইউয়ানের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঙ লে, চিঙ চাই ও সুঙ ইউ প্রমুখ কবিরা; কিন্তু সুঙ ইউ-য়ের কাব্যই কেবল আজও রয়েছে। কথিত আছে সুঙ ইউ ছিলেন চু-ইউয়ানের ছাত্র এবং চু এর রাজসভায় তিনি কাজ করতেন। তাঁর 'নয়টি বিতর্ক' থেকে জানতে পারি যে তিনি দারিদ্র্য-পীড়িত মেধাবী ছাত্র হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজকর্মচারী হওয়ার ফলে তিনি তাঁর সুনাম হারান এবং কুৎসার মুখোমুখি হন। 'নয়টি বিতর্ক' হচ্ছে একটি দীর্ঘ কবিতা। তিনি যখন রাজ-অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার পরে এটি লেখা এবং এতে তিনি স্পষ্ট করে লিখেছিলেন যে, তিনি কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবেন না। 'প্রশান্তি'ও একটি দীর্ঘ কবিতা। সুঙ ইউ অথবা চু-ইউয়ানেরই নির্দেশিত, এতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জনগণের দুর্দশা ও নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা আছে—

তরুণীদের মাঝে অতিথিরা আছেন বসে;
একে একে সবে কোমরবন্ধ-মণিমুকুট দেন খুলে;
অসংযত বিজ্ঞতায় লাস্যে বিভোর তরুণীর দল;
আজি ছদ্মবেশে যোদ্ধানারীর জয়ের দিন।

পানপাত্রে ঠোঁট ডুবিয়ে হস্তিদন্তে কন্দুকক্রীড়া
খেলার ছলে নাচছে তারা জোড়ায় জোড়া
রংবাহারে দেবতাকে ডেকে চাইছে ঋণ ;
দিনভর তারা পানোৎসবে রইল মেতে
কাঠের ফ্রেমটি উল্টায় কেউ, পানপাত্র করে চুরমার
হেলায় বীণায় সুর তোলে কেউ, গান ধরে কেউ আর বার ;
ভুলে গেছে তারা দিন কি রাত্রি শুধু চীৎকার, শরাব লে আও ;-
ভেতরে জ্বলছে উজ্জ্বল দীপ, ধূসর কনকচাঁপা
কৌশলে আর তৎপরতায়, যেমন মিষ্টি সুগন্ধে
গান গায় তারা পানোৎসবের ছন্দে ;
আনন্দেরই অভিষেক-তরে অতীতস্বপ্নে মত্ত বিভোর
ওরে ফিরে চল, মন রে আমার অবশেষে চল্ আপন ঘর ।

তাছাড়া, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে সুঙ ইউ কয়েকটি বর্ণনামূলক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু এখানেও তার যাথার্থ অস্পষ্ট। 'নয়টি বিতর্কে' দেখা যায় সুঙ ইউ অনুসরণ করেছেন চু ইউয়ানের ঐতিহ্য। এই দুজন চৌ আমলের শেষ দিককার কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই সময়ে চীনে অনেক গদ্যলেখক ছিলেন যাঁরা মূলত দু'ধরণের রচনা রেখে গিয়েছেন—ঐতিহাসিক তথ্য এবং দার্শনিক রচনা।

চারটি প্রধান ঐতিহাসিক রচনা হচ্ছে 'বসন্ত ও শরতের ইতিবৃত্ত', 'সো চুয়ান', 'কুও ইউ' এবং 'কু ৎসে'। 'বসন্ত ও শরতের ইতিবৃত্তে' লু সাম্রাজ্যের সরকারী ঐতিহাসিকদের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত তথ্য ও পূর্ব চৌ আমলের প্রথম দিকের প্রধান ঘটনাগুলি এতে সন্নিবেশিত আছে। কনফুসিয়াস তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদানের জন্য এই বইটি ব্যবহার করতেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি তার লেখক ছিলেন না। যেহেতু এই তথ্যগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত, এগুলির সাহিত্যমূল্য খুবই অল্প।

এই সময়কার ইতিহাসাশ্রয়ী 'ৎসো চুয়ান' এবা 'কুও ইউ' অনেক বিস্তৃত। সাহিত্য হিসেবে 'ৎসো চুয়ান' অন্যগুলির চেয়ে শ্রেয়। এতে রয়েছে কোনো কোনো অত্যাচারীর অমিতাচার ও নিষ্ঠুরতার জীবন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ, বীর ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনের সহানুভূতিসূচক বর্ণনা। অপরূপ সংযত বাগভঙ্গীতে যুদ্ধের দৃশ্যগুলির বর্ণনা চিত্তাকর্ষক এবং এতে লেখক জটিল পরিস্থিতিরও উপস্থাপনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, চিন্ ও ৎসিন রাজ্যের সেনারা যখন ইয়াও-এর যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছিল, চিন্ সৈন্যদল ঠিক করল যে তারা চেঙ রাজ্যের উপর হঠাৎ আক্রমণ করবে। পূর্ব চৌএর উত্তর দরজা পার হবার পর তারা এমন উদ্ধত আচরণ করতে থাকল যে এমনকি শিশুরাও বলতে লাগল যে এরা হেরে যাবে। অবশেষে চেঙ পৌঁছবার আগেই তাদের মতলব প্রকাশ হয়ে পড়ল—

হুয়াতে তারা সুয়ান কাও নামে চেঙ-এর এক বণিকের সাক্ষাৎ পেল ; সে ব্যবসার

জন্য চৌ-এর শহরে যাচ্ছিল। সে তাদের চারটি চামড়া ও বারোটি ষাঁড় উপহার দিল। বণিকটি বলল, আমাদের রাজপুত্র শুনেছেন যে তোমার বাহিনী আমাদের এই ছোট্ট শহরের উপর দিয়ে যেতে চায়, তাই তোমার লোকদের এগুলি সসম্মানে উপহার দিচ্ছেন। আমাদের সামান্য শহরটি ধনী নয়, কিন্তু তোমরা যদি থাকতে চাও, তোমাদের প্রীত করার জন্য আমরা একদিনের খাবার তৈরী করে দেব অথবা তোমরা যদি চলে যাও তাহলে একরাত্রি প্রহরার ব্যবস্থা করে দেব। এরপর সে একজন দ্রুত-গামী দূতকে পাঠাল।

যেহেতু চেঙ এখন প্রস্তুত, চিন্ সৈন্যবাহিনী পিছু ফিরল এবং সাথে সাথেই ৎসিনের বাহিনীর হাতে পরাস্ত হল, তিনজন সেনাপতিকে বন্দী করা হল। এই কাহিনী কেবল যে প্রচারযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে শুধু তাই নয়, বণিকদের উপস্থিতবুদ্ধি এবং স্বদেশপ্রেমেরও চিত্র এতে রয়েছে। কুও ইউ-এর বর্ণনা কিন্তু তেমন জীবন্ত নয়। কিন্তু ঐতিহ্যানুসারে ৎসোচিউ মিঙএর নিকট উৎসর্গীকৃত। এই সব রচনাবলী প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধরত রাজ্যগুলির আমলের অজ্ঞাত লেখকদের হাত থেকে এসেছে।

কুও ৎসে পরবর্তীকালের রচনা। যুদ্ধরত রাজ্যগুলির আমলের ঘটনাবলীর বর্ণনা এতে রয়েছে—বিভিন্ন সন্ধি, প্রাচীন এবং নবীন ভূস্বামীদের মধ্যকার লড়াই, সাহিত্যিকদের কার্যকলাপ, রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শ্রম-জীবী জনগণের দুর্দশা। 'কুও ৎসে'-তে রয়েছে বেশ কয়েকটি উপকথা, যথা, চাওএর হুই রাজার সম্পর্কে ৎজু তাই বর্ণিত উপকথা। হুই রাজা ইয়েন রাজ্য আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন বোঝেন নি যে চিন্-এর রাজা তাদের পারস্পরিক ঝগড়ার সুযোগ নেবে—

"একটা ঝিনুক তার খোলস খুলে রোদে শুকোতে দিয়েছিল। তখন একটা কাদা-খোঁচা পাখী সেটা ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গেল। ঝিনুকটা পাখীটির ঠোঁট কামড়ে ধরে থাকল এবং বেশ শক্ত করে আটকে রইল। কাদাখোঁচা বলছিল, 'কাল যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে একটা মরা ঝিনুক এখানে পড়ে থাকবে।' ঝিনুকটা প্রত্যুত্তরে বলল, 'তুমি যদি আজ বা কাল পুরস্কারটি হারাও তাহলে এখানে একটা কাদাখোঁচা পাখীও মরে থাকবে'। যেহেতু দুজনের কেউই জায়গা ছেড়ে দিল না, একজন জেলে এসে উভয়কে ধরে নিয়ে গেল।"

চীনদেশে আজও প্রায়ই ঝিনুক আর কাদাখোঁচার লড়াইয়ের উপাখ্যান মুখে মুখে ফেরে। 'পা দিয়ে সাপ টেনে আনা' এবং 'বাঘের শক্তির জোরে শিয়ালের কার্যসিদ্ধি' এই দুটি হচ্ছে অন্যান্য যেসব সচিত্র রঙিন কথামালার কাহিনী 'কুও ৎসে' থেকে নীতিবাক্যসহ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম।

গদ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে ঐ সময়ে দার্শনিকদের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত রচনাবলী। এইসব চিন্তাবিদরা বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন। কনফুসিয়াসের নেতৃত্বে যে গোষ্ঠী ছিল তাদের শিক্ষাধারাকে বলা হত জু পাঠশালা। কনফুসিয়াস যে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছিলেন, তার ক্রমেই পতন হচ্ছিল।

চিন্তার জগতে তিনি প্রাচীন পদ্ধতির অনেকগুলি সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং নূতন ভূস্বামীদের উদ্ভবের ফলে তিনি কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন সেজন্য তাঁর কতকগুলি প্রস্তাব, প্রাচীনের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছিল। সামন্ত সমাজে, যা চীনে দুহাজার বছরেরও বেশী স্থায়ী হয়েছিল, সেই কনফুসীয় দর্শন জনগণের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত ভিত্তি রচনা করেছিল। কনফুসিয়াসের অনেক শিষ্য ছিল, এবং তাদের জ্ঞানের প্রচার চীনা সাহিত্যের গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তার প্রধান উত্তরপুরুষ ছিলেন মেনসিয়াস এবং সুন ৎযু। কনফুসিয়াসের বাণী তাঁর শিষ্যরা 'ভাষ্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আরো দুখানি গ্রন্থে মেনসিয়াস ও সুন ৎযুর শিক্ষা বর্ণিত আছে। 'ভাষ্য' গ্রন্থটিতে কেবল ছোট ছোট বাণী রয়েছে এবং এর রচনারীতি হচ্ছে সরল ও সোজাসুজি। কিন্তু তাতে কনফুসিয়াস ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কতকগুলি প্রাণবন্ত আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় পুস্তকটির গোড়ার দিক থেকে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ এখানে তুলে ধরা যাক—

প্রভু বলিলেন—যে নৈতিক শক্তির সাহায্যে শাসন করিয়া থাকে, সে ধ্রুবতারার ন্যায়। সে একস্থানে স্থির থাকে আর অন্যান্য ছোট তারকাগুলি তাকে প্রণাম জানায়।

প্রভু বলিলেন—যদি তিনশত সংগীতের মধ্যে মাত্র একটি বাক্য দ্বারা আমার সকল শিক্ষনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে চাই তাহা হইলে বলিব, তোমাদের চিন্তাভাবনায় কোনো অশুভের অনুপ্রবেশ ঘটাইও না।

প্রভু বলিলেন—জনগণকে নিয়মবিধির সাহায্যে শাসন কর, শাস্তিবিধানের দ্বারা তাহাদের সুনিয়ন্ত্রিত কর, তাহা হইলে সকল অশুভ তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিবে। সকল আত্মসম্মান ত্যাগ কর। নৈতিক শক্তি দ্বারা শাসন কর, ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের সুনিয়ন্ত্রিত কর, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আত্মসম্মান রক্ষা করিবে এবং তাহাদের স্বীয় প্রয়োজনে তোমার নিকট আসিবে।

প্রভু বলিলেন—পঞ্চদশ বর্ষে আমি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করি। ত্রিশ বৎসরে আমি ভূমির উপর দৃঢ়ভাবে পদস্থাপনা করি (অর্থাৎ, আত্মনির্ভরশীল হই); চল্লিশ বৎসরের পর আমি আর কোনো দ্বিধায় অভিভূত হই নাই। পঞ্চাশ বৎসরে আমি ঈশ্বরের নির্দেশ কি তাহা অবগত হইলাম। ষাট বৎসর বয়সে আমি তাহা নম্রভাবে শ্রবণ করিলাম। সত্তর বৎসর বয়সে আমি আমার বিবেকের নির্দেশ অনুসরণ করিতে পারিলাম। কারণ আমি আর অধিকারের সীমা লংঘন করিতে পারি নাই।

কনফুসিয়াসের ভাষ্য

মেনসিয়াসের গ্রন্থ আরো বিচিত্র এবং বাগ্মী গদ্যে লিখিত এবং তার কতকগুলি বিতর্ক সযত্নে যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে। 'চি-এর লোকটি এবং তার দুই স্ত্রী' গল্পটি সুপরিচিত। এই লোকটির গর্ব ছিল যে প্রত্যেকদিন সে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংগে ভোজ্য পানীয় গ্রহণ করত। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তার কথায় বিশ্বাস করত না।

স্ত্রী উপপত্নীকে বলল—প্রতিবার আমাদের ভালোমানুষটি বেরিয়ে যেত আর প্রচুর মদ ও মাংস নিয়ে ফিরে আসত এবং যখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করতাম কোথায় সে আহারাদি করেছে, সে বলত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে। কিন্তু এখানে তো উপযুক্ত গুণসম্পন্ন একটিও ভদ্রলোক নেই। কোথায় সে যায় আমি তা খুঁজে বের করতে চাই। পরদিন সকালে, সেই অনুযায়ী তার স্বামী যখন বাড়ী থেকে বের হল, সে তার পিছু নিল। কিন্তু শহরের একজনও তার সংগে কথা বলল না। অবশেষে পূর্ব শহরতলীতে একটা কবরে কয়েকজন শবযাত্রী যখন পারলৌকিক ক্রিয়াদি করছিল, সে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে পূজার কিছু প্রসাদ ভিক্ষা করল। যা পেল তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সে আরো কয়েকজন শবযাত্রীর কাছে এগিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তার উদর পূর্ণ হল। স্ত্রী বাড়ী ফিরে এল এবং উপপত্নীকে বলল, 'আমরা দেখেছি আমাদের স্বামী সারা জীবন ধরে আমাদের খাদ্যের সংস্থান করেছেন। তবু তিনি এই অদ্ভুত ধরণের মানুষ।' তারপর তারা তাঁকে খুব গালাগাল করল এবং রাজসভায় গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। স্বামীটি কিছু বুঝল না। ফলে বাড়ীতে বড়ো বড়ো কথা বলা এবং তাদের কাছে গর্ব করা যথারীতি অব্যাহত রাখল।

এটি তাদের সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গ, যারা সম্পদ এবং আরামের আশায় নীচ কাজে হেঁট হয়। পরবর্তীকালের লেখকরা বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়গুলিকে আক্রমণ করার জন্য কাহিনীকে নাটকে বা গাথায় ব্যবহার করেছেন। যদিও মেনসিয়াস সামন্তপ্রথাকে সমর্থন করতেন, তাঁর মতবাদ ছিল, 'আগে যে মানুষ এসেছে' তার নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্য আছে।

সুন ৎযু ছিলেন উৎসবপ্রিয়। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং অদৃষ্টবাদ ও কুসংস্কারকে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর দর্শন তাঁর শিষ্যদের দ্বারা আরো বিকশিত হয়ে চিন ও হান রাজবংশের রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছিল। মেনসিয়াসের তুলনায় তাঁর গদ্য সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ। তার প্রমাণ নীচের পরিচ্ছেদটিতে মিলবে—

মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে অশুভ—তার শুভবুদ্ধি কেবলমাত্র প্রশিক্ষণের দ্বারা অর্জিত হয়। মানুষের এখনকার মৌল প্রকৃতি হচ্ছে লাভের সন্ধান। এই ঝোঁকটি চলতে থাকলে রেষারেষি ও হিংস্রতা দেখা দেবে এবং সৌজন্যের মৃত্যু ঘটবে। মানুষ মূলতঃ হিংসুটে এবং স্বভাবতই একে অন্যকে ঘৃণা করে। যদি এই প্রবণতাটি অনুসৃত হয় তাহলে সংঘাত ও ধ্বংস দেখা দেবে। বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য ধ্বংস হবে। মানুষ মূলতঃ চক্ষু-কর্ণের ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করে ; সে স্তুতি পছন্দ করে এবং সে কামুক প্রকৃতির—এগুলি যদি অনুসৃত হয়, অপবিত্রতা ও বিশৃংখলা দেখা দেবে এবং প্রকৃত আচরণবিধি, বিচার ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি পরিত্যক্ত হবে। সুতরাং মানুষের মূল প্রকৃতিকে ধরতে হলে, মানুষের অনুভূতিগুলি ধরতে হলে অনিবার্যভাবে মারামারি ও হিংস্রতার উদ্ভব হয়। তার সংগে থাকে সদাচরণের প্রতি উপেক্ষা, এবং কিছু করার যথার্থ

পদ্ধতিতে বিভ্রান্তি—ফলে বলপ্রয়োগের অবস্থায় ফিরে যেতে হয়। সেজন্য শিক্ষকদেরও আইনকানুনের প্রভাবের মধ্য দিয়ে সভ্য করে তোলা, আচরণ ও ন্যায়বিচারের পথপ্রদর্শন একান্তভাবেই প্রয়োজন। সেখানেই সৌজন্যের আবির্ভাব হয়, সাংস্কৃতিক আচরণ পালন করা হয় এবং ফলতঃ একটা ভালো শাসনব্যবস্থা অবশেষে পাওয়া যায়। এইভাবে বিতর্কের দ্বারা এটা নিশ্চিত যে মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে অশুভ এবং তাকে শুভবুদ্ধি অর্জন করতে হয়।

[সুন ৎঝুর রচনাবলী (১৩শ পরিচ্ছেদ) এইচ এইচ ডুবস অনুদিত]

কনফুসিয়াসের মতবাদ ছাড়াও আরো অনেক চিন্তাধারা ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মো-বাদ, তাও-বাদ এবং বিধিসম্মত মতবাদ। এঁদের রচনাবলীর মধ্যে মো তি ও তাঁর শিষ্যদের লেখা মো ৎঝু, লি এর রচিত তাও তে-চিঙ, চুয়াঙ চাও এবং তাঁর শিষ্যদের লেখা চুয়াঙ ৎঝু, চান্ ফেই ও অন্যান্যদের লেখা হান্‌ফেই ৎঝু উল্লেখযোগ্য। কন্‌ফুসিয়াসের বিরোধী মো-বাদীরা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি ছিলেন এবং মো ৎঝু-এর গদ্যরচনা সরল ও সাধাসিধে।

লি এর এবং চুয়াঙ চৌ ছিলেন তাওবাদী, তাঁরা সামন্ত ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু আদিম যৌথ কৃষিব্যবস্থাতে ফিরে যেতে চাইতেন। তাঁরা চিনের বিজ্ঞানচিন্তা এবং গণতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণার গোড়ার বিষয়গুলি শিক্ষা দিতেন। এভাবে বস্তুজগতের দ্বন্দ্বগুলি লি এর কিছুটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাও তে-চিঙ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভাষায় লিখিত এবং এতে প্রগাঢ় মতবাদ বিশ্লেষণের জন্য জীবন্ত চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতির দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটা সজীব বর্ণনা—

> এই পৃথিবীর প্রাণীরাজ্যে কেউ আগে যায় কেউ পিছে ;
> কেউ বা বলে বাজাও বাজাও, কেউ বা বলে করো শেষ
> অন্য যবে শ্রান্ত ক্লান্ত কেউ পাচ্ছে নবীন তেজ,
> কেউ বা কাঁধে নিচ্ছে বোঝা, অন্যে বোঝা নামায় যবে
> তাইতো সাধু বলেন, বাতিল, চূড়ান্ত, শেষ কথাতে তুষ্ট সবে।

[পথ ও তার শক্তি]

চুয়াঙ চৌ-এ গদ্য গতিময় ও জীবন্ত, কোথাও কোথাও মহিমান্বিত প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনার বদলে তিনি প্রায়ই আখ্যায়িকা ব্যবহার করেছেন। সাহসিক কল্পনা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর সমস্ত রচনাকেই অপূর্ব জীবন্ত করে তুলেছে। তাঁর রচনাশৈলীর সুন্দর নিদর্শন আছে সেই রাঁধুনীর কাহিনীতে, যে ষাঁড় কেটেছিল—

কর্তা ওয়েন হুই এর পাচক একটী ষাঁড়কে কাটছিল। তার হাতের প্রতিটি আঘাত, প্রত্যেকবার তার কাঁধের ঝাঁকুনি, তার প্রতিটি পদক্ষেপ, তার হাঁটুর প্রতিটি কম্পন, মাংসের প্রতিটি টুকরো কাটার শব্দ, কসাইয়ের চোখের প্রতিটি দৃষ্টি—সব কিছুই প্রকৃত সুর ও সংগীত বজায় রেখে চলেছে……কর্তা ওয়েন হুই চীৎকার করে বললেন, 'অবাক কাণ্ড! আপনাদের কৌশল বটে'! পাচক তার মুগুরটি নামিয়ে রেখে উত্তর দিল, 'আপনার

'দাস যখন পথ ভালবাসে সেটা কৌশলের চেয়ে শ্রেয়। যখন আমি প্রথম ষাঁড় কাটতে শুরু করি আমি ঐ জীবটির নিস্পন্দ বিশাল দেহটি দেখেছিলাম; কিন্তু তিন বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর, এখন আমি আর জন্তুটির মৃতদেহ পুরোটা দেখতে পাই না···এখন আমি মাথা খাটিয়ে কাজ করি, শুধু চোখ দিয়ে নয়—আমার মুগুরের ছোঁয়ায় হাড় থেকে মাংস বেরিয়ে আসে যেন পৃথিবীর মাটি কেঁপে উঠে। তারপর মুগুরটি হাতে নিয়ে আমি জয়ের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সেটাকে মুছে নিয়ে রেখে দিই।' 'বাহবা কর্তা', ওয়েন হুই চীৎকার করে বললেন, 'এই পাচকের কথা থেকে আমি শিখলাম কেমন করে জীবন রক্ষা করতে হয়।'

এই চিত্তাকর্ষক আখ্যায়িকাটিতে প্রকৃতির বস্তুগত নিয়মকানুন বোঝার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু পাচকটি কেবল ষাঁড়ের শরীরতত্ত্ব বুঝত, উনিশ বছর ব্যবহারের পরও তার মুগুরটি নূতনের মত ভালো। চুয়াঙ ৎঝু-এর বর্ণনা সর্বদাই এরূপ জীবন্ত ও বোধগম্য।

বিধিসম্মত মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হান্ ফেই ছিলেন সুন ৎঝুর শিষ্য, তিনি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের বিরোধিতা করেছিলেন এবং নূতন ভূস্বামীদের সমর্থন করেছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গী হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এবং তার মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণের মর্মভেদী ক্ষমতা। তাঁর রচনাবলীতে রয়েছে অনেক অনুকরণীয় নীতিকথা ও উপকথা যথা 'মুক্তা ব্যতিরেকে রত্নাধার ক্রয়', 'ঢাল ও তরোয়াল' এবং 'খরগোসের জন্য অপেক্ষায়'।

এই সময়ে গল্প এবং নাটকেরও সূত্রপাত ঘটে। উপন্যাসের উৎস ছিল পুরাণ কথা এবং উপকথা, যেগুলি প্রথমে মুখ থেকে শুনে লেখা, তা ক্রমে লিখিত সাহিত্যে পরিণত হয়েছিল। এর কতকগুলি পাওয়া যাবে 'কু ৎঝু' এবং 'সঙ্গীতের গ্রন্থে' এবং আরও পাওয়া যাবে 'সমুদ্র পর্বতের গ্রন্থে,' যদিও প্রাচীন বিদ্বৎ সমাজ এই রচনাগুলি য়ু বা ই-এর উপাখ্যান বলে বিশেষিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তা লেখা হয়েছিল যুদ্ধরত রাজ্যগুলির আমলে, কিছু অংশ চিন ও হান রাজবংশের আমলে যুক্ত হয়েছিল। একটি ভৌগোলিক বিবরণ হিসেবে এতে ঘটনার চেয়ে কল্পনা বেশী আছে এবং এতে বিভিন্ন পাহাড়-নদীর বর্ণনা সুন্দর উপকথা সৃষ্টি করেছে, চিঙ উই নামক পাখীর গল্পের মত কয়েকটিতে গভীর অর্থ পাওয়া যায়।

দু'শো লি উত্তরে রয়েছে ফা চিউ পাহাড়, এর প্রাচীর-পার্শ্ব চে গাছ দিয়ে ঘেরা। সেখানে কাকের মত একটা পাখী আছে, তার সাদা ঠোঁট, লাল পা, তার নাম চিঙ উই, সেটা জানা যায় যখন সে চীৎকার করে আওয়াজ তোলে। পাখীটি ছিল ইয়েন তির যুবতী কন্যা নু ওয়া, সে পূর্বসাগরে সাঁতার কাটার সময় ডুবে যায় এবং পরে পাখী হয়ে যায়। সারা দিন ধরে সে পশ্চিমপাহাড় থেকে কাঠ আর পাথর এনে সাগরে ফেলে তা ভরাট করার চেষ্টা করে। এইখান থেকেই তাঙ নদীর উৎপত্তি, এটি পূর্ব দিকে বয়ে পীত নদীর দিকে গেছে।

এই উপাখ্যানে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের সংকল্প এবং বাধাবিপত্তির সম্মুখে সাহসের প্রতিফলন হয়েছে।

এই সময়কার আরেকটি রচনা হল, একজন অজ্ঞাত লেখকের 'রাজা মু-র ভ্রমণ-কাহিনী'। ইতিহাস এবং কল্পনামিশ্রিত এই কাহিনীর ভিত্তি হচ্ছে যে চৌ রাজবংশের রাজা মু সারা পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন। তিনি যে বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছেন তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই রাজা এমন একজন যিনি পরামর্শ শুনবেন এবং মনে-প্রাণে প্রজার মঙ্গল চাইবেন। রাজা মু সম্ভবতঃ প্রকৃতপক্ষে এমন একজন সুশাসক ছিলেন না; কিন্তু এ ধরণের রচনার মধ্য দিয়ে লেখক জনগণের অবস্থা উন্নত করার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন।

এইসব ঐতিহাসিক ও দার্শনিক রচনাগুলিতে যে উপকথাগুলি নিহিত রয়েছে, তার কতকগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, কয়েকটিতে উপন্যাসে উন্নীত হবারও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

কতকগুলি গল্পের অনুকরণে আনুষ্ঠানিক নৃত্যগুলি থেকে নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। উৎপাদন ও উর্বরতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই নৃত্যগুলি অনেক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ ছিল। যেহেতু এই প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি আদিযুগের নাটকের আকার গ্রহণ করত, অতএব চীনের নাটকের উৎস খুঁজতে হলে এখানেই আসতে হবে। এই প্রশ্নে 'সঙ্গীতের গ্রন্থ' এবং 'কু ৎঝে' কিছু আলোকপাত করতে পারে। প্রথমদিকে অংশগ্রহণকারীরা ছিল ডাইনী বা পুরোহিত যাদের উদ্দেশ্য ছিল ভগবানকে সন্তুষ্ট করা; পরবর্তীকালে এল ভাঁড়েরা, যারা মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করত। চীনদেশে ভাঁড়ের চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু যুদ্ধরত রাজ্যগুলির আমলের আগে পর্যন্ত তারা সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয় নি। তারা ছিল পারদর্শী নৃত্যশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, কৌতুকশিল্পী ও সার্কাস শিল্পী। পরবর্তীকালে নাটকে এদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

চৌ আমলের সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এটা দেখা যায় যে কবিতাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এই যুগে অমর কবি ও কাব্যের জন্ম হয়েছে। অবশ্য লক্ষ্যণীয়, গদ্যও বিকশিত হয়েছে মূলতঃ শিক্ষাপ্রদ ও সুকুমার সাহিত্য গুণান্বিত দার্শনিক বা ঐতিহাসিক রচনার আঙ্গিকে, অথচ উপন্যাস ও নাটক রচনা তখন কেবলমাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু চিরায়ত চীনা সাহিত্যের অপরূপ ঐতিহ্যের ইতিমধ্যে উদ্ভব ঘটেছে এবং তার বিকাশের উপযোগী অবস্থাও সৃষ্টি হয়েছে।

চিন, হান, উয়ি ও ৎসিন রাজবংশের এবং দক্ষিণ ও উত্তরের রাজবংশের সাহিত্য

ক. চিন্ ও হান্ আমল

বসন্ত ও শরৎ আমলের পর নব্য জমিদারদের অর্থনীতি ক্রমেই পুরাতন অর্থনীতির স্থান গ্রহণ করতে লাগল এবং খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চিনের প্রথম সম্রাট চিন্‌শি হুয়াং-তি সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং চীনের ইতিহাসে প্রথম স্বৈরাচারী সামন্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সময় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পরবর্তী আটশো বছরকে চীনের চিরায়ত সাহিত্যের বিকাশের তৃতীয় স্তর হিসেবে ধরা যায়।

চীনের একীকরণ এক বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতির সূচক। এই সময়ে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কৃষির উন্নতি হয় এবং হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। কাগজ ও কম্পাসের আবিষ্কার সহ অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। ভূস্বামীরা, যারা বংশপরম্পরায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল, সংস্কৃতির ওপর প্রকৃতপক্ষে তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং এই শ্রেণীর উঁচু-তলার লোকেরা যথেষ্ট বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করত। কিন্তু প্রচন্ড করভার ও সেনাবাহিনীর জুলুমে বিপর্যস্ত কৃষকেরা এত কষ্টে জীবনযাপন করত যে এই আটশো বছরে ক্রমাগত একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

চিন রাজবংশ মাত্র পনের বছর টিঁকে ছিল এবং এর একমাত্র সুপরিচিত লেখক ছিলেন লি সুঝে। কিন্তু তাঁর রচনা প্রথম শ্রেণীর নয়। হান্ আমলে চিনের চিরায়ত গদ্যের একজন ওস্তাদকে পাওয়া যায়। তিনি হলেন প্রখ্যাত সুসুমা চিয়েন চিয়েন।

সুসুমা চিয়েন ছিলেন লুং সেন অর্থাৎ অধুনা শেন্‌সি রাজ্যের অধিবাসী; জন্ম ১৪৫ খ্রীষ্টপূর্ব এখনকার হানচেঙ জেলার অন্তর্গত শিয়া ইয়াং গ্রামে। তাঁর পিতা সুসুমা তান ছিলেন রাজজ্যোতিষী ও ঐতিহাসিক। সুসুমা চিয়েন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি চীনের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বন্ধু অথবা বংশধরদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এক সেনাপতির অবমাননার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মহান রচনাবলী সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ধীরভাবে এই অপমান সহ্য করেছিলেন। সেই অমর চিরায়ত গ্রন্থ, 'ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জী' তাঁর বহুশ্রমের মাধ্যমে রচিত এবং পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের অপূর্ব ক্ষমতার পরিচায়ক।

'ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জী' চীনের প্রথম সাধারণ ইতিহাস এবং এতে সুসুমা চিয়েন আমাদের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও সামাজিক পরিবর্তনের জীবন্ত ও প্রণালীসম্মত

বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর উদ্বুদ্ধ কলম থেকে উৎসারিত জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জীবনের সন্ধান দেয় এবং ঐ দেশের উঁচুতলার ও নীচুতলার মধ্যকার অনতিক্রম্য অবস্থার এক অপরূপ চিত্রপ্রদর্শনী তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই লিন্ সিয়াঙজু কেমন করে চাও রাজ্যকে রক্ষা করলেন সেই গল্পটি এখন চীনের সর্বত্র সুসুমা চিয়েনের দৌলতেই বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। যুদ্ধরত রাজ্যের আমলে লিন সিয়াঙজু সামান্য এক কর্মচারী ছিলেন। তাঁর রাজার একটা দামী ফলক ছিল, সেটির প্রতি আবার চিন্ সম্রাটের লোভ ছিল। এই পাথরটির জন্য চিন্ সম্রাট পনেরটি শহর দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু যদিও সেটা একটা ছলমাত্র ছিল তবু চিন এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে চাও-এর রাজা ভেবে পেলেন না কি করে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন তখন লিন সিয়াঙজু স্বেচ্ছায় চিন-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য গেলেন। কথা দিয়ে গেলেন যে হয় পনেরোটি শহর নতুবা পাথরটি তিনি ফিরিয়ে আনবেন। সুসুমা চিয়েন এইভাবে চিন রাজসভায় তাঁর আচরণের বর্ণনা করেছেন—

রাজা শহরগুলি চাওকে দিতে চান না। এটা দেখে সিয়াঙজু তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন: এই পাথরটিতে একটি খুঁত আছে। মহারাজ, আমাকে ঐটা দেখান। রাজা যখন সেটি তাঁর হাতে দিলেন, তিনি একটি থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সেটি নিলেন। রাগে তাঁর চুল খাড়া হয়ে উঠল এবং তিনি চীৎকার করে বললেন…মহারাজের যখন চাওকে শহরগুলি দেবার মতলব নেই, আমি পাথরটি ফিরিয়ে নিচ্ছি। পারেন তো আমার কাছ থেকে জোর করে এটা কেড়ে নিন, আমি এই পাথর এবং আমার মাথা থামে ঠুকে ভেঙে ফেলব! তারপর তিনি থামটির দিকে একবার চাইলেন এবং পাথরটিকে তুলে আছাড় মারতে উদ্যত হলেন।

এখানে চরিত্রচিত্রণ অপূর্ব। লিন সিয়াঙজুর সাহস, কৌশল ও দেশপ্রেম ভাষার সংযত ব্যবহারে অনবদ্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এবং দূত হিসাবে তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা থেকে বোঝা যায় যে এই নীচুতলার কর্মচারীটি কেমন করে চাওএর মুখ্যমন্ত্রী পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু চাও-এর এক নামকরা সেনাপতি লিয়েন পো তাঁকে আদৌ সম্মান করতেন না এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতেন। লিন সিয়াঙজু যখন সেটা জানলেন, তিনি লিয়েন পোর পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, এবং যখন তাঁর অনুগামীরা প্রতিবাদ জানাল, তিনি তাদের বোঝালেন—

চিনের রাজা পরাক্রমশালী, তবু আমি তাঁর রাজসভাতেই তাঁকে ভৎর্সনা করতে পারি এবং তাঁর মন্ত্রীদের সাথে খোলা মনে আলোচনা করতে পারি। আমি দুর্বল ঠিকই, তবু আমি সেনাপতি লিয়েনকে কেন ভয় পাবো? তবু আমরা দু'জনে আছি বলেই চাও রাজ্য আক্রমণ করতে চিন্ সাহস পান না। যদি দুটি বাঘের মধ্যে লড়াই হয়, একটা মরে। তাই আমি এটা স্থির করেছি। কারণ আমি আমাদের দেশকে সর্বাগ্রে স্থান দিই এবং ব্যক্তিগত আক্রোশকে পিছনে রাখি।

এই মহানুভব বক্তব্যে সেনাপতি অভিভূত হলেন, তিনি লিন্ সিয়াঙজুর কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন। এবং তারপর থেকে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ় হল। সুসুমা

চিয়েন যে কেবল দুই দেশপ্রেমিকের জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এঁকেছেন শুধু তাই নয়, তাঁর বর্ণনার প্রবল বাস্তবতার দ্বারা তিনি এই প্রাচীন বীরদের চরিত্র প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। যেহেতু তিনি ইতিহাসের তথ্য ধরে রাখার জন্য মহত্তম ঘটনাগুলিকে বেছে নিয়েছেন তাই সবগুলি চরিত্রই বিশাল তাৎপর্য বহন করে। তাছাড়া তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এবং ন্যায়-অন্যায়ের স্বচ্ছ ধারণা তাঁর চিহ্নিত দৃশ্যগুলিকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। এজন্যই আমরা 'ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জীকে' উৎকৃষ্ট সাহিত্য এবং পাশাপাশি মহান ইতিহাস হিসেবে মূল্য দিয়ে থাকি।

সুসুমা চিয়েনের উত্তরাধিকারী ছিলেন পান্ কু, তিনি 'হান্ রাজবংশের ইতিহাস' লিখেছিলেন। তিনি আন্‌লিঙ অর্থাৎ অধুনা শেনসির অধিবাসী ছিলেন। ৩২ থেকে ৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। তাঁর পিতা পান্ পিআও এবং ছোট বোন পান চাও এই ইতিহাসের জন্য উপাদান সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু আসল রচনার কাজটি তিনি নিজেই করেছিলেন, সুসুমা চিয়েনের চেয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বেশী রক্ষণশীল, কিন্তু তাঁর গদ্য যদিও অত চমৎকার নয় তাহলেও খুব সংক্ষিপ্ত এবং ঝরঝরে। তিনিও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের প্রামাণিক ও হৃদয়গ্রাহী চরিত্র এঁকে রেখে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সু য়ু-র কথা বলা যায়, সে হুনদের কাছে আত্মসমর্পণের ভয়ে উয়েই লু-কে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে দিত না।

যখন সু য়ু কোনো জবাব দিল না, উয়েই লু বলল, 'যদি তুমি আমার উপদেশ শোনো এবং আত্মসমর্পণ কর, আমরা তাহলে পরস্পর দুই ভাই হব। যদি তুমি আমার কথায় কান না দাও তাহলে আমাকে আর কখনো দেখতে পাবে না।' তখন সু য়ু শপথ করে বলল, 'আমি আর কখনো তোমাকে দু চক্ষে দেখতে চাই না—এরকম এক প্রজা, যে তার রাজার দয়াদাক্ষিণ্য ভুলে গেছে এবং তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বর্বরদের সাথে যোগ দিয়েছে…' যখন উয়েই লু দেখল যে তাকে অনুরোধ উপরোধ করে লাভ নেই, সে তাঁকে সব জানাল, তিনি তখন সু-কে কব্জা করার জন্য আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অতঃপর তারা তাকে এক বিশাল নরকসদৃশ কারাগারে বন্দী করে রাখল, খাদ্য পানীয় কিছুই দিল না। সেখানে যে বরফ পড়ত, সেই বরফ খেয়ে এবং যে কম্বলটাতে শুয়ে থাকত সেটা চিবিয়ে সু য়ু বেশ কিছুদিন না মরে বেঁচে রইল, এতে হুনেরা অবাক হয়ে গেল।

পান কুর সমসাময়িক একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ওয়াঙ চুঙ। তিনি শাঙ য়ু অর্থাৎ অধুনা চেকিয়াঙের অধিবাসী ছিলেন। ২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে মৃত্যু। যেহেতু তাঁর পরিবার ছিল আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র, তাঁর পক্ষে লেখাপড়া চালানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু তিনি একজন নিম্নপদের কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন এবং একটি বিদ্যালয়ে পড়াতেন। তাঁর সন্দিগ্ধ যুক্তিবাদী দর্শন, 'দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা কথোপকথন' এ ব্যাপকভাবে গ্রথিত আছে। এটি তৎকালীন কুসংস্কার এবং ভূস্বামী শ্রেণীদের স্বার্থ-

রক্ষায় নিয়োজিত চিন্তাধারা ছিল। তৎকালীন সামন্ত সমাজের সাধুদের সাথে কনফুসিয়স ও মেন্‌সিয়াসকে আক্রমণ করার মত তাঁর যথেষ্ট সাহস ছিল। তাঁর চিন্তায় ছিল বস্তুবাদের ছাপ এবং তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুস্পষ্ট। যেমনটি আমরা এই রচনাটি লেখার সময় দেখি—

দামী পাথর একটা বড়ো পাথরের উপর থাকলে অথবা মুক্তো মাছের পেটে থাকলে দেখা যেত না; কিন্তু যখন দামী পাথরটা বড় পাথরের ভেতর থেকে চকচক করে উঠত অথবা মাছটার ভেতর থেকে মুক্তোটা ঝিলিক মেরে উঠত, তখন তাদের ঐ ঝকমকানি লুকানো যেত না। সুতরাং আমার চিন্তারাজি যখন লিপিবদ্ধ হয় না, কিন্তু মনে মনে রাখা হয় সেগুলি তখন লুকানো পাঁথর অথবা মুক্তোর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন দেখা যায় যে, সেগুলি ঠিক পাথর বা মুক্তোর মত উজ্জ্বলতার প্রকাশ ঘটাচ্ছিল...। সাহিত্য রচনা করা শক্ত কিন্তু বোঝা সহজ। বহু প্রাচীন উপকথা আছে যা লিপিবদ্ধ করায় কোনো কৃতিত্ব নেই। দেখতে হবে, বিতর্কগুলি যেন সমস্যার সমাধান করে এবং মোলায়েম হয়; সেগুলি যদি জটিল হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দেয় তাহলে কোনো কাজে লাগে না।

ওয়াঙ চুঙ এই তত্ত্বকে প্রয়োগে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা ভাষা ছিল স্পষ্ট, ঝরঝরে এবং তাঁর পদবিন্যাস সংক্ষিপ্ত, তাঁর তর্কপদ্ধতিও নম্র। একসময় যখন স্টাইলের নামে অতিরঞ্জিত লেখাটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তখন তাঁর গদ্য এক অসাধারণ সারল্যে মণ্ডিত হয়েছিল।

হান্‌ আমলে অনেক লেখক ফু নামক এক ধরণের কাব্যময় গদ্য লিখতেন যার মাঝে মাঝে পদ্য মেশানো থাকত। এই সাহিত্য-আঙ্গিকটি জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত, পরে তা গ্রহণ করেন পণ্ডিতেরা, যাঁরা পদাড়ম্বরবহুল ভাষা ব্যবহার করতেন। এই ধরণের যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য লেখা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে খুব কমই ছিল প্রকৃত সাহিত্য, যার বেশীর ভাগটাই হচ্ছে একেকটি চরণে পাঁচটি শব্দ। সেই 'ইউয়ে ফু' নামক লোকসংগীত এই সময়ের 'ফু' এর চেয়ে অনেক বেশী প্রসিদ্ধ।

মূলতঃ ইউয়ে ফু-র অর্থ ছিল হান্‌ আমলের সংগীতের দায়িত্বে নিযুক্ত কার্যালয়। যেহেতু এই কার্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত লোকসংগীতগুলির বিরাট প্রভাব ছিল লেখকদের উপর, ক্রমে ক্রমে এই ধরণের সংগীতগুলি ইউয়ে ফু নামে পরিচিত হল। হান্‌ ও দক্ষিণ এবং উত্তরের রাজবংশের এই লোকসংগীতগুলি চীনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অংগ।

অনেকগুলি হান্‌ লোকসংগীতে অতি সামান্যস্তরের লোকজীবন ও তাদের সমস্যাগুলি বর্ণিত আছে। 'পূর্ব দরজায়' এক গরীব দম্পতির কথা বলা হয়েছে, যারা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতে না পেরে স্থির করল যে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করবে। 'রুগ্ন বৌ' গল্পে রোগে ভুগে যার স্ত্রী মারা গেছে এমন একজন কেমন করে মাতৃহীন শিশুটির প্রতি যত্ন নিতে চেষ্টা করেছে তার বর্ণনা রয়েছে। 'অনাথের গান' বড়ো ভাই ও বৌদির হাতে নিগৃহীত এক বালকের দুঃখের কাহিনী—

পাঠালো আমায় সকালবেলায় আনতে জল
ফিরিনি এখনও বাসায়—নামছে সাঁঝের ঢল
ঝর ঝর ঝর ঝরছে রক্ত কেটেছে হাত
পৃথিবীর পথে হাঁটছি তবুও চারিপাশে ঘোর তুষারপাত
উপড়িয়ে ফেলি হাজার হাজার পথের কাঁটা
দপদপ করে তবুও এখনো যন্ত্রণাটা।
তিক্ত অভিজ্ঞতায় লব্ধ অশ্রুজল
ঝরছে যেন সে বেদনায় ভরা মুক্তাফল
দুরন্ত শীত নেই তবু কোট আমার গায়
গ্রীষ্মে থাকে না খাদ্য কিছুই, কি করি হায়।

অন্য গানগুলিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণিত। ফলে 'দুর্গের দক্ষিণে লড়াই' শুরু হচ্ছে—

দুর্গের দক্ষিণে তারা লড়ল ;
প্রাকারের উত্তরে তারা বরণ করল মৃত্যু।
জলাভূমিতে তাদের মৃত্যু হল, কেউ দিল না কবর।
তাদের মাংস কাক শকুনের খাদ্য হল।

'পনেরো বছর বয়সে আমি প্রভুর জন্য লড়েছি' এই গান এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে যে পঁয়ষট্টি বছর সৈনিকের কাজ করেছে। সে যখন বাড়ী যাচ্ছে তখন গিয়ে দেখছে যে তাঁর আত্মীয় স্বজন সকলেই মারা গেছে। এইসব তিক্ত তীব্র সঙ্গীত হচ্ছে হান্ আমলের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্তর্গত। এগুলি মানুষের সুন্দরতম অনুভূতিকে নাড়া দেয়। তাদের স্বাভাবিক অথচ সুন্দর আঙ্গিক ছিল পরবর্তীকালের অসংখ্য লেখকের প্রেরণা।

এই সময়ে উপন্যাস ও নাটকের আরো বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

হান্ আমলের লেখকদের রচনা বলে পরিচিত উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে রচিত। অবশ্য সত্যিকার হান্‌যুগের উপন্যাসও রয়েছে, যা ঐতিহ্যের ক্রমানুসারে এখনও সাজানো হয় নি। এইভাবে, হান্ ইঙ রচিত 'সঙ্গীতগ্রন্থের আখ্যায়িকা' এবং লিউ সিয়াঙ রচিত 'আখ্যায়িকার উদ্যান ও নব কথোপকথন' গ্রন্থদুটিতে অনেক ছোট ছোট গল্প আছে, তাতে একটা করে নীতিবাক্য আছে আর আছে দরকষাকষির উপযুক্ত ভালো গল্প। অনুরূপভাবে ইউয়ান কাঙ ও য়ু পিউ এর 'ইউয়ের হারানো ইতিহাস' এবং চাও ইয়ে-র 'উ এবং ইউয়ে-র কাহিনী' ঐতিহাসিক রোমান্স হিসেবে ধরা যায়। রাজা মু-র ভ্রমণকাহিনীতে আরো কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

নাটকের অগ্রগতি কিন্তু এতটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। হান্ আমলে ভাঁড়দের অনুষ্ঠিত দড়ি-লাফ ও পুতুল-নাচ ছিল। দড়ি-লাফের একটা জনপ্রিয় উৎস ছিল এবং তার সংগে কাহিনী গান ও নাচ যুক্ত থাকত। পুতুল-নাচগুলি মনে হয় দৈত্য-দানব তাড়াবার অনুষ্ঠান হিসেবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি নাটকের রূপ গ্রহণ

করেছিল এবং জনপ্রিয় প্রমোদ-আঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হান আমলের পরও তা এক প্রিয় আমোদ-অনুষ্ঠান ছিল।

খ. উয়ি, ৎসিন এবং দক্ষিণ ও উত্তরের রাজবংশ

উয়ি এবং ৎসিন আমলে চীনা সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে আরো পরিবর্তন হল। এক শ্রেণীর পেশাদারী লেখক দেখা দিল, বেশী বেশী করে কবিতা ও প্রবন্ধ-সংগ্রহ সংকলিত হল এবং সাহিত্য সমালোচনা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হল।

একই সময়ে এক অবক্ষয়ী ঝোঁক প্রকট হয়ে উঠল। রচনায় বিষয়বস্তুর চেয়ে শব্দ, চিত্র, ইঙ্গিতের ব্যবহার ও সাদৃশ্যের প্রতি লেখক বেশী মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

হান্ আমলের ইউয়ে ফু-র বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এক এক পংক্তিতে পাঁচটি করে শব্দ থাকত। এই আঙ্গিক এখন সাধারণভাবে ব্যবহার হতে থাকল; এবং এই লোক-সংগীত-গুলির বাস্তবতা পরবর্তীকালের কবিদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। এই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিরা হলেন তিন্ সাম্রাজ্যের ৎসাও ৎসাও, ৎসাও চি, ৎসিন রাজবংশের তাও ইউয়ান-কিঙ এবং দক্ষিণ ও উত্তরের রাজবংশের পাও চিআও।

ৎসাও ৎসাও (১৫৫-২২০) ছিলেন হান সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী। কূটনীতি এবং রণকৌশল নির্ধারণে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টায় সমগ্র চীনের উত্তর ভূখন্ড ঐক্যবদ্ধ হয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। হস্তলিপি, সংগীত এবং বিশেষত কবিতায় তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। তাঁর গোটা কুড়ি কবিতা উদ্ধার করা গেছে। 'পেয়াজকলির ওপর শিশির বিন্দু', 'কাঁটা গাছের সংগে বেড়ে উঠে' প্রমুখ কবিতায় তাঁর সমাজ চেতনা এবং 'শিয়ার দেউড়ি পেরিয়ে', 'একটি কবিতা' ইত্যাদিতে তাঁর আকাঙ্খা ও মতবাদ ফুটে উঠেছে। হান্ আমলের শেষ দিনকার বিশৃংখলার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। যখন খোজার দল ক্ষমতা দখল করতে সচেষ্ট হল এবং সম্রাজ্ঞীর আত্মীয়বর্গ তাদের বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবাজ তাঙ চো রাজধানীতে প্রবেশ করে ক্ষমতা করায়ত্ত করল। অন্যান্য যুদ্ধবাজেরা এবার তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। এই পরিস্থিতির বর্ণনা করে ৎসাও ৎসাও এইসব ক্ষমতা-লোভী যুদ্ধবাজদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং অত্যাচারিত জনসাধারণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন:

> নির্জন প্রান্তরে ঝকঝক করে সাদা সাদা হাড়
> হাজার লি ধূধূ প্রান্তর, জনপ্রাণীর নেই সাড়া।
> শতকরা নেই একজনও বেঁচে
> ভাবলে এ কথা কলজেটা যায় ফেটে।

ৎসাও ৎসাও তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'যদিও কচ্ছপ বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল' কবিতায় বলেছেন যে কেউ যদি ভালমন্দ খায় তাহলে আশা করা যায় যে সে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। এক জায়গায় তিনি লিখছেন:

যুদ্ধের বুড়ো ঘোড়াটা যদিও রয়েছে আস্তাবলে,
মন পড়ে আছে কখন ছুটবে হাজার লি ;
সম্ভ্রান্তেরা যদি কভু বাঁচে দীর্ঘকাল
ভুলতে পারে না উচ্চাকাঙ্খা অহংকার ।

রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য উদগ্র কামনা তাঁর এই কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত । এই লাইনগুলি আজও চীনের জনগণের প্রিয় ।

ইউয়ান চি (২১০-২৬৩) পাঁচ মাত্রার চরণযুক্ত কবিতা রচনার জন্য খ্যাত । 'ভাবনা' শিরোনামযুক্ত তাঁর ৮২ টি কবিতার এক সংকলন রয়েছে । সেখানে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ, হতাশা, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে । প্রায়শই তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে বলে কবিতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে হয়েছে, ফলে কবিতাগুলি কিছুটা দুর্বোধ্য ।

আরেকজন কবি হলেন চি কাঙ (২৩৩-২৬৩) । 'নীরব ক্রোধ' কাব্য গ্রন্থটির জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসিত । মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জেলখানায় বসে লেখা এই কবিতাগুলিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ এবং তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ।

ৎসাও চি (১৯২-২৩২) ছিলেন প্রখ্যাত সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ ৎসাও ৎসাও-এর ইঁচড়ে-পাকা ছেলে । তাঁর ভাই ৎসাও পেই তাঁকে হিংসে করত এবং সেজন্য ৎসাও পেই যখন সম্রাট হলেন, তখন তিনি ৎসাও চি-এর সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করলেন । রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা বুঝতে পারা অসম্ভব দেখে তাঁর হতাশাকে তিনি সাহিত্যে বিশেষতঃ পদ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ।

ৎসাও চি ছিলেন ওয়াঙ ৎসানের নেতৃত্বে 'চিয়েন আন্ আমলের সপ্ত কবির' সমসাময়িক । হান্ আমলের শেষ দিকের অস্থির সময়ে এঁরা দেখা দিয়েছিলেন, ইউয়ে ফু-র প্রকৃত মর্ম অধিগত করেছিলেন এবং এমন কবিতা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন যা আমাদের কাছে ঐ সময়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। কবিদের মধ্যে ৎসাও চি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, এমন কি তাঁর আগেকার কবিতাগুলি অর্থাৎ তিনি যখন অভিজাত যুবকের জীবনযাপন করছিলেন, সেই সময়ের রচনাতেও গভীরতার অভাব ছিল । পরবর্তী জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পর তিনি গভীর অনুভূতি সহকারে লিখেছিলেন 'পাইমার রাজপুত্র পি আও এর প্রতি' কবিতায় সেই কলহ সংঘর্ষগুলি, যা শাসক শ্রেণীকে বিভক্ত করে দিয়েছিল, তাকে তিনি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন—

তোমার রথের চাকায় শুনছি পেচকের চীৎকার
শিকারের খোঁজে চুপিসাড়ে পথে নেকড়ে শৃগাল ঘোরে
এক ঝাঁক মাছি নিকানো উঠান করে অপরিষ্কার .
পাশাপাশি প্রিয়জনের হৃদয় তবুও উঠছে ভরে
কুৎসার বিষে যদিও জানি না মন যে কেমন করে ।

তাঁর নিজের যন্ত্রণা জনসাধারণের গভীরতর দুঃখ সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে তুলেছিল। ফলে এক জায়গায় তিনি লিখছেন—

দুঃখিত হই তীরভূমির অধিবাসীদের জন্য
জংলী এ দেশে কেন যে তারা এতই হীনমন্য
মনে হয় যেন মায়েরা শিশুরা হারিয়ে মনুষ্যত্ব
কেবল ঘুরছে পাহাড়িয়া পথে সর্বদা-সন্ত্রস্ত।

অন্যান্য কবিতাগুলিতেও তিনি রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা এবং মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তাও ইউয়ান-মিঙ বা তাও চিয়েন ছিলেন ৎসাই শাঙ অর্থাৎ অধুনা কিয়াংসির অধিবাসী। তাঁর জন্ম ৩৬৫ থেকে ৩৭২ এর মধ্যে এবং ৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। এক দরিদ্র ভূস্বামী পরিবারের থেকে আসা এই মানুষটি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং তিনি ৪০৫ সাল অবধি এক নীচুতলার কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন, তারপর অবসর নিয়ে কৃষিকাজে ব্যাপৃত থাকেন। এর ফলে তিনি কৃষকদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি নিজে জমি চাষ করতেন এবং প্রায়শঃই ক্ষুধা ও শীতের কষ্ট ভোগ করতেন। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর সমগোত্রীয় অন্যান্য লেখকের চেয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেছিলেন। গভীর বোধির সাথে অপরূপ সাহিত্যগুণ সমন্বিত হওয়ার ফলে তিনি ৎসিন আমলের শ্রেষ্ঠ কবি এবং সমগ্র চীনা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

ৎসিন আমলের জনপ্রিয় কবিদের অধিকাংশ; যেমন কিনা লু চি ও পান্ ইউয়ে বিষয়বস্তু জলাঞ্জলি দিয়ে আঙ্গিকের ওপর বেশী গুরুত্ব দিতেন। বস্তুতঃপক্ষে সেই সময়ে এটাই ছিল নাম কিনবার রাস্তা। সিয়ে লিঙ-য়ুন এবং য়েন-চি—এঁরা তাও ইউয়ান মিঙ এর পরও কিছুকাল বেঁচেছিলেন এবং খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন। শিয়ে লিঙ-য়ুন (৩৮৫-৪৩০) সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেও বিশেষ কোন উচ্চাশা পূরণ করতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ হল ৎসিন রাজবংশের শেষভাগে সংঘটিত ভয়াবহ দলীয় সংঘাত। শিয়ে লিঙ-য়ুন পরাজিত গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। শিয়ে লিঙ-য়ুনের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ, যদিও কখনও কখনও অলংকারের অতিরিক্ত সৌন্দর্যে তাঁর কাব্যের হানি ঘটেছে। এই সময়ে, যখন অলংকৃত কৃত্রিম ভাষাই ছিল রেওয়াজ, তখন দৈনন্দিন জীবনের কথা লেখার জন্য সরল এবং প্রাত্যহিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাও ইউয়ান মিঙ ছিলেন একমাত্র কবি। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে, 'কেংশু বর্ষে নবম মাসে পশ্চিম ক্ষেতে তাড়াতাড়ি ধান কেটে' শীর্ষক কবিতা—

নবরূপে শুরু দিনমজুরী বসন্ত শেষ হলে
অনিমেষ শুধু চেয়ে থাকি কবে আসে ফসলের মাস
প্রভাতে বেরিয়ে হাড়ভাঙা খেটে
সন্ধ্যায় ফিরে লাঙল কাঁধে…

নয় কি কঠোর এ কৃষক জীবন ?
এড়ানো যায় না এতই কষ্ট
ঘরে ফিরি যবে এতই ক্লান্ত
ভাবতে পারি না আর কোনো আছে দুঃখ কষ্ট—

আবার 'বিবিধ কবিতা'য় তিনি লিখেছেন—

পেতে চাইনি তো কখনই আমি সরকারী মোটা মাইনে,
তুঁতগাছ আর ক্ষেতখামার ছাড়া আর কিছুতো চাইনে।
খাটুনিতে মোর নেইকো ক্লান্তি বিশ্রামও কভু নিই না
আমি খেতে পারি ক্ষুদ কুঁড়ো, জড়ায় যখন শীত ও ক্ষুধা।

এই ধরণের বর্ণনার সাহায্যে তাও ইউয়ান-মিঙ তৎকালীন কৃষকদের কঠোর অবস্থার এক প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন—যে কৃষকেরা ভূস্বামীদের লোলুপতার খোরাক জোগাতে ক্ষুধায় ও শীতে জর্জরিত হয়। দারিদ্র্যপীড়িত মেধাবীদের সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন নিজের মত গরীব মানুষদের চিত্রও এঁকেছেন। স্বদেশবাসী শ্রমজীবী জনসাধারণ সকলকেই তিনি বন্ধু ভাবতেন। এজন্য 'ঘর ছেড়ে' কবিতায় লিখেছিলেন—

মাঠের কাজ সাঙ্গ হলে সবাই ফেরে ঘরে
তখন প্রিয় মুখগুলি সব ভাসে চোখের পরে।
সাথীর কথা ভাবি এবং ফতুয়াটা রাখি কাঁধে
আমরা ক্লান্ত হই না কখনো মস্করা মৌতাতে।

স্পষ্টতঃই, যারা জমিদারদের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দেখত এবং কৃষকদের সম্পর্কে সত্যের অপলাপ করত সেই সমস্ত পন্ডিতদের একজন তিনি কখনোই ছিলেন না।

তাঁর কবিতাগুলিতে বিভিন্ন ভাবের এবং অনেক বিষয়বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। পরিমিত মেজাজের ও খোলা মনের মানুষ হিসেবে তিনি পানাভ্যাসও প্রায় ত্যাগ করেছিলেন, যেন তাঁর জীবন সম্পর্কে কোন জাগতিক উৎকন্ঠা বা গভীর আগ্রহ ছিল না। তাঁকে 'সন্ন্যাসী কবি' বলা হত। কারণ 'তুষার' বা 'ক্রিসেন্থিমাম ফুলের প্রতি' কবিতায় বিশ্বের সাথে একাত্মতা অনুভবে তাঁর নিজস্ব আবেগ বা আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুতঃ তিনি দেশের ভাগ্য সংক্রান্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করতেন। 'প্রাচীন বীর চিংকো' বা সমুদ্র পুরাণে 'সচেষ্ট পৌরাণিক পাখী' সম্পর্কে তিনি যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তাতে দেখা যায় তাঁকে যেভাবে পলায়নী মনোভাবের বলা হয় তিনি কোনমতেই তা ছিলেন না। বাস্তবিক লু স্যুন ঠিকই বলেছিলেন যে তাও ইউয়ান-মিঙ একজন মহান কবি ছিলেন।

পাও চাও ছিলেন টুংটাই অর্থাৎ অধুনা কিয়াংসুর অধিবাসী। আনুমানিক ৪১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে মৃত্যু। তিনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যখন তিনি সবেমাত্র কিশোর তখনই যথেষ্ট সাহিত্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন, তথাপি আরও প্রভাবশালী বিদ্বৎ-

সমাজের কাছে তাঁর উচ্চ সম্মান জোটে নি। এমনকি, খ্যাতি অর্জনের পরও তাঁর সমসাময়িকদের ঈর্ষার ফলে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল ; ফলে তাঁর কয়েকটি কবিতায় ক্রোধের সুর ফুটে ওঠে—

টেবিলে বসে আমি পারিনে করতে আহার ;
তরোয়াল দিয়ে স্তম্ভে আঘাত করি আর
ফেলি যে দীর্ঘশ্বাস—
মানব জীবন কতদিন স্থায়ী ?
কতদিন পারি থমকে দাঁড়াতে গুটিয়ে পাখা ?
ঢের ভালো যদি উচ্চ পদের আশা করি ত্যাগ
ফিরে যাই ঘরে, আরামে কাটাই দিন……
পুরানো দিনের সাধুরা ছিলেন অসহায় দুর্লভ,
আজকের দিনে অকপট সৎ আরো তো মানুষ আছে ?

কখনও তিনি সরকারের অসাম্যের নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ হেনেছিলেন—

বাঁশের বনে ছায়ায় বসে বাঁধি কাঠের বোঝা
উপত্যকায় হিমেল হাওয়ায় জোয়ার বুনে চলি
উত্তুরে বায় আমারে যে হায় বিঁধে যায় সোজাসুজি
চমকিয়ে শুনি দুপুর বেলায় পাখীদের কথাকলি
নতুন বছর পড়ার আগেই খাজনা হবে যে দিতে
এছাড়া রয়েছে হাজার খাজনা সারাটা বছর জুড়ে।
জমির খাজনা দিতে যেতে হবে হুন্ কু-র গিরিপথে ;
ঘাস-বিচালি চাই যে রাজার আস্তাবলের তরে
মান ইজ্জৎ ধুলোয় লুটায় পেয়াদার চীৎকারে।

যাঁরা ঝকমকে স্টাইলের চর্চা করতেন এবং অবক্ষয়ী জীবনচর্যার স্তুতিগান করতেন সেই সব সমসাময়িক কবিদের মত ছিলেন না পাও চাও, তিনি লোকসংগীত থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং জনগণের প্রবক্তা ছিলেন, যদিও তাঁর কয়েকটি কবিতায় অনেক গতানুগতিকতা দেখা দিয়েছে এবং পদাড়ম্বরের দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে।

অতঃপর, চিরায়ত কাব্যের জন্য ক্রমেই কঠোর নিদর্শন প্রচলিত হতে থাকল, চার মাত্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নিয়ম সৃষ্টি হল এবং উপমাকে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকল। নিয়ে তিআও এবং ইয়ু সিন এই স্টাইলকে জনপ্রিয় করার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের রচনাই প্রথম শ্রেণীর ছিল না।

উয়ি এবং ৎসিন আমলে এখনকার চেয়ে আরো উন্নতমানের অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছিল। এটা মূলতঃ অতিপ্রাকৃত সম্পর্কিত গল্প এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উপকথা। কান্ পাও রচিত নূতন উপকথা হচ্ছে পরেরটি।

কান্ পাও ছিলেন কিনুৎসাই অর্থাৎ অধুনা হুনানের অধিবাসী, সম্ভবতঃ ২৮৫ থেকে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ তাঁর জীবনকাল। তাঁর কয়েকটি গল্প ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর আর

কতগুলির উৎস লোককথা। এর কতকগুলিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম অথবা অত্যাচারের প্রতিরোধ প্রতিফলিত। তাঁর 'তরবারি নির্মাতার পুত্র' গল্পটি সুপরিচিত।

—'তুমি তরুণ', 'কেন এত কাঁদছ'? আগন্তুক বলল।

'কান্ চিয়াও ও ময়ার পুত্র আমি', ছেলেটি বলল। 'চু-এর রাজা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। আমি প্রতিশোধ চাই।'

'আমি শুনেছি যে তোমার মাথার জন্য রাজা এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঘোষণা করেছেন' —আগন্তুক বলল। 'তোমার মাথা আর তোমার তরবারি আমাকে দাও আর আমি তোমার হয়ে প্রতিশোধ নেবো।'

'ঠিক আছে', ছেলেটি রাজী হল। তারপর সে নিজেকে হত্যা করল এবং সোজা দাঁড়িয়ে থেকে দুইহাতে নিজের মাথা এবং তরবারি আগন্তুককে উপহার দিল।

'আমি তোমাকে নীচু হতে দেবো না', আগন্তুক বলল। তৎক্ষণাৎ ছেলেটির দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। এই কাহিনীটিতে এর পর বর্ণিত হয়েছে, কেমন করে শয়তান রাজা নিহত হল এবং তরবারি-নির্মাতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হল।

২৬৫ খৃষ্টাব্দে স্সুমা বংশের প্রভাব প্রতিপত্তি স্তিমিত হয়ে এল, উয়ি রাজবংশের শেষ হল এবং পশ্চিমা ৎসিন রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটতে থাকল। গোড়ার দিকে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটতে থাকল। এক ধরনের কাব্যচর্চা শুরু হল। প্রথম সম্রাট ৎসিন-এর আমলে এইসব কবিদের বলা হত তাই কাঙ কবিকুল। এঁদের মধ্যে ৎসো স্সুই শ্রেষ্ঠ।

ৎসো স্সু (২৫০-৩০৫) খুব নীচুতলা থেকে উঠে এসেছিলেন। সে যুগে এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য হত। তাঁর গোটা চোদ্দ কবিতা এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আটটি কবিতার একটি সংকলন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই সংকলনটির নাম 'ইতিহাস নিয়ে ভাবনা'। আমলাতন্ত্র ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় যে বাড়তি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে তার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণার মনোভাবটি তিনি এই কবিতাগুলিতে প্রাচীন গাথা কাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ

> বড়লোক বলে তারা উচ্চপদ পায়
> ভাল ভাল ছেলে রয় নীচু তলায়
> যুগ যুগ ধরে এই ধারা বয়।

লিউ য়ি চিঙ (৪০৩-৪৪৪) পেঙ চেঙ অর্থাৎ অধুনা কিয়াংসুর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নূতন উপকথায় রয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সাথে কথাবার্তা ও আচার আচরণ। সত্যনিষ্ঠ ও জীবন্ত বর্ণনার সাহায্যে তিনি আমাদের জন্য এইসব মানুষকে তাদের যাবতীয় ব্যক্তিগত চারিত্রবৈশিষ্ট্যসহ যাদু করে রাখেন এবং তৎকালীন্ আচার আচরণ ও শাসকদের বিলাসপূর্ণ হাবভাবের উপর আলোকপাত করে থাকেন।

অতিপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি হল লিউ চিঙ সু-এর

'অলৌকিক উদ্যান' এবং উ চুন-এর 'চি-এর গল্পের পরিশিষ্ট'। হাউ পো-এর 'মজার গল্প' এবং য়িন উন-এর গল্প 'নূতন উপকথার' সঙ্গে একই সুরে রচিত।

কবিদের মতই এই সময়কার অধিকাংশ গদ্যলেখক আঙ্গিকগত সৌন্দর্যের খাতিরে বিষয়বস্তুকে বিসর্জন দেবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। যাই হোক, এটি অবশ্য প্রযোজ্য নয় দুজনের ক্ষেত্রে, তাঁরা হলেন দক্ষিণের রাজবংশের ফ্যান চেন এবং উত্তরের রাজবংশের লি তাও-ইউয়ান। ফ্যান্ চেন্ ছিলেন উয়িন অর্থাৎ অধুনা হুনানের অধিবাসী। তাঁর জন্ম সম্ভবত ৪৫০ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায়। তিনি ওয়াঙ চুঙ-এর বস্তুবাদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত রচনা 'আত্মার বিনাশ সম্পর্কে' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর যুক্তি ছিল যে মানবজীবন তার দৈহিক অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য এবং সেজন্য মৃত্যুর পর যাবতীয় মানসিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলতেন, 'ছুরির সাথে যেমন ধারের সম্পর্ক, ঠিক তেমনি আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক, আমি কখনও শুনিনি যে ছুরিটি নষ্ট হয়ে গেছে অথচ তার ধারটি টিকে আছে'। তিনি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান কুসংস্কার এবং প্রচলিত স্বার্থপরতার প্রতি কশাঘাত হেনেছিলেন এবং তাঁর বাগ্মিতা একদিকে সরকারী কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে সন্দেহ অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আনন্দ উৎপাদন করেছিল।

লি তাও-ইউয়ান ছিলেন চুওলু অর্থাৎ অধুনা হোপেই এর অধিবাসী। তাঁর জন্মতারিখটি অজ্ঞাত। মৃত্যু ৩২৭ খৃষ্টাব্দে। 'নদী-নালার ধারাভাষ্য' নামক অপূর্ব গ্রন্থে তিনি বিখ্যাত পর্বতমালা ও নদীনির্ঝরের চমকপ্রদ চিত্র এবং চিনের অপরূপ দৃশ্যাবলীকে যাদুমন্ত্রে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু তিনি উত্তরের অধিবাসী ছিলেন, তাঁর পীত নদী উপত্যকার বর্ণনা দক্ষিণের বিষয়সমূহের চেয়ে অনেক বিশদ —এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি ব্যক্তিগত দেখা এবং গৃহীত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর রচনাবলী সৃষ্টি করেছিলেন।

দক্ষিণ ও উত্তরের রাজবংশের আমলে সাহিত্য সমালোচনার কয়েকটি ভালো কাজের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তা হল লিউ শিয়ে-র 'সাহিত্য কন্দরে একটি ড্রাগন এঁকে।' লিউ শিয়ে ছিলেন বু বা অধুনা শান্টুং এর অধিবাসী, তাঁর জীবৎকাল ৪৬৫ থেকে ৫২০ খৃষ্টাব্দ। যদিও তাঁর পূর্বপুরুষেরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তিনি কিন্তু ধনী ছিলেন না এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর সহকর্মীদের দ্বারাও উচ্চ প্রশংসিত হয় নি। এই প্রসিদ্ধ রচনাটিতে তিনি বিভিন্ন আমলের সাহিত্যের আঙ্গিক, স্টাইল, লেখক এবং রচনা নিয়ে একটা বিস্তৃত ও রীতিমাফিক পর্যালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বিভিন্নকালে বিভিন্ন ধরণের রচনার জন্ম হয়েছে, অথচ নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্য বিভিন্ন কায়দায় ঘটে। বারে বারে তিনি ছন্দ, উপমা বা রূপকের ন্যায় অলঙ্কারের উপর সেই সময়ে অকারণ গুরুত্ব প্রদানকে নিন্দা করেছেন। তাই তিনি লিখেছিলেন—অনেক ফুল বাগানের পক্ষে খারাপ, অনেক চর্বি হাড়ের ক্ষতি কারক। এ ধরণের রচনা অশ্লীল, তা থেকে না পাওয়া যায় প্রকৃত সৌন্দর্য, না পাওয়া

যায় নৈতিক উদ্দেশ্য'। তাছাড়া, যখন ভাব হয় ক্ষীণকায়, কিন্তু ভাষা হয় লম্বা-চওড়া তখন রচনাটি অকারণে হয়ে পড়ে জগাখিচুড়ি এবং আসল কাঠামো বা চিত্রটিকে দেখাই যায় না...এঁরা বাগাড়ম্বরের চর্চা করেন বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে অন্য আর সবকিছু বাদ দিয়ে দেন এবং সম্পূর্ণভাবে এর দ্বারা তাড়িত হন। তিনি জোরের সঙ্গে এবং প্রাণবন্তভাবে এই সজীব দৃষ্টিভঙ্গীটি সীমিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

চুঙ জাং-এর 'কাব্য সমালোচনা' এবং ইয়েন চি তুই এর 'পারিবারিক উপদেশ' এর কয়েকটি অংশও সাহিত্য সমালোচনায় মূল্যবান।

অবশেষে আমরা এই যুগের লোক-গীতি এবং নৃত্য অথবা আগেকার নাটকের সন্ধান পাই।

দক্ষিণ ও উত্তরের রাজবংশের আমলে দক্ষিণের বেশীর ভাগ সঙ্গীত ছিল প্রেমের গান, আর উত্তরের গানগুলি মূলতঃ যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে রচিত। রেশমপোকা সম্পর্কে দক্ষিণের গীতি এরকম।

রেশমপোকা ক্লান্ত না হয় বসন্তে
আপন খেয়ালে সুতো কেটে চলে সারা দিন রাতে
মরে যদি তারা কি এসে যায়
কেননা প্রেম কভু না হারায়।

আর এই হল উত্তরের গান ঃ

আঃ, জন্মেই শুধু দুঃখী মানুষ
ঘর ছেড়ে যায় মরণের টানে ;
কবর না দেওয়া হাড়গুলি রয় ছড়িয়ে সেথায়।

উত্তরের সরল গীতিসমূহের তুলনায় দক্ষিণের গানগুলি স্নেহ এবং আবেগ-আশ্রিত।

দুটি লোকগীতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। একটি হল, 'চিআও চুঙ-চিং এর কনে' যা অন্যভাবে 'ময়ূর উড়ে যায় বায়ুকোণে' এই নামে পরিচিত। এতে হান্ আমলের শেষ দিককার এক প্রণয়ীযুগলের মর্মান্তিক পরিণতির বর্ণনা রয়েছে। লান্ চি ছিল এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী বালিকা, তার গৃহকর্ম-সম্পাদন ছিল প্রশংসার যোগ্য, তবু তার শাশুড়ী তাকে অপছন্দ করতেন এবং তাঁর ছেলেকে জোর করে বাধ্য করলেন তাকে ত্যাগ করতে। লান্ চি স্বগৃহে ফিরে গেলে তার ভাই জোর করে তার আবার বিয়ে দিল। শেষকালে সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করল এবং তার স্বামীও গলায় দড়ি দিল। স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বলছে—

তোমার প্রেমের বাঁধন কঠিন হোক, পাথরের মত সহনশীল ;
পাশাপাশি মোর প্রতিরোধ হোক আঙ্গুরলতার মতো।
কেননা আঙ্গুর-লতার চেয়ে শক্ত কিছু কি হয় ?
অনাদিকালের পাথরের চেয়ে কিছুই কঠিন নয়।

এই দুই বিধ্বস্ত প্রণয়ী সামন্ততান্ত্রিক বিবাহ ব্যবস্থা ও পরিবারতন্ত্রের শিকার

হল। বাস্তবিক, সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার নামে সংকঠিন অনুশাসনের শাস্তির মাধ্যমে যে অপরাধ সংঘটিত করা হয়, এই হৃদয়গ্রাহী কাহিনীটি তার একটি উদাহরণ, আর যারা এই নিষ্ঠুর প্রচলিত বিধিকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করল সেই স্বামী-স্ত্রীর চিত্রটি অপূর্ব ও সহানুভূতির সাথে অংকিত। 'মুলানের গান' আরেকটি সুন্দর গাথাকাব্য। উত্তরের একটি মেয়ে নিজে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে সৈন্যদলে প্রবেশ করে পিতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করল। যখন বিজয়ের পর স্বগৃহে ফিরে আসছে, একটি নাটকীয় উপসংহার কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে—

যুদ্ধের কড়া পোশাক খুলে ফেলে
রমনীর বেশ পরল এবার সে

সোহাগভরে মেঘের বরণ কোঁকড়ানো চুল জানালার পাশে দর্পণে দেখে বাঁকা ভুরু জোড়া আঁকতে বসে।

তারপর যায় সাথীদের আপ্যায়নে
সবাই তখন ওঠে চমকিয়ে
ছিলাম তো মোরা বারটি বছর একসাথে,
কভু জানি নি মুলান যে এক নারী—

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সন্তানপ্রীতিকে চূড়ান্ত গুণ বলে গণ্য করা হয় আর পুরুষকে নারীর চেয়ে শ্রেয় বলা হয়, নারীজাতির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও মুলান ছিল এক আদর্শ। তাকে কবি প্রেমের যোগ্য এবং সম্পূর্ণভাবে জীবন্ত এক নায়িকা করে গড়ে তুলেছেন। তার কাহিনী এবং এই কবিতাটি চীনদেশে অনেক শতাব্দী ধরে জনপ্রিয় হয়েছিল।

এইসময়ে গীতসহযোগে এক ধরণের নৃত্যনাট্যের আবির্ভাব হয়েছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত দুটির নাম, উত্তরের চি আমলের 'নৃত্যরতা কুমারী' এবং 'লান লিঙ-এর রাজপুত্র'। প্রথমে এক নষ্টচরিত্র ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে তার যুবতী স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করত, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে এক বিখ্যাত যোদ্ধা, যে তার রাজ্য রক্ষা করেছিল এবং প্রজাদের ভালবাসত। যদিও গানগুলি এখন লুপ্তপ্রায়, এই নৃত্যনাট্যগুলির আবির্ভাব থেকে একটি ধারা বোঝা যায়, যার মাধ্যমে চিরায়ত নাটক বিকশিত হচ্ছিল।

আমরা যা নিয়ে সবেমাত্র আলোচনা করলাম এই সময়ের সেই পদ্য, গদ্য, উপন্যাস এবং নাটক, পূর্বের যে কোনো আমলের চেয়ে অধিকতর বৈচিত্র প্রদর্শন করেছে। এগুলিতে তৎকালীন সামাজিক সংঘর্ষের ব্যাপকতর ও তীব্রতর প্রতিফলন ঘটে এবং সাহিত্য আঙ্গিকে আরো অনেক বৈচিত্র এবং পরিণতি হয়েছে। শাসকশ্রেণীর তল্পীবাহক হিসেবে অনেক লেখক এক ভুল পথ গ্রহণ করেছিলেন যা স্থায়ী তাৎপর্য-রহিত; কিন্তু যারা মানুষের কাছাকাছি ছিলেন, তাঁরা আগেকার চীনা লেখকদের সুন্দর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলেন এবং সাফল্যের সংগে তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুই, তাঙ সুঙ, ও ইউয়ান আমলের সাহিত্য

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে যখন সুই-এর সম্রাট ওয়েন তি সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তখন থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন ইউয়ান রাজবংশের পতন ঘটল, সেই সময় পর্যন্ত আটশো বছর আমাদের চিরায়ত সাহিত্যের চতুর্থ পর্যায়।

চিন্ ও হান্ আমলে যে জমিদারশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তারা এখন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির মালিক হয়ে বসল; কিন্তু সুই ও তাঙ আমলে নতুন করে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসে তাদের পতন ঘটালো, যদিও আরেকটি জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হল এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতাও বৃদ্ধি পেল। জমির মালিকদের সাথে শোষিত কৃষকসমাজের তীব্র দ্বন্দ্ব থেকেই গেল, আর হস্তচালিত শিল্পের ও বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতি দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক শহুরে শ্রেণীর জন্ম দিল। এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তরের উপজাতিদের ঘন ঘন চীন আক্রমণ যার ফলে একটা জনপ্রিয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, যাতে কিনা জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে একটা শ্রেণীসংঘর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি সাহিত্যের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই সমগ্র যুগটিকে পাঁচটি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। সুই রাজবংশ ও তাঙ রাজবংশের প্রথমভাগ, পরবর্তী তাঙ ও পাঁচটি রাজবংশ, উত্তরের সুঙ, দক্ষিণের সুঙ, তাতার স্বর্ণযুগ এবং ইউয়ান আমল।

ক. সুই রাজবংশ ও তাঙ রাজবংশের প্রথম ভাগ

আমরা দেখেছি যে দক্ষিণের ও উত্তরের আমলের কিছু সাহিত্যিকের মিথ্যা দেমাক ছিল, যার ফলে কাব্যের এবং গদ্যেরও অবক্ষয়ী ঝোঁক দেখা দিল। সুই আমলে এই অস্বাস্থ্যকর ঝোঁকগুলিকে পরাস্ত করা গেছিল; ইয়াংসু, সুয়ে তাও-হেঙ, লি ও অন্যান্যদের রচনাবলী এক নূতন মতবাদ প্রচার করে। ওয়াঙ চি, চেন ৎসে-আঙ এবং লি হুয়া সহ তাঙ আমলের প্রথম দিকের লেখকেরা পূর্বের রাজবংশগুলির আমলের সাহিত্যে যা কিছু কৃত্রিম ছিল তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

প্রাচীন প্রভাবে যাঁরা তখনও ছিলেন, সেই লেখকেরাও পাশাপাশি কিছু ভালো রচনা করেছিলেন, যথা ওয়াঙ পো, ইয়াঙ চিউঙ, লু চাও-লিন্ এবং লো পিন্-ওয়াঙ। এঁরা সাধারণতঃ তাঙ আমলের প্রথম দিককার 'চার মহান্ কবি' হিসাবে পরিচিত।

তাঁরা কবিতার বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন এবং নতুন আঙ্গিক সৃষ্টিতে কিছু অবদান রেখেছিলেন। এভাবে পরবর্তী চিরায়ত কাব্যে সাধারণভাবে গৃহীত আঙ্গিক 'কু শি' বা পুরাতন রীতি, 'লু শি' বা নতুন রীতি এবং 'চুয়ে চু' বা চার লাইনের পদ্য এই সময়ে উদ্ভূত। 'কু শি' বরং মুক্ত-ছন্দ : প্রত্যেক লাইনে শব্দ ও চরণের সংখ্যা একই থাকে না, ছন্দের পরিকল্পনাগুলিও আপাতদৃষ্টিতে নমনীয়। এধরণের পদ্য আগেও দেখা গেছিল, কিন্তু এখন এটা একটা সাধারণভাবে গৃহীত আঙ্গিক হয়ে গেল। 'লু শি' আট লাইনের। 'চুয়ে চু' হল চার। এই দুটি আঙ্গিককে কোনোভাবেই আর নতুন বলা চলে না, বরং এখন তাদের জন্য ছন্দের কঠোর রীতিনীতির সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আগেকার তাঙ আমলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে প্রত্যেক আট লাইনের পদ্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তবক হবে অন্তমিলের। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে চীনের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঙ আমল ছিল সবচেয়ে গৌরবজনক সময়। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে আগেকার তাঙ আমলের গীতরচয়িতাদের কৃতিত্বের সুবাদে কাব্য তার পূর্ণ জাঁকজমকে পৌঁছেছিল। এই সময়ের অনেক খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিলেন তু ফু, লি পো এবং ওয়াঙ উই।

ওয়াঙ উই (৭০১-৭৬১) ছিলেন অধুনা শানসির অধিবাসী। একজন প্রতিভাধর কবি ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন চমৎকার চিত্রশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী। তাঁর কবিতা ও চিত্রগুলি থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন অপরূপ প্রকাশ ঘটে যে পরবর্তীকালের একজন কবি সু তুঙ-পো তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : 'তাঁর কাব্য হচ্ছে চিত্র, তাঁর চিত্র হচ্ছে কাব্য।' তাঁর চিত্রকল্পের কয়েকটি উদাহরণ—

> মৃদুমন্দ বাতাসে ছড়ির পরে দিয়ে ভর
> দ্বার প্রান্তে সন্ধ্যায় শুনি ঝিল্লির স্বর।
> মজা-নদীর পারে সূর্য অস্ত যায়
> নির্জন গ্রামে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকায়
> নদী বয়ে যায়, যেন সে জানে মানব হৃদয়
> পাখীরা আমার সঙ্গীর মত সন্ধ্যায় ঘরে যায় ;
> বহু পুরাতন মজা-নদীটির সামনে ভাঙা প্রাকার
> অস্তসূর্যে স্নান করে ওঠে শরতের নীল-পাহাড়।

ওয়াঙ চুয়ানের চারপাশের মফস্বল অঞ্চল নিয়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলি বিখ্যাত।

> বাঁশ বাগানে শান্তমনে একলা বসে আছি
> বীণার তারে আঘাত করে গাইতে থাকি গলা ছেড়ে—
> কেউ জানে না বনের মাঝে হেথায় আমি আছি,
> তবুও তো চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে আমার মুখের পরে—

নেই কোনো জনপ্রাণী নির্জন পাহাড়ের গায়
গানের সুর ছাড়া কিছুই শোনা নাহি যায় ;
গভীর বনে ছায়াগুলি ছিটকে পড়ে
পুষ্করিণীর শ্যাওলা সবুজ বুকে।

অপরূপ সারল্য এবং উচ্চাঙ্গের স্টাইলের সাহায্যে তিনি দৃশ্যগুলি এঁকেছেন, যা সকলেই দেখতে পায়, কিন্তু অনেকেই হারায়। তিনি তাঁর ভাবনা ও মেজাজটিকে কাব্যের মধ্যে ধরেছেন অপূর্ব কৌশলে। একটা সুন্দর চিত্র দেখে যেমন মনটা ভরে যায় তাঁর কবিতা থেকেও অনুরূপ বোধ হয়।

লি পো বা লি তাই পো-র ৭০১ খৃষ্টাব্দে জন্ম। যখন তিনি শিশু, তখনই তাঁর পরিবারের লোকজন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ঝে-চুয়ানে চলে যান, সেখানেই তিনি বেড়ে ওঠেন। তিনি এমন এক মানুষ, যিনি অনেক ঘুরেছেন। চাঙ আনে গিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে ইম্পিরীয়াল একাডেমীতে যোগ দেন। যখন আন্ লু শানের বিদ্রোহ দেখা দিল, তিনি রাজপুত্র য়ুঙ-এর পরামর্শদাতা হলেন ; কিন্তু সম্রাট ভাবলেন যে তাঁর ছেলে হয়ত তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হবে। তাই তিনি তাকে হত্যা করলেন এবং লি পো-কে দক্ষিণ পশ্চিমে নির্বাসন দিলেন। পরে তাঁকে ক্ষমা করা হয়, তিনি ফিরে আসেন এবং আন্‌হুয়েইতে ৭৬১ সালে মারা যান।

লি পো তাঁর যুগের সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিলেন। নানাবিধ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিকে ও স্টাইলে কাব্য রচনা করেছিলেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে এক প্রশান্তি ও নির্মল আনন্দ পরিবেশন করেন—

সাদা পালকের পাখা দোলাই ধীরে ধীরে
জামাটি খুলে বসি গিয়ে ঐ সবুজ বনের ধারে
টুপিটাকে খুলে ঝুলিয়ে রাখি পাথরের এক খাঁজে ;
শির শির বয় পাইন বাতাস খোলা মাথার পরে।

অথবা

বসে পেয়ালায় দিই চুমুক
সাঁঝের আঁধার দেখিনা নেমেছে
ঝরা পাপড়িরা লেগে থাকুক মোর পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে।
পান করে উঠে চাঁদের আলোয়
বেড়াই জোছনায় নদী কিনারায় ঃ
পাখিরা তো গেছে কুলায় ঠিক
মানুষও তো পথে দেখি কদাচিৎ।

যারা দেশকে এত দুর্বল করে ফেলেছিল, যে আন্ লু শানের বিদ্রোহ রাজবংশটিকে প্রায় উল্টে দিয়েছিল, সেই গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তিনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। তিনি একবার লিখেছিলেন : 'আমি একমাস ধরে মত্ত ছিলাম,

রাজপুত্র বা জমিদারদের তোয়াক্কা না করে। তাছাড়া, ধনী বড়োলোকদের আমি কি করে নীচু হয়ে সেবা করি?' কিন্তু রাজসভার পরিচালকদের এবং পদলোলুপদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও নিজের দেশের বিপদকে এড়িয়ে যাওয়া থেকে এত দূরে থাকতেন যে তিনি লিখেছিলেন—

নীচে লোইয়াঙ সমভূমির পানে নয়ন আমার চায়
হূন রাজাদের সেনাদল যেথা ছত্রভংগ পালায়
ঘাসের উপর রক্তের দাগ ; শৃগাল নেকড়ে
পরেছে মুখোশ, সরকারী সাজে সেজেছে ;

তিনি যে জনগণের দুঃখ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তা এই পংক্তিগুলিতে স্পষ্ট—

পূর্ণিমা রাতে চাঙ আন, আমি শুনি মাঝরাতে
শুনি কান পেতে অনেক রমনী কাপড় কাচে
জলের ধারে
শারদ বাতাস বয়ে যায় সেতো ভালোই জানি
কনকনে শীতে ভেবেই আকুল অনেক নারী
প্রিয়তমদের জন্য
দূবে উত্তব-পশ্চিম দেশে তারা যে যুদ্ধরত—
মেয়েরা কেবল ভেবেই সারা, "কে জানে লড়াই
শেষ হবে কবে, কবে যে ওদের হবে নাকো আর
লড়তে।"

তাঁর কবিতাগুলি প্রায়শঃই অপূর্ব রোমান্টিক, কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, উদার মন ও জনগণের সাথে একাত্মতা তাঁর রোমান্টিকতাকে সতেজ ও ইতিবাচক করেছে।

তু ফু ছিলেন অধুনা হোনানের অধিবাসী। ৭১২ সালে তাঁর জন্ম। সাত বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে পারতেন, কিন্তু সব সরকারী পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছিলেন। চল্লিশ বছর পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি একটা সরকারী নীচুপদও পান নি। এই সময় আন্ লু শানের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, এবং যুদ্ধ ও সাধারণ বিভ্রান্ত জনগণের আরো বাড়তি কষ্ট এনে দিয়েছিল। সরকারের উপর সকল ভরসা হারিয়ে, তু ফু তাঁর পদ ছাড়লেন এবং ঝে চুয়ানে বাস করতে গেলেন। চেঙতুতে তিনি কয়েক বছর কাজ করেছিলেন, তাঁর বন্ধু ইয়েন উ সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। ৭৭০ সালের শীতের গোড়ায় একটি নৌকার উপর তাঁর মৃত্যু হয়।

আন্ লু-শানের বিদ্রোহের পর থেকেই তাঁর বেশির ভাগ কবিতার সৃষ্টি। যখন তাঙ সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ দুর্বলতা ঘনিয়ে আসছিল, তখন জীবন ও সমাজের গভীর অনুভূতির সাহায্যে তু ফু তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা লিখেছিলেন। এমন কি বিদ্রোহের আগেই তিনি সেই স্মরণীয় লাইনগুলি রচনা করেছিলেন—

ধনীদের ঐ লাল টুকটুকে দুয়ার অন্তরালে
পচানো মাংস টকে যাওয়া মদ চলে,
বরফের মতো মৃতদেহগুলি ছড়ানো পথের ধারে
সম্পদ আর ক্ষুধা রয় সেথা কয়েকটি হাত দূরে !

বিদ্রোহের পর তিনি যে অমর কাব্য রচনা করেছিলেন, তা হল, 'শিনানের সরকারী কর্তা' এবং 'তুঙ কু আনের অফিসার'। পাশাপাশি ঐ গোলমালের সময়ে যে পারিবারিক বন্ধনগুলি ছিন্ন হয়ে গেছিল তদ্বিষয়ক কয়েকটি রচনা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'শিহাওয়ের সরকারী কর্তা—

একদিন আমি এলাম চলে
শিহাও গ্রামে সূর্য ডোবার কালে,
তার কিছু বাদে এল পিছু পিছু
সরকারী এক কর্তা,
সৈনিকদল এল তারে বেঁধে নিয়ে
চাষীর বাড়ীর উঠানে ছিলাম দাঁড়িয়ে—
প্রাচীরের পর দৌড়িয়ে উঠে
লুকালো এক বৃদ্ধ।
বৃদ্ধার স্ত্রী দাঁড়ায় দুয়ারে এসে
সরকারী ঐ কর্তাকে সম্ভাষে।
কর্তা বুড়ীকে কি দারুণ গালি পাড়ে
বুড়ীও জুড়লো সুতীব্র চীৎকারে—
জানে না কি কেউ আমার তিনটে ছেলে
ইয়েচাঙের সৈনিকদল জোর করে নিল কেড়ে।
তারপরে এল চিঠিতে খবর
দুইটি নিহত ; কেউ তো জানে না
কবে যে ফুরাবে তৃতীয়ের দিন
এখন আমার এ কুঁড়েতে শুধু
নাতিটি ছাড়া নেই কেউ আর
সেও ছাড়েনি যে মায়ের দুধ···
বৌমা এখন যায় না বাইরে
কেন না এমন নেইকো কাপড়
ঢাকবে যা দিয়ে নারীর লজ্জা।
এখন শুধু আমিই পারি যেতে
জোইয়াঙে লড়তে তোমার সাথে।
সেখানে আমি রাঁধতে পারি তোমাদের তরে খাদ্য
যদিও হয়েছি বয়সের ভারে ন্যুব্জ···

রাত্রি ঘনায়

কলকাকলি ক্রমেই মিলায়

কুঁড়েঘর থেকে ভেসে আসে শুধু

পুত্রবধূর কান্নার স্বর।

প্রভাতে উঠেই ছাড়লাম ঘর হায়

বৃদ্ধ কেবল জানালো আমারে বিদায়।

তু ফু তৎকালীন অন্যায়গুলির নিন্দা করেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি সকলের জন্য এক শ্রেয় জীবনের আকাঙ্ক্ষারও বাণীরূপ দিয়েছেন। নীচের গানটিতে তাঁর প্রগাঢ় মানবতা প্রকাশ পেয়েছে—

থাকতো যদি আমার

প্রাসাদ হাজার হাজার

থাকতে দিতাম, খুশী হতো

দীন দরিদ্র এই দুনিয়ায় যতো

ঝড় বাদলের আঘাত দিতাম রুখে।

আহা, সত্যি যদি পেতাম এমন বাড়ী

আমার কুঁড়ে যদিও ভেঙে পড়ে

হি হি শীতেও জমে

খুশী হতাম, আসতো মরণ নেমে।

তাঁর কাব্যপরিধি বহু বিস্তৃত। তাঁর অনেক কবিতায় মানবজাতির ভবিষ্যতের এবং গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রতি আস্থা সূচিত হয়েছে। অন্য কবিতাগুলি তাঁর পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে, কিছু আনন্দদায়ক শিল্পকলা সম্পর্কে, অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ক। তাঁর চিত্রকল্প বিস্ময়করভাবে সংক্ষিপ্ত—

এখন এই তিন মাস ধরে

আলোকশিখা জ্বলজ্বল করে

অনির্বাণ

ঘরের থেকে একটি চিঠি এমন সময়

সোনার চেয়েও দামী মনে হয়।

যখন আমি বিরল কেশপ্রায়

তারি মাঝে পাকা চুল দেখা যায়

চুলের-কাঁটায় আগলানো তারে দায়।

তাঁর শেষজীবনে তু ফু প্রায়ই অতীত ঘটনার এবং ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের স্মৃতিচারণ করতেন, চীনের অতীত গরিমার সাথে তাঁর আমলের অধঃপতনের তুলনা করে সমসাময়িকদের বৃহত্তর প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আজ আমাদের চাঙ আন

হয়েছে যেন দাবার বিশাল ছক

রাজ্য নিয়ে বাজী ফেলা যায়।
বিগত বছরগুলির দুঃস্বপ্ন
নিয়ে আজকের শোক দুঃখ
কি আমাদের আজ মানায় ?
আজ নতুন নতুন প্রাসাদের প্রভু
তার সাথে দেখি বদলেছে কিছু
পরিচ্ছদের রীতি ; উত্তর সীমান্তে
ডাকে রণভেরী, পশ্চিম প্রান্তে
গেছে সৈন্যদল, শত্রুরা দেখি সর্বত্র
শরতের অবশেষ মিলায় ধীরে ধীরে
আমি শীতে মরি সুসময় আশে
সুদিন এলে যে সব কিছু যাবে বদলিয়ে।

তু ফু চিরায়ত কাব্যের সুযোগকে সম্প্রসারিত করেছিলেন, তাতে নতুন বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক যুক্ত করেছিলেন। সাধারণভাবে তাঁকেই চীনের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়, এক চু-ইউয়ান ছাড়া আর কারো কোনো তুলনাই হয় না।

খ. পরবর্তী তাঙ ও পাঁচ রাজবংশের আমল

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চীনের সাহিত্যে আরও পরিবর্তন ঘটতে থাকল। গদ্যের ক্ষেত্রে চিরায়তের পুনরুজ্জীবন ঘটল, আর কাব্যের ক্ষেত্রে একদল ব্যঙ্গাত্মক লেখক দেখা দিলেন, যাদের মধ্যে পো চু-ই ছিলেন মুখ্য প্রতিনিধি। এই সময়ে অসম দৈর্ঘ্যের চরণবিশিষ্ট গীত 'ৎঝু'-এর বিকাশ এবং চুয়ান চি-এর ন্যায় ছোটগল্পগুলিও পরবর্তী তাঙ আমলের সাহিত্যের মহিমায় অন্যতম সংযোজন।

আগেই যা বলেছি, সুই এবং আগেকার তাঙ আমলের প্রাবন্ধিকেরা তাঁদের আগের আমলের কৃত্রিম মূল্যবান রচনার উপরই তাঁদের শৈলীকে রূপদান করেছিলেন এবং লি ও, লি হুয়া ও অন্যান্যেরা তার নিন্দা করেছিলেন। হান্ উ এবং লিউ ৎসুঙ-ইউয়ানের সময়ে ধারাটি বদলে গেল এবং সাহিত্যে 'চিরায়তের পুনরুজ্জীবন'-এর জন্য একটা আন্দোলন পরিচালিত হল।

হান্ উ (৭৬৮—৮২৪) নান্ ইয়াঙ অর্থাৎ অধুনা হোনানের অধিবাসী। লিউ ৎসুঙ-ইউয়ান (৭৭৩—৮১৯) হোতুং অর্থাৎ অধুনা শান্ সির অধিবাসী। তাঁরা বস্তুতঃ পক্ষে গদ্যের সংস্কার বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন এবং তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল—কন্‌ফুসীয় চিরায়তের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা, কন্‌ফুসীয় মতবাদের বিকাশ ঘটানো, নৈতিক গুণাবলীর চর্চায় গুরুত্ব প্রদান এবং যুদ্ধরত রাজ্যগুলির আমল, চিন্ ও পশ্চিমা হান্ আমলের লেখকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ। এই

নীতিগুলি তাঙ আমলের প্রাবন্ধিকদের এবং পরবর্তী লেখকদের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল—

হান্ উ এবং লিউ ৎসুঙ-ইউয়ান তাঁদের রচনায় তত্ত্বগুলিকে প্রয়োগ করেছিলেন। হান্ উ নিজেকে কনফুসীয় মতবাদের একজন গোঁড়া প্রতিনিধি বলে মনে করতেন, যদিও তিনি কনফুসিয়াস্ ও মেন্সিয়াসের সময় থেকে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার প্রচলিত অলংকার ও প্রকাশভঙ্গীকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর রচনা-শৈলী সজীব এবং পৌরুষ সম্পন্ন। একবার তিনি লিখেছিলেন—

'গোড়ায় আমি শিয়া, শাঙ ও চৌ আমলের অথবা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য হান্ আমলের রচনাবলী ছাড়া কিছুই পড়ার তোয়াক্কা করতাম না এবং সাধু সন্ন্যাসীদের উপদেশাবলী ছাড়া কিছুই মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করতাম না। ফলে এখন মনে হয় আমাকে বিস্মৃতিতে ধরেছে এবং আমি কাজকর্মের খেই হারিয়ে ফেলেছি যেন আমি চিন্তার জগতে হারিয়ে গেছি অথবা হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। যখনই আমি কোনো দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে চাই, আমি সর্বপ্রকার অপ্রচলিত প্রকাশভঙ্গী ত্যাগ করতে সচেষ্ট থাকি। অবশ্য সেটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।' [লিউকে প্রদত্ত জবাব]

অযৌক্তিক ব্যাপারগুলির বিরোধিতা করার মত সাহস লিউ ৎসুঙ-ইউয়ানের ছিল, কয়েক শতাব্দী ধরে যে রীতি চীনের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, বাপের পর ছেলের সেই উত্তরাধিকারকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তা আমরা দেখেছি—

'সামন্তপ্রভুরা আজকাল জ্যেষ্ঠের অধিকারের বলে শাসন চালাচ্ছেন। কিন্তু এই রীতিতে এটা কি সত্যি যে শাসকশ্রেণীতে যাঁরা বংশপরম্পরা চলে আসছেন, তাঁরাই সবচেয়ে ভালো শাসন করেন, আর ঐ নিম্ন শ্রেনীর কেউ তা করতে পারবে না? যদি এটা সত্যি না হয়, তাহলে জনগণের কি হবে কে জানে!' [সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে]

যদিও হান্ উ-র চেয়ে লিউ ৎসুঙ-ইউয়ানের রচনাশৈলীর বলিষ্ঠতা সম্ভবতঃ কম ছিল, তবু তাঁর দৃঢ়তা এবং সততা বেশী ছিল। যদিও তিনি কুসংস্কারের সমালোচনা করতে গিয়ে উপকথার ব্যবহার করেছেন। যেমন কিনা, 'কোয়েই চৌ-এর গাধা' অথবা 'ইউঙচৌ-এর ইঁদুর'-এর মত কাহিনীগুলি।

এই দুই বিরাট লেখক ছাড়াও লি ই, হুয়াঙ ফু চি, শেন ইয়া-চি এবং অন্যান্য প্রাবন্ধিকেরাও চিরায়ত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছিলেন, যতদিন না গদ্যের এক নূতন রচনাশৈলী ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হল।

কাব্যজগতে তু ফু-র প্রভাবের ফলে কবিরা তাঁদের রচনায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে এবং রাজনীতি থেকে কম নিস্পৃহ থাকতে লাগলেন। এই সময়কার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হলেন পে চু-ই।

পে চু ই (৭৭২-৮৪৬) সিয়াকুয়েই অর্থাৎ অধুনা শেন্সির অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই কাব্য রচনা করতে শুরু করেন এবং বিশ-বাইশ বছর বয়সেই একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী হয়েছিলেন। তিক্ত সমালোচনা করার দরুণ তিনি অনেকবার রাজধানী থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং কিউ কিয়াঙ, হ্যাংচাও, সুচাও এবং অন্যান্য

জায়গায় কাজ করে জীবনের শেষের দিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

তু ফু-র প্রকৃত শিষ্য পো চু-ই দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করতেন যে সামাজিক দুষ্ট ব্যাধির সাথে সাহিত্য মোকাবিলা করবে, এবং এই ধারণা অনুযায়ী তিনি চলতেন, ফলে তাঁর অনেক কবিতাই ব্যঙ্গাত্মক। তাঁর বিখ্যাত রচনা হচ্ছে দশটি শোনাসি গীত আর পঞ্চাশটি নূতন ইউয়ে-ফু। তার মধ্যে একটি, 'হাত ভাঙা বুড়োটা' কবিতায় যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে—

আমার গ্রামের উত্তরে আর দক্ষিণে
শুধুই কান্না হা হুতাশ
কেড়ে নেয় তারা কোল থেকে শিশু মায়ের
ছিনিয়ে নেয় স্ত্রীর বাহু থেকে স্বামী।
এ অভিযান মানবজাতির বিরুদ্ধে, সবাই একথা বলে
ফেরে নাতো কভু একজন, লক্ষজনা যুদ্ধে গেলে।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা এবং সারল্যপূর্ণ বাগ্‌ধারা ফুটে উঠেছে এই ষাটটি কবিতার মধ্যে এবং প্রকৃতপক্ষে পো-চুই-এর সমগ্র রচনায়। অন্যান্য কবিতাগুলিও সরল এবং স্বতোৎসারিত, সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্বের পরিচায়ক, যেমন কিনা 'নূতন রেশমী জ্যাকেট'-এর লাইনগুলিতে—

অনেকেই শীতে কাঁপছে, তবু কিছু দিতে পারিনা
থাকবো কেন একলাই শুধু আরামে গরম পোষাকে ?
তুঁতের ক্ষেতে, মাঠে প্রান্তরে চাষীর ঘরে
মনে মনে জানি নেই এক দানা তাদের খাবার তরে,
ক্ষুধায় কাতর, শীতে জরজর, মানুষের ক্রন্দন
শুধু কানে বাজে দুখের সাগরে অনুরণন।

পো-চুই আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। সেগুলি এতটা শিক্ষামূলক নয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা, 'চিরস্থায়ী অনুশোচনা'। ইয়াঙ নামক রমনীর প্রতি সম্রাট সিং হুয়াঙের ভালোবাসার বিষয়টির প্রতি তৎকালীন সামন্তসমাজের লেখকদের আগ্রহ ছিল। এই বিখ্যাত কবিতাটিতে পো চু-ই যেভাবে বিষয়টি প্রয়োগ করেছেন তা অনবদ্য। প্রিয়ার মৃত্যুর পর সম্রাটের শোকের তিনি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—

অবশেষে এলেন তিনি ফিরে
বাগিচাটি যেমন ছিল তেমনি সেথা আছে
পদ্মমৃণাল আগের মতই নাচে,
পদ্ম দেখে মনে পড়ে সেই মুখেরই আদল
ভ্রূভঙ্গ তার মনে পড়ায় নৃত্যরত মৃণাল।
দৃশ্যগুলি মনকে তাঁর দিচ্ছে এতই নাড়া
দুচোখ বেয়ে প্রবলবেগে নামে জলের ধারা।

এরই পাশাপাশি সম্রাটের পূর্বজীবনের আমোদ-প্রমোদ আর বিলাসবহুল জীবনের সমালোচনায় কবি মুখর—

বেণু বীণার সুরের সাথে সদাই নৃত্য গীতে
অবকাশের দিনগুলি সে চাইতো ভরে দিতে
পারেন নি তো একটি দিনের তরেও মোদের রাজা
থাকতে ছেড়ে ঐ রমণীর মোহন সংগ সুধা ;
রণবাদ্য ইউয়ান থেকে উঠল যখন বেজে
গুরু গর্জায় দুনিয়াটা যুদ্ধসাজে সেজে।
কুসুমকোমল পোশাক পরে নৃত্যগীতের দিন
তখন হল শেষ।

৭৫৫ সালের আন্ লু-শানের বিদ্রোহ তাঙ ইতিহাসের তিনশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা এবং তা ব্যাপক জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃপক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারের জন্যই ঐ রাজবংশটি ক্ষমতাচ্যুত হতে চলেছিল।

যদিও পো-চুই-র সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল, তবু তাঁর দেশবাসীর মনের কথা এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটাতে তিনি মোটামুটি সফল হয়েছিলেন। প্রকৃত বিচারে তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় কবি।

এই আমলে আরো অনেক ছোটখাটো কবিও ছিলেন। ইউয়ান চেন, লি শাঙ-ইন, তু মু এবং অন্যান্যেরা সকলেই চীনের কাব্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তাঙ আমলের দ্বিতীয়ার্ধে ৎঝু নামক এক নূতন কাব্যধারার উদ্ভব হল। 'ৎঝু' হচ্ছে অসম দৈর্ঘ্যের চরণের এক ধরণের গাথা, যা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হত। প্রত্যেক বাক্যে চরণ-সংখ্যা এবং শব্দ সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা ছিল। এই কাব্যের আঙ্গিকটির একটি লৌকিক উৎস ছিল। পরবর্তী তাঙ আমলের ওয়েন তিঙ-উন এবং পাঁচ রাজবংশের আমলের উই চুয়াঙ, ফেং ইয়েন-চি এবং লি উ-র ন্যায় কবিরা এই রীতির প্রচলন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে লি-উ ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি দক্ষিণের তাঙ রাজত্বের শেষ রাজপুত্র এবং ৯৩৭ থেকে ৯৭৮ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর ৎঝু বিগত দিনের, প্রাচীন রাজত্বের, তাঁর দুঃখের এবং মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছিল। যদিও তিনি সাধারণ মানুষের অনুভূতির অংশভাগ নেওয়া থেকে অনেক দূরে বিচরণ করতেন, তবু তাঁর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ব কল্পনাশক্তি এবং ভাষার সৌন্দর্য ও সজীবতা প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সুই এবং তাঙ আমলে উপন্যাসের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে, আমরা সেটা দেখতে পাই চুয়ান চি-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বা তাঙ আমলের ছোট গল্পগুলিতে।

চুআন চি-এর অগ্রগতিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর, যখন এই গল্পগুলি লেখা

হতে শুরু করল। এই আমলের শেষ দিকে এই ধারাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নবম শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব, যখন উচ্চমানের অনেক চুয়ান চি-এর সৃষ্টি হয়েছিল। এই পর্বে রয়েছে বিখ্যাত 'বালিশের গল্প', 'চিরস্থায়ী অনুশোচনা', 'য়িং য়িং এর গল্প', 'দক্ষিণের অধীন রাজ্যের রাজ্যপাল' এবং 'রাজপুত্র হুও-র কন্যা'। পাশাপাশি রয়েছে একজন লেখকের গল্পের কয়েকটি সংকলনগ্রন্থ। তৃতীয় পর্বটি নবম শতকের প্রথমদিক থেকে শুরু এবং এই সময়ে বিখ্যাত গল্প অল্পই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অনেক গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, যেহেতু এত গল্প প্রকাশিত হয়েছে, সেজন্য একটি সংকলনও এই সময় বেরিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে ধরলে, এই তাঙ আমলের গল্পগুলি, বিশেষত দ্বিতীয় পর্বের, সমাজের সঠিক ও জীবন্ত চিত্র হাজির করে। 'চিরস্থায়ী অনুশোচনা' এবং 'বালিশের গল্পে' শাসকশ্রেণীর ক্ষীয়মাণ ধারা ও ক্ষমতার জন্য ঘৃণ্য লড়াই-এর চিত্র রয়েছে। 'পূর্ব শহরের বৃদ্ধ লোকটি' এবং 'লাল সুতো' গল্পে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং সেই সময়কার বিভিন্ন ছোট ছোট শাসনকর্তাদের মধ্যকার সংঘর্ষের পরিচয় বহন করে। 'রাজপুত্র হুও-র কন্যা', 'ফেই এন' এবং 'য়িং য়িং-এর গল্প' বর্ণনা করেছে নারীদের দুর্ভাগ্যময় জীবন এবং তাঁদের প্রেমের ট্রাজিক পরিণতি। চরিত্রচিত্রণ ও ভাষা অপূর্ব। অধিকাংশ লেখকের রয়েছে এক তাজা, স্বাভাবিক রচনাশৈলী এবং তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনায় ঐ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত বর্ণনা। আমরা এটা দেখেছি 'রাজপুত্র হুও-র কন্যা' গল্পে—একটি মেয়ের ট্রাজেডি, তার প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে গেছে। যখন যুবকটিকে টানতে টানতে তার কাছে নিয়ে আসা হল, তখন সে মৃত্যুশয্যায়।

জেড এত দিন এত অসুস্থ ছিল যে সে কারও সহায়তা ছাড়া বিছানাতেও পাশ ফিরে শুতে পারত না। কিন্তু তার পায়ের শব্দ শুনে সে দ্রুতগতিতে উঠে পড়ল, গায়ে ঢাকা-দেওয়া চাদরটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমর্পণের ভঙ্গীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অনুরূপভাবে, 'একটি বালিশের কাহিনী'তেও, যেখানে লু স্বপ্ন দেখছে যে সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছে এবং তারপর তিক্ত সমালোচনার দরুণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেখানেও লেখক তাঁর নায়কের তিক্ততা প্রকাশ করার জন্য অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন—

'পাহাড়ের পূর্বদিকে পুরোনো বাসায় শীত এবং ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার যথেষ্ট জমি ছিল। রাজকর্মচারী হবার জন্য আমাকে কিসে ধরল? দ্যাখো, সেটি আমাকে কোথায় টেনে এনেছে! আমি যদি আবার আমার পশমের কোটটি পরতে পারতাম এবং হান্ তানের দিকে আমার টাট্টু ঘোড়ায় চেপে টগ্‌বগিয়ে চলে যেতে পারতাম!'

এইভাবে চরিত্রগুলি জীবনের সপক্ষে রূপায়িত করা হচ্ছে—জেড ভালোবাসা আর ঘৃণার মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং লু তার শ্রেষ্ঠ কর্মধারা সম্পর্কেও অনিশ্চিত।

তাঙ আমলের পরে পণ্ডিতেরা চুয়ান চি* লিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু পরবর্তী এই বইয়ের বেশীর ভাগ চরিত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

এই সময়ে উপন্যাসের চেয়ে নাটকের অগ্রগতি কম হয়েছে। যদিও দক্ষিণ ও উত্তরের আমলে মনোরঞ্জনের জনপ্রিয় মাধ্যমগুলির কিছু কিছু উন্নয়ন ঘটানো হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল সার্কাসের খেলা, নাচ-গান, পুতুল-নাচ এবং প্রহসন।

তাঙ আমলের কবিরা

তাঙ আমলের মাঝামাঝি (৭৭১-৮৩৫) থেকে অন্তিমকাল (৮৩৬-৯০৭) পর্যন্ত এই যুগের পতন চলতে থাকে। তবু সাহিত্যক্ষেত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক ছিলেন। গদ্য রোমান্স ও লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন প্রজন্মের সূত্রপাত ঘটে। কাব্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়েছিল।

তাঙ আমলের মাঝামাঝি সময়টা ছিল বিভ্রান্তি ও যুদ্ধের। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পুরোপুরি ফিরে পাওয়া যায়নি এবং স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজ নিজ বাহিনীতে স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও খোজারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তারা কখনও কখনও এক সম্রাটকে হত্যা করে আরেকজনকে অধিষ্ঠিত করত। ভয়ংকর দলীয় সংঘর্ষে আমলাতন্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সীমান্ত অঞ্চলসমূহে জাতীয় সংখ্যালঘু জনগণ লুঠপাট চালাত। শোষণ বাড়তে থাকায় জনগণেরও দুঃখকষ্ট আরো অনেক বাড়ল। এজন্য এই আমলের অনেক কবিই রাজনৈতিক এবং পাশাপাশি সাহিত্যিক সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বাই জুঈ এবং ইউয়ান ঝেনের অনুসরণে সমালোচনামূলক কবিতা লেখার আন্দোলনের সাথে সাথে তাঙ আমলের কবিতায় এক নব অভ্যুত্থান শুরু হয়। তাঁরা একে বলতেন —"নব ইউয়েফু সংগীত"। সমাজের পচা গলা অবস্থা, রাজনীতিতে দুর্নীতি এবং জনগণের দুঃখকষ্ট দেখে এই কাব্যের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ঐতিহ্য বিকশিত করতে চেয়েছিলেন যাতে সাহিত্য সমকালীন বিষয় নিয়ে রচিত হয়ে সমাজের সেবা করতে পারে। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশক শোকের ফাঁকা আওয়াজের তাঁরা বিরোধী ছিলেন। যেমন কিনা, দু-ফুর ক্ষেত্রে তাঁদের কবিতাগুলির শিরোনামের সাথে বিষয়বস্তুর সংগতি থাকত এবং তা ঐতিহ্য-সম্পন্ন ইউয়েফু সংগীতের শিরোনামের তুলনায় এক ব্যতিক্রম ছিল। বাই জুঈ এবং ইউয়ান ঝেনের প্রচেষ্টায় এই নব্য আন্দোলনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাই জুঈ (৭৭২-৮৪৬) হোনানের এক নিম্নপদস্থ ঝিনখেন পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাঁর যখন এগারো বছর বয়স, তখন যুদ্ধের দরুন তাঁরা সপরিবারে দক্ষিণে পালিয়ে যান। ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইম-

* এরকম দশটি গল্প বিদেশী ভাষা মুদ্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'ড্রাগন রাজার কন্যা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

পিরিয়াল লাইব্রেরীতে নিযুক্ত হন। ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরেকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজপন্ডিত হন। একই বছরে তিনি সরকারী উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। এক উচ্চ পদ থেকে সাম্রাজ্যের সেবা শুরু করতে পারবেন এবং তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবেন এটা ভেবে খুশী হয়ে তিনি গুরুত্ব সহকারে সমাজের সমস্ত অসাম্যের বিবেচনা করতে থাকলেন এবং রাজসভায় সাহসিক প্রস্তাবসমূহ ও আলোচনাসমূহ পেশ করলেন। ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পিংলুর সৈন্যাধ্যক্ষ লি শি-দাও প্রধানমন্ত্রী উ ইউয়ান-হেনকে হত্যা করার জন্য কয়েকজন হত্যাকারীকে রাজধানীতে পাঠালেন। সরকার এতে ভয় পেয়ে গেল। বাই জুঈ তৎক্ষণাৎ একটি রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করতে এবং একটি তদন্ত শুরু করতে বললেন। এতে কিছু ক্ষমতাসীন লোক ক্ষুব্ধ হল এবং বাই জুঈকে নির্বাসনে পাঠিয়ে অথবা একজন অধীনস্থ প্রজা হিসেবে তাকে কাজ করাবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করল। বাই জুঈ-এর পক্ষে এটা একটা মস্ত আঘাত এবং যদিও তিনি পরবর্তীকালে রাজধানী হ্যাঙঝাউ ও সুঝাঙ-এ নিম্নপদস্থ কর্মচারীর পদেও কাজ করেছেন তবুও তিনি আর কখনো আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেকে জড়াননি, যাতে নিজেকে অকলংক রাখা যায়। তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়।

তাঁর তিন হাজারেরও বেশী কবিতা রয়েছে। শুধু পরিমাণের দিক থেকেও তাঁর রচনা তাঙ আমলের অন্য সব কবিকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি নিজেই তাঁর কবিতাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেনঃ সমালোচনামূলক, অবসর বিনোদনমূলক, ব্যক্তিগত আবেগ এবং বিবিধ। তাঁর বেশীরভাগ সমালোচনা প্রথমদিকের রচনা, আর অবসর বিনোদন ও ব্যক্তিগত আবেগ এসেছে পরে যেটি নিয়ে তিনি একশো সত্তরেরও বেশী কবিতা লিখেছিলেন। প্রথম দিকের কবিতাগুলি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

'কুইনঝাউ কবিতা এবং পঞ্চাশটি নব্য ইউয়েফু কবিতা' তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। এগুলি লেখা হয়েছে সেই সময়ে যখন পর্যন্ত তিনি আশাবাদী এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বিশেষতঃ এই সময়ে একজন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। এগুলির বিষয়বস্তু এক বিশাল পরিধি বিস্তৃত এবং এতে বর্ণিত হয়েছে শ্রমিক-শ্রেণীর দুঃখকষ্ট, প্রকাশিত হয়েছে শাসকশ্রেণীর চরম বিলাসব্যসন এবং রাজ্যজয়ের স্বপ্ন। তিনি সামাজিক অবিচারগুলির উপর আঘাত হেনেছেন এবং জনগণের প্রতি মমত্ববোধ ব্যক্ত করেছেন। 'কয়লা বিক্রেতা বৃদ্ধ লোকটি' নামক একটি কবিতায় তিনি সরকারী খোজাদের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, যারা বাজারে কেনাকাটা করে এবং বিক্রেতা-দের মারধোর করে এমনভাবে যে একগাড়ী কয়লার জন্য এক বৃদ্ধকে কিছুই দিল না। 'রেশম বয়ন' নামক আরেকটি বিখ্যাত কবিতায়, তন্তুবায়দের দুঃসহ জীবনের সাথে রাজপ্রাসাদের মহিলা ও প্রিয়পাত্রদের, যারা অনেক কষ্টে তৈরী প্রচুর জিনিষপত্র খুশী-মত অপব্যয় করে তাদের প্রতি সুস্পষ্টভাবে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। 'দাম্ভিক খোজাবৃন্দ' কবিতায় তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা যেখানে মানুষকে মানুষের মাংস খেতে বাধ্য

করা হচ্ছে তার সাথে সরকারী কর্তাদের ঔদ্ধত্য ও বিলাসের তুলনামূলক চিত্র এঁকেছেন।

সুবিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা 'শাশ্বত দুঃখের গান' হচ্ছে তাঁর আবেগাশ্রিত কবিতার মধ্যে অন্যতম। সম্রাট মিঙহুয়াঙ ও তাঁর প্রিয় উপপত্নী শ্রীমতি ইয়াং-এর মধ্যকার প্রেমের সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। রাজত্বকালের প্রথমভাগে, সম্রাট তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতার জন্য চিন্তিত, কিন্তু অধঃপতনের জন্য শাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁতার সেনাপতি আন লুশান এবং শি সিমিঙ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তখন শ্রীমতি ইয়াং নিহত হলেন এবং সম্রাট বড় রাজপুত্রের নিকট স্বেচ্ছায় সিংহাসন অর্পণ করলেন। বিচ্ছিন্ন হবার পর তিনি মারা যান। রাজ্যের স্বার্থের মূল্যে প্রমোদরত সম্রাটের সমালোচনা রয়েছে কবিতাটির প্রথম অংশে। কিন্তু এতে মূলতঃ বর্ণিত হয়েছে প্রিয় উপপত্নীর প্রতি সম্রাটের প্রেমের মর্মান্তিক পরিণতি, যার ফলে তাদের অনন্ত দুঃখে পতিত হতে হয়েছিল। এই চরিত্রচিত্রণ বাস্তবধর্মী, কাহিনী চিত্তাকর্ষক এবং ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল। যদিও এটি একটি বিখ্যাত বর্ণনাধর্মী কাব্য। এর কাহিনী সত্য নয়, কারণ এতে সম্রাটের অসংযত জীবনকে আদর্শায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। সেদিক থেকে জিয়াংঝাউতে নির্বাসিত থাকাকালে রচিত তাঁর আরেকটি দীর্ঘ কবিতা, 'বীণাসংগীত'-এর মত আদর্শগত দিক থেকে এই কবিতা অত মজবুত নয়। 'বীণাসংগীতে' রয়েছে নদীতীরে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বিদায় জানাবার সময় কেমন করে একজন দক্ষ বীণাবাদিকা মহিলার সাথে কবির সাক্ষাৎ হল। তার দুর্ভাগ্যের অতীত কাহিনীতে কবির মনে গভীর সহানুভূতির উদ্ভব হল এবং কবিতাটিতে নিজের নির্বাসনে তাঁর যে ক্রোধের উদয় হয়েছিল, হয়েছিল, তা প্রকাশিত হয়েছে। সংগীতের সৌন্দর্যের বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি পরিচ্ছেদ আছে যেখানে খুব উচ্চ শিল্পমান ফুটে উঠেছে। তাঁর অবসর বিনোদনের কবিতাগুলি আরো নিষ্ক্রিয়তায় মন্ডিত। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা ভ্রমণের কয়েকটি বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর কবিতাগুলি স্বচ্ছতা ও সাবলীলতার জন্য উল্লেখযোগ্য। তাঙ আমলের দু'হাজারেরও কিছু বেশী কবিতার মধ্যে দু ফু এবং লি-বাই এর পরই বাই জুঈ-এর স্থান।

ইউয়ান ঝেন (৭৭৯-৮৩১) ছিলেন বাই জুঈ এর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং নব কাব্য আন্দোলনের একজন প্রধান ব্যক্তি। দরিদ্র অনাথ হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি গরীবদের দুঃখকষ্টের কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এটা তাঁকে এত প্রভাবিত করেছিল যে তিনি জীবনের প্রথমভাগেই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করেছিলেন এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের আলোচনামূলক কবিতা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীনদের চাপের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং আমলা পর্যায়ে উন্নীত হয়ে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর কবিতাগুলিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায় : প্রথমভাগে যাতে সরকারের সমালোচনা রয়েছে আর পরের ভাগ যাতে তা নেই। ইউয়েফু আঙ্গিকের পাশাপাশি তিনি অন্যান্য আঙ্গিকও ব্যবহার করেছেন। তিনি একটি দীর্ঘ বিবরণমূলক কবিতা

লিখেছিলেন, 'লিয়াং চিয়াঙ প্রাসাদ' সম্রাট মিঙহুয়াঙ ও শ্রীমতি ইয়াঙ সম্পর্কে, তাতে অতীতের জাঁকজমক এবং রাজপ্রাসাদের তৎকালীন অবস্থা। তা থেকে বোঝা যায় ঐ সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে ঘনিয়ে এসেছিল। এই কবিতাটি পরবর্তীকালের কবিদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। 'মেয়ে তাঁতি' এবং 'কৃষক'-এর মত তাঁর কয়েকটি ইউয়েফু সংগীতে জনসাধারণের দুঃখ প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁর সময়কার এক সজীব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বাই জুঈ ও ইউয়ান ঝেন ছাড়াও, আরও কয়েকজন সুপরিচিত কবি ছিলেন যাঁরা ইউয়েফু আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন, যথা ঝাং জাই (৭৬৮ ৮৩০) এবং ওয়াঙ জিয়ান (সাল অজ্ঞাত)। তাঁরা বাই জুঈ ও ইউয়ান ঝেনের বন্ধুও ছিলেন। অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য কবি, যাঁদের এখন আর নব্য কাব্য আন্দোলনের মধ্যে ধরা হয় না, তাঁরা হলেন লিউ জোঙ-ইউয়ান, লিউ ইউ-ঝি, হান ইউ এবং লি হে।

লিউ জোঙ-ইউয়ান (৭৭৩-৮১৯) ও ছিলেন একজন প্রখ্যাত গদ্য লেখক ও চিন্তাবিদ। তিনি যেহেতু রাজনৈতিক সংস্কার কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জনগণকে সহায়তা করেছিলেন, সেজন্য সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতার পর পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁকে প্রত্যন্ত প্রদেশে নির্বাসিত করা হয়। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই নির্বাসনের সময় রচিত হয়েছে এবং তাতে তাঁর ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি স্থানীয় দৃশ্যবর্ণনা সংক্ষেপে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলীর পরিচায়ক এবং উচ্চ আদর্শ বোধের দ্যোতক।

লিউ ইউ-ঝি (৭৭২-৮৪২) ছিলেন আরেকজন সুবিখ্যাত চিন্তাবিদ, যিনি লিউ জোঙ-ইউয়ান-এর মতই অনুরূপ পরিণতির অংশভাগ পেয়েছিলেন ; তিনিও সংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে নির্বাসন ভোগ করেছিলেন। তাঁর কাব্যিক ব্যঙ্গ রচনাগুলি দৃপ্ত ও তেজস্বী এবং তাঁর সাহস ও আশাবাদের পরিচায়ক। তিনি লোকগাথার উপর পড়াশুনা করেছেন এবং সেখানকার আঙ্গিকসমূহ ব্যবহার করেছেন।

হান য়ু (৭৬৮-৮২৪) তাঁর গদ্য রচনার জন্য সবচেয়ে পরিচিত, সংস্কার সাধনই ছিল তাঁর প্রধান অবদান যদিও তাঁর কবিতাতেও অনেক মৌলিকত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর বলিষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলিসম্পন্ন তিন শতাধিক রচনা এখনও পাওয়া যায়। দু ফু-এর মতই তিনিও বর্ণনাধর্মী কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথে রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনা একাধারে মৌলিক এবং অসাধারণ।

লি হে (৭৯০ ৮১৬) ছিলেন একজন প্রতিভাধর কবি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছিল। এক দরিদ্র ভদ্র পরিবারে জন্মেও তিনি পারিবারিক অসুবিধার জন্য ইম্পিরীয়াল পরীক্ষায় বসতে পারেননি। ফলে তাঁকে এক সামান্য কর্মচারীর কাজ নিতে হল এবং প্রতিভা বিকশিত না হয়েই ঝরে গেল। মাত্র ২৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৌলিক এবং সুস্পষ্ট চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ তাঁর বেশীর

ভাগ কবিতায় হতাশা ও দুঃখের প্রকাশ ঘটেছে। কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক কবিতায় সম্রাট ও ক্ষমতাশালী অভিজাতদের সমালোচনা করা হয়েছে, স্থানীয় স্বাধীন যুদ্ধবাজ প্রভুদের বিরুদ্ধে রয়েছে অভিযোগ আর রয়েছে শোষিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি। বর্তমানকে অভিযুক্ত করার জন্য তিনি প্রায়শঃই অতীতের জের টেনেছেন। লি বাই-এর পর রোমান্টিক ধারার তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁর কিছু সুপরিচিত চরণ আজও উদ্ধৃত হয়।

রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাঙ আমলের শেষ দিকে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল। ওয়াঙ কিয়োং-ঝি ও হুয়াঙ চাওয়ের নেতৃত্বে বিখ্যাত কৃষক অভ্যুত্থান (৮৭৪-৮৮৪) তাঙ রাজবংশের পতন ঘটাল। তাঙ আমলের শেষ দিককার কবিতাগুলিকে দুটি কালপর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে সবচেয়ে বিখ্যাত কবি ছিলেন লি শাংয়িন এবং দু মু।

লি শাংয়িন (৮১৩-৮৫৮) ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অসফল। তিনি রাজধানীর বাইরে একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। ভয়াবহ সরকারী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তিনি এড়িয়ে থাকতে চাইতেন, ফলে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি মেলেনি। সামন্ত সমাজে প্রেমিকদের হতাশা ফুটিয়ে তুলে তিনি কয়েকটি খুবই মনোমুগ্ধকর প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। সেগুলি অপরূপ রূপক ও চিত্রকল্পে তীব্র ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাঁর যে ছশোর মত কবিতা আজও পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়েকটিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা রয়েছে। দীর্ঘ কবিতাগুলির মধ্যে 'পশ্চিমের শহরতলি দিয়ে যেতে যেতে' নামক কবিতায় তিনি রাজধানীর বাইরে কি দেখেছেন তার বর্ণনা করেছেন এবং সেই সমাজের ক্ষতিকর বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনিও বর্তমানকালের সমালোচনা ফুটিয়ে তোলার জন্য অতীতের কথা লিখেছেন। রূপকের সাহায্যে তিনি অর্থকে দুর্বোধ্য করে তুলতে ভালবাসতেন, কয়েকটি কবিতা খুবই দুঃখময়।

দু মু (৮০৩-৮৫২) লি শাং-য়িনের মতই অনুরূপ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অধিকতর সফল হয়েছিলেন। যদিও উচ্চাকাঙ্খা পূরণ না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতা দুঃখময় এবং তাতে ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা রয়েছে। তিনি দৃশ্যবর্ণনার জন্য উল্লেখযোগ্য।

এই দুজন কবির পরই তাঙ আমলের কবিতার পতন ঘটে, এবং তা অনুকরণ-সর্বস্ব ও মৌলিকত্বহীন হয়ে পড়তে থাকে। যদিও, বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঙ আমলের শেষ দিককার কবিতায় তখনও কিছু বাস্তবসম্মত ঐতিহ্য রক্ষিত হয়েছে। স্থানীয় যুদ্ধবাজ প্রভুদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের এবং উত্তর ও পশ্চিমের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের লুঠপাট অভিযানের ফলে সাম্রাজ্যটি ভেঙে পড়ল এবং সম্রাটেরা একের পর এক নিহত নয় সিংহাসনচ্যুত হতে থাকল। এরকম এক বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে কিছু কবি হতাশাবাদী, অবক্ষয়ী এবং পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন আর কিছু

কবি তাঁদের আদর্শবোধ হারিয়ে ফেললেন এবং মদ ও মেয়েমানুষে ডুবে গেলেন। কেবলমাত্র পি রি-চিউ, লু গুই-মেঙ, নিয়ে রি-সঙ এবং দু জুন-হের মত ব্যক্তিরা নবম শতাব্দীর শেষের দিকে দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের সমালোচনায় ও জনগণের দুঃখ বর্ণনায় মুখর হয়েছিলেন।

গ. উত্তরের সুঙ রাজবংশ

উত্তরের সুঙ আমলের লেখকেরা চীনা সাহিত্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুঙ আমলের প্রথম দিকে 'শিকুন শিক্ষাকেন্দ্র' নামে পরিচিত লেখকেরা নিয়মমাফিক একটা সংশোধনের প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁদের কাব্যে একটা ভুলপথে তাঁরা বাঁক নিয়েছিলেন। একটা সময় পর্যন্ত পাঁচ রাজবংশের আমলের পূর্বে অনুসৃত রীতি অনুযায়ী ৎঝু সংযত হয়েছিল। কিন্তু একাদশ শতকে লেখকেরা আরো উন্নত মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে আরেকটি গৌরবজনক অধ্যায় রচনা করেছিলেন।

একাদশ শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন তিনজন—ওউয়াঙ শিউ, ওয়াঙ আন-শি এবং সু শি বা সু তুঙ-পো। সর্বশেষ ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

ওউয়াঙ শিউ (১০০৭-৭২) লুলিঙ অর্থাৎ অধুনা কিয়াংসির অধিবাসী। রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি তাঙ আমলে আরব্ধ চিরায়তের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রচনাবলী স্বচ্ছ এবং স্বতোৎসারিত, রচনাশৈলী সরল ও অবাধ। তাঁর একটি রচনায় মায়ের জবানীতে বাবার পূর্বস্মৃতি :

তখন তোমার বাবা সরকারী চাকুরী করতেন। একদিন তিনি মোমবাতির আলোয় বসে কাজ করতে করতে একটা রায় দেখে একসময় থেমে গেলেন এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'এই লোকটি অভিযুক্ত হয়ে জেল কুঠুরিতে যাবে। আমি একে বাঁচাতে পারব না'। আমি বললাম, 'চেষ্টা করা উচিত নয় কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যদি চেষ্টা করে ব্যর্থ হই, অভিযুক্ত লোকটি বা আমি কারোই দুঃখিত হবার কিছু নেই। আর সাফল্যের যদি কোনো আশা থাকে তাতেই বা কি লাভ?' এখানে সাদাসিধে অনলংকৃত ভাষায় সুদূর অতীত দিনের এক দয়ার্দ্রহৃদয় কর্মচারীর জীবন্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ওউয়াঙ শিউও প্রাত্যহিক ভাষায় অসংখ্য কবিতা লিখেছেন এবং সাধারণ লোকেদের প্রবক্তা হিসেবে কাজ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন যেমন আমরা দেখি তাঁর 'তু মো-র উদ্দেশে' কবিতাতে।

নগরীর পূবে দস্যুরা হয় জড়ো
নতুন সেনানী শিক্ষিত হয় উত্তরে নদীপারে।

প্রতিদিন বাড়ে ক্ষুধা ও দৈন্য
পথে পথে ভীড় করে।
দোহাই তোমার আওয়াজ তোলো হে
মানুষকে মনে রেখে!

'এক তীব্র তুষারপাত' আর 'বৃষ্টি, স্বাগতম্' হচ্ছে ওউয়াঙ শিউ-এর শ্রেষ্ঠ রচনা। পদ্যে শুধু নয়, গদ্যেও তিনি উত্তরপুরুষদের আদর্শ ছিলেন।

রাজনৈতিক সংস্কারসমূহের জন্য বিখ্যাত ওয়াঙ আন শি (১০২১-১০৮৬) লিনচুয়ান অর্থাৎ অধুনা কিয়াংসির অধিবাসী। তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মগুলি মৌলিক রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলির সাথে অভিন্ন। সামাজিক কু-আচার সমূহের সমালোচনাকারী এবং সংস্কারসমূহের ইঙ্গিতবাহী তাঁর রচনাগুলি বিষয়বস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে এবং চূড়ান্তভাবে তা যুক্তিসম্মত। তাঁর ভাষা অনাড়ম্বর, বাক্যগুলি সুগঠিত, রচনাশৈলী তীক্ষ্ন অথচ স্বচ্ছ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা তাঁর 'সুসুমা কুয়াঙ-এর জবাব' থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতে পারি—

মশাই, আপনি আমাকে অন্যান্য কর্মচারীদের এক্তিয়ারের সীমা লঙ্ঘন করা, অসুবিধা সৃষ্টি করা, ব্যক্তিগত সুবিধার সন্ধান করা এবং পরামর্শ অগ্রাহ্য করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন, ফলে সারা রাজ্য জুড়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। যাইহোক আমার মনে হয়, যখন আমি আমাদের সম্রাটের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছি তখন সরকারী আদেশগুলি সাজিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। আমি জনগণের কল্যাণ করার এবং অন্যায় দূর করার নীতি মেনে চলি, তাই সেক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধে এর ফলে হয় নি। যখন আমি রাজ্যের অর্থনীতি স্থির করি, সেটা তো কোনো ব্যক্তিগত মুনাফা সংগ্রহ নয়। যখন আমি ভুল দৃষ্টিভংগীর মোকাবিলা করি এবং কূটতার্কিকদের নিরস্ত করি, সেটা পরামর্শকে অগ্রাহ্য করা নয়। যেহেতু ঘটনাক্রমে অনেক অসন্তোষ রয়েছে, আমি আগেই জানতাম যে ব্যাপারটা এই-রকম হবে।

কয়েকটি কবিতা অবশ্য জনগণের প্রতি তাঁর দরদের হৃদয়গ্রাহী সাক্ষ্য। এজন্য 'সমসাময়িক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে' সেই উক্তির দুঃখজনক স্বীকারোক্তি, 'উৎপীড়ন বাঘের চেয়েও খারাপ'।

সারা মন জুড়ে মানুষের তরে এতই বেদনা;
পাই এই দেশে কত না যাতনা
ভালো ফসলের দিনেও কেন যে
ভর-পেট খেতে পায় না;
হয় বন্যায় না হয় খরায়
অনশনে তারা দিন যে কাটায়;
দস্যুরা যদি আসে
কত না হারাবে প্রাণ!

সরকারী যত কর্তার ভয়ে
হয়ে থাকি সদা শঙ্কিত
দশটা বাড়ীর নয়টাকে তারা
করেছে ধ্বংস-স্তূপ।
শস্য শুকায় মাঠে প্রান্তরে,
বিচারের আশে মানুষ তবুও
আদালত পানে কভু যায় নাকো,
কর্তার কাছে পারে যদি যেতে
হাতে পায়ে যদি ধরে কোনোমতে
জোটে যে তাদের প্রহার কেবল
ফিরে যায় নিয়ে যাতনা প্রবল।

ওয়াঙ আন্-শিও 'কুলের ফুল' এবং 'হু-ইং মহাশয়ের দেওয়ালে লিখিত' এই ধরণের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার জন্য সত্যই বিখ্যাত, কারণ তিনি ছিলেন বিশেষ এক শৈলীবিশিষ্ট মৌলিক চিন্তাবিদ।

সু শি (১০৩৬-১১০১) মেইশান অর্থাৎ অধুনা ঝেচুয়ানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অনেকদিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং সৎ জনদরদী কর্মচারী হিসেবে নিজের পরিচয় রেখে গেছেন। অনেকবার তাঁর পদাবনতি ও লাঞ্ছনা জুটেছিল, একবার একটা ঘটনায় তাঁকে হাইনান দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, ফলে তিনি যে অমর কবি এবং গদ্যরচয়িতা ছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি একজন শিল্পীও ছিলেন এবং তাঁর হস্তাক্ষর ছিল অপরূপ।

সু শি ছিলেন একজন সতর্ক দ্রষ্টা এবং তীক্ষ্নবুদ্ধি বিচারক। তিনি কল্পনার অপূর্ব ঝলকে উদ্ভাসিত স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিকে প্রকাশ করতেন। তাঙ আমলের শেষ দিকে ৎঝু-এর বিষয়সমূহ প্রকৃত-পক্ষে প্রেম অথবা ব্যক্তিগত আনন্দ বা দুঃখে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু সুঙ আমলের গোড়ার দিকে ক্রমে এক পরিবর্তন এল, লিউ য়ুঙ-এর কবিতাগুলিতে তা সবচেয়ে স্পষ্ট (যার ৎঝু তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ এবং বিষয়ের ব্যাপ্তি অনেক) : রাজধানীর বিলাসিতা শহরবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী, অসুখী মহিলাদের দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা এবং ভবঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতা সু শি-র কাব্যরচনাশৈলীতে আর এক পরিবর্তন সূচিত করল, এবং তা 'লাল চূড়ায় অতীতের চিন্তাতে' লক্ষ্য করা যায় :

বিশাল নদীটি বয়ে যায় পূবদিকে
যুগ-যুগান্তরে অগণিত বীর ভাসিয়ে ;
পশ্চিম-পাড়ে একটি প্রাচীন দুর্গ
হতে পারে লাল চূড়াটি, যেখানে
অসমসাহসে চৌ য়ু* বাজালো তূর্য।

* চৌ য়ু হচ্ছেন তিন রাজত্ব আমলে উ-র রাজ্যের এক বিখ্যাত সেনাপতি।

ভগ্ন পাহাড় ফেনা ছুঁড়ে দেয়
ভয়ানক ঢেউ তীরে আছড়ায়, উড়ায় তুষার স্তম্ভ ঃ
কী অপরূপ দৃশ্য যেন এ চিত্রেরই প্রতিরূপ।
কিন্তু কত যে বীরের এখানে হয়েছে জীবনাবসান !
চৌ য়ুর কথা মনে পড়ে, সেই বছরে
চাওয়ের মেয়ের সাথে হয়েছিল পরিণয়,
হাতে পালকের পাখা ও মাথায় বিশেষ জাতীয় টুপিতে,
কী যে সুন্দর এবং সাহসী দেখাচ্ছিল তাকে,
হাসি ঠাট্টায় এক লহমায়
পর্যুদস্ত করত যে তার চরম শত্রুকেই।
আবেগপ্রবণ মূর্খ ভেবে কি হানছ আমাকে ঠাট্টার খর শর
ভাবছ কি মনে মনে সেই প্রাচীন নগরে ঘুরছি—
অকালে আমার চুলগুলো পেকে হয়ে গেছে সাদা খড় ?
জীবনটা এক স্বপন বৈ তো কিছুই নয়—
একটি পাত্র দাও পান করি
নদীর ওপরে চাঁদটি যে জেগে রয় !

এই কবিতাটিতে একজন প্রাচীন বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এবং কবি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করছেন। এবং অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র ঘটিয়ে কবির প্রকৃতিপ্রীতির এক জীবন্ত প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। সু শি তাঁর প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের বলে অন্যান্য কবিদের চেয়ে এই ৎঝু এবং কাব্যের অন্যান্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এক বিশাল-বিস্তৃত বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন। তিনি জনগণের দুঃখদুর্দশাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর লেখা 'কৃষক রমণীর বিলাপ' ঃ

খোলা মাঠে এক খড়ের মাদুরে
ঘুমায় সে নারী একমাস ধরে,
উজ্জ্বল দিনে ধান কাটা সেরে
গাড়ি করে ধান নিয়ে ঘরে ফেরে,
ঘেমে নেয়ে ঘাড় ব্যথা করে, ধান
বাজারে নামায় এনে
তার ফসলের দাম পাবে এই
আশা বোনে মনে মনে !

খাজনার দায়ে মহিষ বিকোয়
জ্বালানি বানায় খড়ের চাল,
আগামী বছরে কী বা করবে সে
কেমনে রুখবে অনাহার ?

বন্ধুদের কাছে লেখা অনেকগুলি কবিতায় গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন ঃ অন্যত্র তিনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তিনি অনেক ছোটো ছোটো প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা লিখে গেছেন। সেগুলি যথোপযুক্ত চিত্রকল্প, ভাষার সংযত ব্যবহার এবং সংগত অথচ উদ্বুদ্ধকারী গুণের জন্যই যথেষ্ট প্রশংসিত। 'বৃষ্টির পরে পশ্চিম হ্রদ' শীর্ষক বইটিতে মূলত আঠাশটি চরিত্র এই ধরণের ছন্দের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও অনুবাদে তার মাধুর্য অনেকখানি কমে যায়—

সূর্যকিরণে হ্রদজল আহা কী দারুণই এক দৃশ্য ;
বর্ষায় কী মনোহরই হয় কুয়াশায় ঘেরা পাহাড় ঃ
সি-সি'র* সংগে পশ্চিম হ্রদে আমি দেখি সাদৃশ্য—
প্রসাধন তার থাক বা না থাক সুন্দর সে যে সুন্দর।

সু শি বিশ্বাস করতেন যে লেখার সাথে 'ভেসে যাওয়া মেঘ আর প্রবাহিত স্রোত' এর সাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক তাঁর গদ্য হচ্ছে দ্রুতগতিসম্পন্ন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনন্ত বৈচিত্র্যে পূর্ণ। কখনও কখনও তিনি মাথা খাটিয়ে উপকথা রচনা করেছেন, তৎকালীন ভুল ঝোঁকগুলিকে আক্রমণ করার জন্য, যথা 'সূর্য' রচনাটি—

এক অন্ধের জন্ম থেকেই সূর্যের সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। যদি কোনোদিন সে কাউকে সূর্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে, লোকে তাকে বলে, 'সূর্য হচ্ছে পেতলের থালার মত'। তারপর সে একটি থালায় টোকা মারে এবং শব্দ শুনতে পায়। তারপর সূর্যকে ঘণ্টার মত ধরে নেয়। আরেকজন তাকে বলে, 'সূর্যালোক মোমবাতির মত'। তখন সে একটা মোমবাতি নিয়ে তার আকার আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে এবং তার থেকে সে সূর্যকে বাঁশির মত ভাবতে থাকে। সূর্য আসলে ঘণ্টা বা বাঁশীর থেকে অনেক আলাদা। কিন্তু একজন অন্ধ তা জানে না, সে তো দেখে নি—সে শোনা কথায় চলে।

এখন সূর্যের চেয়েও পথটাকে বুঝে ঠিক করা আরো কঠিন। যাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করেন না তাঁরা অন্ধের মত। তাই যিনি পথ চেনেন তিনি যখন সে বিষয়ে বলেন, যদি তিনি সুপ্রযুক্ত উপমা দিতে বেশ পারদর্শী হন তথাপি তিনিও একটা পাত্র বা মোমবাতির চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারেন না ; কিন্তু একজন শ্রোতা তার পাত্রকে একটা ঘণ্টা বলে বা মোমবাতিকে বাঁশী বলে ভাবাতে পারে, যতক্ষণ না তারা সত্য থেকে আরো বেশী দূরে চলে যাচ্ছে। ফলে যখন মানুষ পথের কথা বলেন, তাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরা যা দেখেছেন তার ভিত্তিতে বর্ণনা দিতে, অথবা তা না দেখেই তার কল্পনা করতে এবং উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা পথ থেকে বিচ্যুত হন।

সু শিও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, চলতি বিষয় এবং প্রকৃতি বিষয়ে চমৎকার রচনা-

---

* বসন্ত ও শীত আমলের রাজা উ-র উপপত্নী। কথিত আছে যে তাঁর রূপলাবণ্য তাঁর প্রভুকে অকর্মণ্য করে তুলেছিল।

বলী লিখেছেন ; সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন সুঙ আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, যাঁর রচনাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

লি চিঙ-চাও একজন মহিলা কবি, তিনি উত্তরের সুঙ আমলের শেষ নাগাদ জীবিত ছিলেন এবং চীনা সাহিত্যে তাঁর এক বিশেষ স্থান আছে।

লি চিঙ-চাও (১০৮১-১১৪৫) চিসনান অর্থাৎ অধুনা শান্টুং-এর অধিবাসী ছিলেন। অতিশয় সুশিক্ষিত মহিলা, অনেক বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর অনবদ্য ৎযু এর জন্য তিনি সবচেয়ে পরিচিত। বিবাহের পর তিনি বেশ কয়েকটা বছর সুখে কাটিয়েছেন এবং সজীব, সুন্দর রচনার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই আমলের শেষ দিকে যুদ্ধ শুরু হলে এবং তাঁর স্বামী মারা গেলে তিনি বেশ ঝাঁঝালো ভাষায় তাঁর নিঃসঙ্গতা প্রকাশ করেছেন—

> ম্রিয়মান, বিবর্ণ,
> নিয়ে আজ পক্ক কেশরাজি বিশীর্ণ
> সান্ধ্য ভ্রমণের ক্ষমতাও বুঝি লুপ্ত ;
> সবচেয়ে ভালো জানালার পাশে
> হাসি আর কথা শুনি বসে বসে
> অন্যজনের।

তাঁর সহানুভূতি ছিল ব্যাপক এবং গভীর অনুভবে তিনি ছিলেন সক্ষম। এই রাজবংশের পতনের পর উত্তরের অবস্থা বর্ণনাসূচক তাঁর কবিতাবলীতে তার স্বাক্ষর মেলে। তিনি চীনের শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম।

এই আমলের ছোটখাটো কবিদের মধ্যে ছিলেন লিউ য়ুঙ, ৎসেঙ কুঙ, হুয়াঙ তিন-চিয়েন এবং চৌ পাঙ য়েন।

ঘ. দক্ষিণের সুঙ এবং স্বর্ণ তাতার যুগ

উত্তরের সুঙ রাজবংশের পতন সমসাময়িক সকল লেখকের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবকে নাড়িয়ে দিল এবং দক্ষিণের সুঙ সাহিত্যে বিষয়বস্তুর আরো বৈচিত্র দেখা দিল। এই আমলে কয়েকটি নিপুণ সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে উপন্যাস ও নাটকেই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল এবং ইউয়ান, মিঙ এবং এমনকি চিঙ-এর শ্রেষ্ঠ রচনারও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভিত্তি রচিত হয়েছিল। এই সময় থেকে পরবর্তীকালে চীনা সাহিত্যে উপন্যাস ও নাটক আরো বেশী করে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, আর সে জায়গায় কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বিতীয় স্থানে ছিল।

দক্ষিণের সুঙ সাহিত্যের দেশপ্রেমিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন মহান লেখক লু য়ু এবং সিন চি চি।

লু য়ু (১১২৫—১২১০) শানিয়িঙ অর্থাৎ অধুনা চেকিয়াঙ-এর অধিবাসী। বাল্যকাল থেকে উত্তর চীনের পরাজয় তাঁর হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি হৃত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ

করে গেছেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী হবার পর তিনি কেচ্‌য়ানে দশ বছর কাটিয়েছিলেন। সেখানে সকল সৈন্যাধ্যক্ষই ছিলেন গোঁড়া দেশপ্রেমিক এবং এই লোকেরাই তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছে এবং তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছে।

তাঁর কবিতাগুলি জ্বলন্ত দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। কখনও কখনও চীনের ক্ষয়ক্ষতির বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড মন খারাপ করেছেন এবং আত্মসমর্পণের জন্য সরকারকে কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। তিনি মহামূল্য বিজয়কে অভিনন্দিত করেছিলেন আবেগপূর্ণ উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যের সাহায্যে এবং এমনকি উত্তরের পুনরুদ্ধার বিষয়েও তিনি স্বপ্ন দেখতেন। ফলে তিনি লিখলেন—

পঞ্চম মাসের একাদশ দিনে মধ্যরাত্রি নাগাদ আমি স্বপ্ন দেখলাম যে মহামান্য সম্রাটের সাথে একটা অভিযানে বেরিয়েছি—হান্ এবং তাঙ সাম্রাজ্যের সমগ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধারের আশায়। একটা বিরাট জনবহুল নগর দেখতে পেলাম, শুনলাম ওটা হচ্ছে সিলিয়াঙ। রাগের মাথায় আমি ঘোড়ার পিঠে বসেই একটা কবিতা লিখলাম। কিন্তু সেটা শেষ হবার আগেই জেগে উঠলাম। এখন আমি সেটা শেষ করছি—

লক্ষ সেনানী দেবতার অনুসারী ;
আদেশ তাঁর পেতে না পেতেই স্বদেশে দখল নেয়
দূরে সীমান্ত-শিবিরে নূতন নগর যে ওঠে জেগে
সপারিষদ ভ্রমণে বেরোন রাজা
ক্ষমা করে দেন সকল বন্দীকে।

তাঁর অনেক কবিতায় এই অদম্য মানসিকতার প্রতিফলন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি চীনদেশকে তার পূর্ব গরিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে না দেখেই মারা গেলেন। তাই তিনি তাঁর হৃদয়ানুভূতি থেকে পুত্রের কাছে এই ফরমান জারী করে গেলেন,

যদিও জানি, মৃত্যুর পরে মানুষের হয় শেষ
দুঃখ আমার একটি মাত্র, ঐক্যবদ্ধ মাতৃভূমি দেখে গেলাম না,
রাজার সৈন্য উত্তরদেশ যখনই করবে পুনর্জয়
পূর্বপুরুষে অর্ঘ্য দিতে সেকথা জানাবে সুনিশ্চয়।

[একটা প্রচলিত রীতি ছিল যে পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাবার সময় তাঁদের আত্মার উদ্দেশে পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ থাকলে তা পরিবেশন করতে হয়।]

লু য়ু-এর এই ৎঋতুতে একই আবেগের প্রকাশ। সেজন্য তিনি লিখেছিলেন—

এখন আমার চুলেতে ধরেছে অল্প পাক,
বড়ো বেদনায় দেখি উচ্চাশা ধুলায় লীন
এবং আমার জীবন হয়েছে যাযাবর সাথে তুলনীয়।
শ্রান্ত ক্লান্ত সাহসী পুরুষ হয়েও
সাহস আমার হারিয়ে ফেলেছি ক্রমে ক্রমে দিন দিন ;

দূরে বহুদূরে গভীর কুয়াশা তরঙ্গিনীর তীরে
স্বদেশের গিরি সে তন্বিনীর স্বপন আমাকে ঘেরে।

একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসেবে লু য়ু শ্রমিকদের ভালবাসতেন, যাদের শ্রমের উপর দেশটা নির্ভর করেছিল। তাঁর রচনায় তিনি ভালো ফসলের জন্য প্রার্থনা জানান, এতগুলি নগরীর ধ্বংসপ্রাপ্তির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন, শাসকদের অবক্ষয়কে আক্রমণ করেন এবং সাধারণ মানুষের অভিমতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এদের সাথে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ছিল শুধু তাই নয়, তিনি কাজেকর্মেও তাদের সাথে থাকতেন, নিজের জমি নিজেই চাষ করতেন।

ভরাবসন্তে এক চাষী তার জমি করে চলে চাষ
তুঁতগাছগুলোর যত্নআত্তি করে।
আমি চাষ করি লিনানের তুঁত
শত শত ঐ রেশম পোকাকে খাইয়ে বাঁচাতে শ্বাস
তিল বুনি আমি বাড়ীর দখিনে,
কপালের গুণে তিনদিনে কোন বর্ষা ঝর্ণা নামেনি,
চতুর্থ দিনে ঘুম ভেঙে দেখি
ইতিমধ্যেই মেদিনীর মুখ ঢেকেছে সবুজ উড়ানী।
[একটি গ্রাম্য কুটির]

তাঁর কবিতাগুলিতে আমরা দেখি পশুপালনের এক বিস্তৃত বর্ণনা এবং যারা শ্রমের বিনিময়ে ফসল তোলে তাদের এক অপরূপ আনন্দময় চিত্র। নিজে শ্রমিক ছিলেন শুধু তাই নয়, লু য়ু তাঁর নাতি নাতনীদেরও শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে মানুষ করেছিলেন…

নাতিরা আমার স্কুল থেকে ফেরে দেরীতে,
সবজী বাগানে ছুটে যায় তারা উস্কোখুস্কো মাথায়।
চাইনা তোমরা ধনী হয়ে ওঠো সম্পদে রাজপদে
প্রার্থনা শুধু কৃষিকাজ যেন পারো নিয়মিত করে যেতে।
(কৃষিকাজ)

লু য়ু-র রচনাবলী প্রগাঢ় জ্ঞান ও অপরূপ আঙ্গিকের সম্মিলন। তাঁর ভাষা সজীব ও স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও তিনি কথ্যভঙ্গী ব্যবহার করেছেন। 'লু শি'র কঠোর রীতি অমান্য না করেই তিনি প্রেম, মৈত্রী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়ে এই ছন্দে অসংখ্য কবিতা লিখেছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে সুঙ কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

সিন চি চি (১১৪০-১২০৭) ৎসিনান অর্থাৎ অধুনা শান্টুং এর অধিবাসী ছিলেন। যুবক বয়সে তিনি গেরিলাদের সাথে স্বর্ণ তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এবং

লু য়ু-র মতই তিনি চীনের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বেশীর ভাগ ৎস্যুতেই তীব্র স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়—

পান করে আমি উস্কিয়ে দিই প্রদীপশিখা
দেখতে যে চাই আমার কৃপাণখানি ;
স্বপনের মাঝে শুনি শিঙাধ্বনি
শিবিরে শিবিরে বাজে।
মাংসপিন্ড পড়েছে যুদ্ধে আটশত লি* দূরে
রণভূমিটির অপর প্রান্ত জুড়ে—
সারা পথ ধরে কানে বাজে রণধ্বনি
যখন শরতে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা সাজাই সেনানী।

কখনও কখনও খুব সংকটের মধ্যে তিনি হতাশার শিকার হয়েছেন। তিনি যখন প্রকৃতির সৌন্দর্যে অথবা চন্দ্রালোকে বিভোর হয়েছেন, তখনও কবিতা লিখেছেন, কিন্তু এগুলিও তীব্র অনুভবে পূর্ণ। বাস্তবিক সৌন্দর্যের প্রতি আবেগ ছিল তাঁর দেশপ্রেমেরই এক অভিব্যক্তি, যে দেশকে আবার তিনি শক্তিশালী, শান্তিকামী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, তিনি অপূর্ব বিরহের কাব্য রচনা করেছেন, পাশাপাশি কোমল প্রকৃতির আকর্ষণীয় গাথাও লিখেছেন, কিন্তু তাঁর মেজাজটা ছিল মুখ্যত পৌরুষসম্পন্ন এবং বীরত্বপূর্ণ।

দক্ষিণের সুঙ আমলের অন্যান্য কম খ্যাত কবিদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াঙ ওয়ান-লি, ফান চেঙ-তা, চেন লিয়াং, চিয়াই হুয়েই এবং ওয়েন তিয়েন-শিয়াঙ।

স্বর্ণতাতারদের যুগে খুব বেশী কবি ছিল না। সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ইউয়ান হাও-ওয়েন, যিনি শিউ জুঙ অধুনা শান্সির অধিবাসী ছিলেন (১১৯০-১২৫৭)। তিনি উত্তরের বিধ্বস্ত দৃশ্যাবলী, আক্রান্ত কৃষকদের দুঃখকষ্ট, তাঁর তিক্ততা এবং মোঙ্গলরা যখন দেশ আক্রমণ করল সেই সময়ে সংঘটিত ভয়াবহ বিপর্যয় ও লুঠতরাজের বর্ণনা করেছেন। তিনি অসংখ্য বন্দীর মনোবেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন—

পাহাড়ে আমরা লুকোব এমন গুহা তো নেই.
নৌকাও নেই আমরা যে নদী পেরিয়ে যাব—
শুধু একজন শত্রু সেনানী অশ্বারোহীই পারে
ধরে নিয়ে যেতে হাজার বন্দীকেই ;
এবছরে যদি কোনমতে যাই বেঁচে
আসছে বছরে আমাদের কিবা হবে ?
নদীর দখিন পাড় থেকে আসে
ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস।
মানুষেরা গায় মানুষেরা কাঁদে

---

* লি—এক মাইলের ছয়ভাগের একভাগ

বুনো হাঁস করে শোক ;
শরৎ এলেই বুনোহাঁস যায় ফিরে,
দক্ষিণ থেকে বন্দীরা কি
ফিরবে তাদের ঘরে ?

তাঁর তীব্র হৃদয়বিদারক কবিতাগুলির সাথে সু শি এবং চি চি-এর কবিতার বেশ কিছু মিল আছে।

সবশেষে এবার আমরা এই সময়কার উপন্যাস ও নাটক প্রসংগে আসছি।

এই আমলের 'হুয়া পেন' বা গল্প-কথকের লিপি বিভিন্ন শহরের প্রমোদ উদ্যান-গুলিতে ব্যবহৃত হত। সর্বসাধারণের জন্য আমোদ-প্রমোদের স্থানগুলিতে গল্প বলা শুরু হয় তাঙ আমলে। কিন্তু তা জনপ্রিয় হয় সুঙ আমলে। মূলতঃ এই গল্পগুলি এই তিনটি বিষয়ের একটি নিয়ে তৈরী হত : শহরবাসীর জীবন, বৌদ্ধ কাহিনী বা কিংবদন্তী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী।

শহর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত বেশীর ভাগ সুঙ এবং ইউয়ান গল্প 'রাজধানীর জনপ্রিয় গল্পসমূহ'-এর মত সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যাবে। যদিও এই গল্পগুলিতে কুসংস্কার ও অশ্লীলতার বিষয় রয়েছে তবুও এগুলিতে মূলতঃ ঐ সময়ে প্রদত্ত সমাজ এবং জীবনের কথা পাওয়া যাবে; 'তহবিলের পনেরোটি বাণ্ডিলে' এমন এক সরল শহরবাসীর পরিবারের ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে। কারণ একজন খেয়ালী ম্যাজিস্ট্রেটের মানবজীবন সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধা নেই। ৎস্যুই নিঙ-এর ফাঁসির হুকুম হয়েছে হত্যাপরাধে। যদিও সে যে সৎ, তার সপক্ষে কিছু অজুহাত সে দাঁড় করিয়েছিল।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে শহরের ম্যাজিস্ট্রেট বজ্র গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ননসেন্স! এ ধরণের যোগাযোগ কেমন করে হতে পারে? তারা তহবিলের পনেরোটি বাণ্ডিল হারিয়ে ফেলেছে এবং তুমি সিল্কের কাপড়ের বিনিময়ে পনেরোটি বাণ্ডিল পেয়েছ, স্বভাবতই তুমি মিথ্যে বলছ, তাছাড়া, কোনো লোকেরই তার প্রতিবেশীর স্ত্রী বা ঘোড়াটির প্রতি নজর দেওয়া উচিত নয়। তিনি যদি তোমার কেউ না হন, কেন তুমি একসাথে বেড়াচ্ছ এবং এক সাথে বসবাস করছ? সন্দেহ নেই যে তোমার মত একজন ধূর্ত শয়তান কখনোই স্বীকার করবে না, যতক্ষণ না আমি তোমার উপর অত্যাচার চালাচ্ছি।'

...হতভাগিনী উপপত্নী এবং ৎস্যুই চিঙ অত্যাচারিত হত যতক্ষণ না তারা ভেঙে পড়তো এবং স্বীকার করত যে তাদের টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছে, তারা লিউকে হত্যা করছে, তারপর তহবিলের পনেরোটি বাণ্ডিল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশীরা ব্যাপারটাতে দর্শকের মত আচরণ করে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে আত্মানুসন্ধান করল। ৎস্যুই লিঙ এবং উপপত্নীটির উপর নির্যাতন চালানো হল এবং যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তাদের হয়ে এদের জেলে পাঠানো হল। ওয়াঙকে এই তহবিলের পনেরটি বাণ্ডিল ফেরত দেওয়া হল। তিনি বুঝেছিলেন যে ইয়ামেনের লোকেদের টাকা মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না! (সমগ্র গল্পটির জন্য 'কোর্টেসানের রত্নপেটিকা' নামক কুড়িটি হুয়া পেন গল্পের সংকলন গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে)। এই কাহিনীটি

বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত। এ থেকে সরকারী মহলের চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা, একগুঁয়েমি এবং লোভের চিত্র পাওয়া যায়, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য কেউ নেই। 'ওয়াঙ কেং বিদ্রোহ' নামে এ ধরণের আরেকটি গল্পে এক বণিক এবং লোহা পেটানো কামারের বর্ণনা আছে, যারা নিজেদের চেষ্টায় ভাগ্য ফেরাতে পেরেছিল, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ কর্তৃপক্ষের হাতে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। এই লোকটি তীব্রভাবে বিলাপ করছে—

আমি ততদিন এক অনুগত প্রজা ছিলাম, যতদিন না বদমায়েশ লোকেরা আমাকে গালিগালাজ করায় নিজেকে সামলাতে অক্ষম হলাম। আমি সত্যের সন্ধানে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। তারপর ইচ্ছে হয়েছিল যে স্থানীয় কোষাগারের টাকা খরচ করে একদল সাহসী লোক জোগাড় করি, হুয়াই নদী উপত্যকা অবরোধ করে এইসব হাঁ-মুখো বদমায়েশ পদস্থ কর্মচারীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করি যাতে কিনা সারা রাজ্যে আমার যশ ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং দেশের জন্য লড়াই করা আমার উচিত ছিল, যাতে কিনা স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করতে পারি। কিন্তু আমি এখন পরাস্ত—এই আমার ভাগ্য!

খুবই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা এই নায়ক ছিলেন এক বস্তুনিষ্ঠ, অনুগত ও বিশ্বস্ত নাগরিক, যিনি অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হয়ে এক দস্যুতে পরিণত হয়েছিলেন, এবং তাঁর শ্রেণীগত অসুবিধাগুলি বুঝতে এই কাহিনীটি সাহায্য করে।

তাঁর এই রচনাবলীতে যে ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি এসেছে সেগুলি হল 'পাঁচ রাজবংশের জনপ্রিয় ইতিহাস' এবং 'শুয়ান হো আমলের কাহিনী'। এগুলি উপন্যাসের ঐতিহ্যের পূর্বসূরী। ফলে 'হুইয়ান হো আমলের কাহিনীসমূহে' সুঙ চিয়াং এবং অন্যান্য কৃষক নেতাদের বর্ণনাগুলি লিয়াংশানের আমলের রোমাঞ্চকর কাহিনীর আদিমতম উৎস। এই বইটিতে সাধারণ মানুষের বিস্তৃত সাহস ও দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে এবং শাসকদের অহঙ্কার ও অমিতব্যয়িতা এবং জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত তাদের অপরাধগুলির মুখোশ খুলে দিয়েছে।

বৌদ্ধ কাহিনীকারদের লিপিগুলির কোনোটিই সংরক্ষিত হয় নি, কিন্তু আমরা একধরণের মজার কথামালা পাই যাতে দেখি যে হিউয়ান সাঙ এর পশ্চিমা দেশভ্রমণ বর্ণিত হয়েছে। শহরবাসীদের নিয়ে রচিত কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি এই উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রধানতঃ সাধারণ বিষয় রয়েছে। সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে সেই বানর সান্ য়ু-কুঙ-এর অমর চিত্রগুলির বর্ণনা রয়েছে।

তাঙ আমলের চেয়ে এই সময়ে নাটকের আরো বেশী অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় এবং 'চু কুং তিয়াও' নামে পরিচিত দীর্ঘ কাব্যনাট্য ও দক্ষিণ দেশের নাটকের আবির্ভাব ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে সঙ্গীত ও আবৃত্তি দুইই থাকত। সেই কাব্য-নাট্যগুলি ইউয়ান থিয়েটারের সঙ্গীত ও বিষয়বস্তুতে তার ছাপ রেখেছিল। দক্ষিণ দেশের নাটক ছিল উত্তরের সুঙ আমলের শেষ থেকে শুরু করে চেকিয়াং উপকূলবর্তী অঞ্চলের এক ধরণের জনপ্রিয় স্থানীয় অপেরা। তাকে মিঙ ও চিঙ নাটকের পূর্বসূরী

হিসাবে ধরা যেতে পারে। যে দুটি 'চু কুং তিয়াও' এখনও আমাদের হাতে রয়েছে তা হল সুঙ আমলের এক অজ্ঞাত লেখক 'লিই চি ইউয়ান' এবং স্বর্ণতাতার আমলে তুঙ নামক এক ব্যক্তির 'পশ্চিমের প্রকোষ্ঠ'। যদিও এগুলি নাটক নয়, তবু নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল এবং পশ্চিমের প্রকোষ্ঠের সাহিত্য মূল্য যথেষ্ট। সুঙ আমলের শেষ থেকে ইউয়ান আমলের প্রথমদিক পর্যন্ত দক্ষিণের নাটকগুলির বেশ কিছু সংখ্যক বিকৃত রূপ আমাদের কাছে রয়েছে। এক অজ্ঞাত লেখকের 'সফল প্রার্থী চ্যাংসিয়ে' একটি সম্পূর্ণ রচনা। এই নাটকের নায়িকা হচ্ছেন এক চমৎকার চরিত্র এবং পার্শ্বচরিত্রগুলিও জীবন্ত, ভাষা সরল ও সংক্ষিপ্ত, কখনও খুবই সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত। পরবর্তীকালের নাটকের উপর এই দক্ষিণ দেশের নাটকের প্রভাব স্বাভাবিক।

ঙ. ইউয়ান আমল

ইউয়ান আমলের প্রধান সাহিত্যিক কৃতিত্বগুলির সঙ্গে উত্তরের সঙ্গীতের যোগ রয়েছে। উত্তরের সুরে বাঁধা গাথাগুলি 'সান চু' নামে পরিচিত। আর যে অপেরা এগুলি ব্যবহার করত তারা হল 'ৎসা চু' নামক বিখ্যাত ইউয়ান নাটক। 'সান্ চু' হচ্ছে অসম দৈর্ঘ্যের চরণ-বিশিষ্ট সঙ্গীত। ৎঝু এর সাথে কিছুটা মিল রয়েছে। বেশীর ভাগ ইউয়ান নাটকে চারটি অঙ্ক আছে। কখনও বেশী ; যদি কাহিনীটি পূর্ব পরিকল্পিত নাও হয়, কুড়িটিরও বেশী অঙ্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। 'সান্ চু' এবং নাটক বাদে এই আমলে বেশ কিছু ভালো সাহিত্য রচিত হয়েছে। ইউয়ান আমলের সান্ চু লেখকদের মধ্যে মা ঝি-য়ুয়ান খুবই নামকরা, তবে তাঁর জন্মমৃত্যুর তারিখ আজও পাওয়া যায় নি। 'শারদ ভাবনা' তাঁর সেরা কবিতা। যার থেকে আজও অনেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন :

> মৃতপ্রায় গাছে শুকনো আঙুরলতা ; সন্ধ্যায় পাখীরা কুলায় ফেরে ;
> স্রোতস্বিনীর ওপর ছোট্ট সাঁকো ; ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর ;
> পুরনো রাস্তায় একটা রোগা ঘোড়া ঝড়ের মুখে ;
> সূর্য অস্ত যায় ; হৃদয় আমার ভেঙে পড়ে ;
> পথিক পৌঁছে যায় দিগন্তের কাছাকাছি।

আরেকজন উল্লেখযোগ্য সান্ চু লেখক হলেন বাইপু (১২২৬-১৩০৬)। চারটি ঋতুর বর্ণনাসমৃদ্ধ তাঁর একটি কবিতা খুবই সুন্দর। আরেকটি বিখ্যাত সান্ চু রচনা হচ্ছে "রাজা ফিরছেন জন্মস্থানে"। রচনাকার সুই জিংতেন-এর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ইউয়ান আমলের দুজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন কুআন হান্-চিঙ এবং ওয়াঙ সি-ফু।

কুআন হান্-চিঙ ছিলেন তাতু অর্থাৎ অধুনা পেচিং-এর অধিবাসী। তিনি সম্ভবত ১২৩৪ সাল নাগাদ স্বর্ণ তাতারের আমলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং চতুর্দশ শতকের শুরুতে মারা গিয়েছিলেন। অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁর জীবনের

অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপকতর এবং সাধারণ শহরবাসীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে লোকচিত্রকলা এবং পথের মানুষের জীবন বুঝতে সাহায্য করে, যাতে কিনা তাঁর রচনা থেকে আমরা জনসাধারণের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাই।

কুআন হান-চিঙ ছিলেন ইউয়ান আমলের নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাটকের রচয়িতা এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি বহুবিস্তৃত বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন এবং তাঁর নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ইতিবাচক এবং স্পষ্ট। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারী বা ছোটখাটো শয়তান, বীর, সুন্দরী মেয়ে বা প্রতিভাধর পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি লিখেছেন কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। তবে তাঁর নাটকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসিক প্রতিরোধের ধ্বনি শোনা যায়।

'মধ্যগ্রীষ্মে তুষার' হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে শাসকশ্রেণীর অন্যায় আচরণ। নির্বোধ আমলাদের সৃষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তাঁর মূল আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। নায়িকা তৌ ন্‌গো-র রয়েছে প্রচন্ড সাহস ও চারিত্র্য-বল। ফাঁসির আগে সে গাইছে—

ভেবেছ স্বর্গ বিচার জানে না, মানুষ জানেনা দয়া ?
জানি ঈশ্বর শুনবেনই ঠিক মানুষের প্রার্থনা
এগদা তংহাই-এ তিনটি বছরে এক ফোঁটা জলও পড়েনি
কেননা হয়েছেন এক বধুমাতা অন্যায় নিপীড়িতা
এবার এসেছে তোমার জেলার পালা
আমলারা কেউ ন্যায় অন্যায়ে করেনা কর্ণপাত
মানুষেরা তাই ভুলেছে সত্যভাষ।

(বিদেশী ভাষা মুদ্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত কুআন হান্-চিঙ-এর নির্বাচিত নাটকগুলি থেকে)

কাহিনীটির ঘটনা সুবিন্যস্ত এবং খুবই নাটকীয়, ভাষা সরল ও শক্তিশালী।

'প্রজাপতি স্বপ্ন', 'স্ত্রী অপহরণকারী' এবং 'নদীতীরের তাঁবু' আমাদের দেখিয়ে দেয় ধনী ও পরাক্রমশালীদের দেমাকী অহংকার, যাদের খুনের কোনো হিসাব দিতে হয় না এবং উৎসাহবর্ধক সন্ত্রাসের জন্য যারা গর্বিত। 'এক ছেনালের সাহায্যে পরিত্রাণ', 'স্বর্ণতন্তু সরোবর' এবং অন্যান্য নাটকগুলিতে মেয়েদের একঘেয়ে দুঃখ-কষ্ট এবং তাদের সংগ্রামী মেজাজ প্রতিফলিত। প্রসারিত মানবতা, বাস্তবতা এইসব রচনাগুলিতে সুস্পষ্ট।

ওয়াঙ শি-ফু ছিলেন য়িচাও অর্থাৎ অধুনা হোপেই-এর অধিবাসী। তাঁর প্রকৃত জন্ম তারিখ জানা যায় না, কিন্তু তিনি ত্রয়োদশ শতকের শেষ এবং চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে সৃষ্টিকর্মে রত ছিলেন বলে মনে হয়। কিছুকাল একজন পদস্থ কর্মচারী হিসেবে কাজ করার পর তিনি অবসর নিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন।

তিনি দেশী নাটক লেখেন নি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 'পশ্চিমা কুঠুরি'। ইউয়ানের অনেকে সামন্ততান্ত্রিক বিবাহব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিলেন যেখানে টাকা

বা সামাজিক অবস্থার দ্বারা বিবাহগুলি স্থির করা হত এবং প্রকৃত প্রেমকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হত। সেই সামন্ততান্ত্রিক বিবাহব্যবস্থাকে আক্রমণ করে ইউয়ানের অনেকেই নাটক লিখেছেন। কিন্তু 'পশ্চিমা কুঠুরি' এ ধরণের রচনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

যদিও এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে চ্যাঙ নামক এক পণ্ডিত এবং য়িঙ য়িঙ নামক এক ভালো ঘরের মেয়ের মধ্যকার প্রেম, সবচেয়ে চমকপ্রদ চরিত্র-দুটি হচ্ছে য়িঙ য়িঙ ও তার দাসী হুঙ নিয়াঙ। তাঙ আমলের কাহিনীগুলিতে য়িঙ য়িঙ এর ব্যক্তিত্বের কিছুটা বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওয়াঙ শি-ফু এতে তুলির শেষ আঁচড়টুকু টেনেছেন। অবশ্য হুঙ নিয়াঙ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। বুদ্ধিমতী, সাহসী এবং সজীব এই মেয়েটির তীক্ষ্ন বিচারশক্তি এবং প্রচুর লড়িয়ে মেজাজ রয়েছে। যখন তার কর্ত্রী তাকে প্রেমিক প্রেমিকাদের সম্পর্কে জেরা করছে, সে তখন অধিকার-সচেতনভাবেই দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিচ্ছে—

এত ধমকানো এত জেরা কেন মহাশয়া ?
কথায় তো বলে, 'যুবতী মেয়ের
অনুচিত বেশী ঘরে থাকা'……
লোকটাতো নিজে ভারী পণ্ডিত
রূপেতে মেয়েটা সেরা……
চ্যাঙকে ছাড়তে তাকে যদি কর বাধা
তোমার ঘরেই কুলেতে লাগবে কালি।
তোমারই রক্ত-মাংস যে তার—
ভেবে দেখো কথাগুলি।

যত নষ্টের গোড়া, উদ্ভাবনপটু হুঙ-নিয়াঙ অনেক কাল ধরে নাট্যামোদীদের প্রিয় চরিত্র ছিল। এই নাটকের জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হচ্ছে এর সুনিপুণ গঠন এবং এর চমৎকার সজীব ভাষা।

ওয়াঙ শি ফু-র অন্যান্য নাটক, যথা 'সুন্দর বসন্ত কক্ষ' এবং 'এক জরাজীর্ণ গুহা' নিকৃষ্ট রচনা।

কুয়ান-হান-চিঙ এবং ওয়াঙ শি-ফু ছাড়াও ইউয়ানে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের আরো অনেক নাট্যকার ছিলেন, যাদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করতে পারি। পাই পু (১২২৬-১৩১০) চেন্‌টিং অর্থাৎ অধুনা হোপেই-এর অধিবাসী। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'সমভূমির গাছগুলির উপর বৃষ্টি'। সম্রাট মিঙ হুয়াঙ এবং শ্রীমতী ইয়াং-এর বিয়োগান্ত প্রেমের বিষয় লিখতে গিয়ে তিনি সামন্ত শাসকদের বিলাস ও লাম্পট্যকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এই নাটকটিতে রয়েছে মর্মভেদী মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং তা সুকৌশলে রূপায়িত হয়েছে। পাই পু-এর চেয়ে সামান্য কিছুকাল পরে এলেন পেইচিং-এর অধিবাসী মা চি-ইউয়ান। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'হান্ রাজপ্রাসাদে শরৎকাল'। এতে হান্

সম্রাট ইউয়ানকে আদর্শায়িত করা হয়েছে, কিন্তু ওয়ান চিয়াঙ নামক এক সম্ভ্রান্ত নায়িকার চরিত্রও পরিবেশন করা হয়েছে। তার সাহস ও দেশপ্রেমের সাথে সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের ভীরুতা ও অকর্মণ্যতার এক বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে।

চমকপ্রদ কিছু সংখ্যক ইউয়ান নাটকের, যথা, 'চেন চাওতে শস্য বিতরণ' এর লেখক অজ্ঞাতনামা।

এইমাত্র যে চারজনের নাম উল্লেখ করা হল, তাঁরা সহ ইউয়ান আমলের অনেক নাট্যকার 'সান চু'ও লিখেছিলেন। অন্যান্য যে সব লেখকেরা এই বিষয়ে লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে রয়েছেন চ্যাঙ ইয়াং-হাও, লি উ-চি, ফেঙ ৎযু-চেন, সুই চিঙ-চেন, কুআন য়ুন-শি, সুং সাই-ঝে এবং চ্যাং কো-চিউ।

চ্যাং কো-চিউ ছিলেন চিঙইউয়ান অর্থাৎ অধুনা চেকিয়াং-এর অধিবাসী। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের সত্তরের দশকে তাঁর জন্ম এবং চতুর্দশ শতকের চল্লিশের দশকে তাঁর মৃত্যু। তিনি সাতশ'রও বেশী কাব্য রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে বেশীর ভাগ প্রকৃতিবিষয়ক, যেমন কিনা চেকিয়াঙ-এর টুঙপো পাহাড়ের বর্ণনা—

> ছোট্ট সরাইখানার পাশেতে পাইন-গন্ধ মলয়ে
> একটা বীণায় বেজে ওঠে এক মৃত্যুঞ্জয়ী গান।
> স্ফটিক-শুভ্র শশকটি* কাঁপে শরতের হিম বাতাসে;
> শীত-জর্জর বানরেরা কাঁদে বন্য-বৃক্ষ-শাখে
> দিগন্ত ঢাকে শাদা শাদা মেঘ
> চাঁদ ছোট হয়ে আসে।

কখনও আবার তিনি চলতি গালি-গালাজকেও ব্যঙ্গ করে লেখেন—

> দারিদ্র্যকে সবাই ঘৃণা করে
> সম্পদে সবাই হয় খুশী
> সাহিত্যকে তাই তারা বেঁধে দেয় টাকার থলির সাথে
> ঘরটাকে তারা পরিণত করে বদনামী আখড়াতে।

তাঁর ভাষা কখনও কখনও পাণ্ডিত্যে উন্নীত, কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কথ্য ভাষার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। ইউয়ান আমলের পরেও 'সান চু' লেখা হয়েছিল এবং বস্তুতপক্ষে কবিতার সবচেয়ে জনপ্রিয় আঙ্গিকে পরিণত হয়েছিল।

উপরের আলোচনা অবশ্যই ষষ্ঠ থেকে চতুর্দশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই সময়ে মহৎ কাব্য এবং চমৎকার প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল এবং উপন্যাস ও নাটকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল। বংশ পরম্পরায় ভূস্বামী শ্রেণীর অধঃপতন এবং বড়ো বড়ো শহর ও নগরের পত্তনের দরুণ সাহিত্যে নূতন নূতন ভাবধারা ও চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। চীনের সাহিত্যের ইতিহাসে এই আটশো বছর সময়কে যথার্থ কাজে লাগাবার জন্য চীনা ভাষার বিকাশের সাথে এই বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছিল।

---

* এখানে চাঁদের কথা বলা হয়েছে। পুরাণে আছে একটি পাথরের খরগোসের কথা।

মিঙ ও চিঙ আমলের সাহিত্য

চীনের সাহিত্যের ইতিহাসের পঞ্চম পর্যায় ১৩৬৮ সাল থেকে যখন মিঙ আমলের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন থেকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অহিফেন যুদ্ধ পর্যন্ত।

এই সময়ে দেখা গেল শিল্প ও বাণিজ্যের আরও বিস্তৃতি ; দেখা দিল হস্তশিল্পের নানা বৈচিত্র্য এবং এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হতে থাকল। স্বদেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেল। অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপকরণ-গুলির বৃদ্ধিতে এই বিকাশসমূহের অবদান রয়েছে। যাইহোক, এই আমলের বংশানু-ক্রমিক শাসন ও চূড়ান্ত রাজনীতির কেন্দ্রীভবন এক অভূতপূর্ব পর্যায়ের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যবস্থায় আরো অবনতি ঘটল এবং গতানুগতিক 'পাকু' রচনার সৃষ্টি হতে থাকল, চিন্তায় স্বাধীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে যা আশা করা গেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের ভ্রূণস্তরের প্রভাবের ফলে নবরূপে মণ্ডিত সাহিত্যের সাথে যুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক ভাবধারার দৃঢ় অগ্রগতি ঘটল।

যেহেতু এই পর্যায়ের রচনার অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল, আমরা সুবিধার জন্য একে তিনটি আমলে ভাগ করে নিতে পারি। মিঙ আমলের প্রথম দিক, পরের দিক এবং চিঙ আমলের শুরু থেকে অহিফেন যুদ্ধ পর্যন্ত।

ক. মিঙ আমলের প্রথম ভাগ

সুঙ ও ইউয়ান আমলে যে মানে পৌঁছানো গেছিল তার থেকে মিঙ আমলের প্রথম দিকের সাহিত্য, মূলতঃ নাটক ও উপন্যাস এই সময়ে আরো বিকশিত হয়েছিল।

'ৎসা চু' ইউয়ান নাটকের ঐতিহ্যের পথ বেয়ে চলেছিল। দক্ষিণ দেশের নাটকের অনেক অগ্রগতি ঘটল এবং 'বীণার কাহিনীর' মত বিখ্যাত ও দীর্ঘ অপেরার সৃষ্টি হল। দক্ষিণদেশের সংগীতসমৃদ্ধ এই অপেরাগুলি 'চুআন চি' নামে পরিচিত।

'বীণার কাহিনী'র লেখক, কাও ৎসে-চেঙ ছিলেন ইউঙচিআ অর্থাৎ অধুনা চেকিয়াং-এর অধিবাসী। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু সত্তরের দশকে। তাঁর চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি বিশ্বাস করতেন যে সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতাকে উর্ধে তুলে ধরতে থিয়েটারের সাহায্য নেওয়া উচিত। যাইহোক, তাঁর বিচারশক্তি ছিল এবং সত্যের একটা বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করতেও তিনি সক্ষম ছিলেন। অবশ্য 'বীণার কাহিনী'র প্রভাব দর্শকদের ওপর সেরকম হয়নি, যা লেখক চেয়েছিলেন। ধনী-দরিদ্রের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন বাস্তব সমাজকে দেখিয়েছেন। পদস্থ

কর্মচারী এবং ভূস্বামীদের দেমাক আর যথেচ্ছাচার এবং তারা যাদের ওপর অত্যাচার চালাত নিষ্ঠুরভাবে, সেই জনগণের দুঃখকষ্টের বৈপরীত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে ৎসাই উঙ-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী আ নিউ আপাতদৃষ্টিতে নিস্তেজ এবং রুগ্ন, কিন্তু ৎসাই-উঙের দ্বিধা জড়তা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এমন কি তাঁর প্রথমা স্ত্রী চাও উ-নিয়াঙকে আরও চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'ক্ষুদকুঁড়ো খাওয়ানো' দৃশ্যটিতে তাঁর স্বার্থশূন্যতা এবং চারিত্রিক মহত্ত্ব বেশ জোরের সংগে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতির সময়ে, তিনি একা শ্বশুর শাশুড়ির দেখাশোনা করেন, কিন্তু যেহেতু তখন একটা দুর্ভিক্ষ চলছিল তিনি তাদের খাওয়াবার জন্য নিজে শুধু ক্ষুদকুঁড়ো খেয়ে থাকতেন।

গণ্ড বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা ;
হৃদয় আমার জড়িয়ে যাওয়া সুতো ;
চরণ আমাকে কোনোমতে রাখে খাড়া—
কি দুঃসময়, আমি হয়ে পড়ছি ভীত।
তুঁষ যদি না চিবোতে পারি
ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়,
তুঁষ কি গেলা যায় ?
ওদের আগে মরতে পেলে আমার ছিল ভালো
কখন ওরা মরছে আমি জানতে পেতাম না।
দেখি না কোনো আশার মুখ
আমাদের কেউ বাঁচাতে পারে কি ?

তাঁর শাশুড়ি সন্দেহ করতেন যে বৌমা গোপনে ভালো খাবার খায়। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে য়ু নিয়াঙ খুদের ডেলা গলা দিয়ে নামাবার চেষ্টা করছে, তখন আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। 'বীণার কাহিনীর' সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে যে পাঠকেরা বা দর্শকেরা সমভাবে মুগ্ধ হত। এই নাটকের ত্রুটির চেয়ে গুণের পাল্লা অনেক ভারী।

এই সময়ে আর চারটি বিখ্যাত নাটক হল চু চুয়ানের 'কাঁটা, চুলের কাঁটা' অজ্ঞাত লেখকের (অথবা লিউ চি-য়ু আনের) 'সাদা খরগোস', 'নির্জন কক্ষ' (অথবা চাঁদের কাছে প্রার্থনা) এবং সু চেঙের উদ্দেশে নিবেদিত 'একটি কুকুরের মৃত্যু'। এইসব নাটকের একটা ঐতিহাসিক বাণী রয়েছে, কারণ তাঁরা প্রত্যয়ী প্রেমিকদের প্রশংসা করেছেন, সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন, ভূস্বামী ও অত্যাচারীদের অপরাধগুলির উপর আঘাত হেনেছেন এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সৌহার্দ্য প্রচার করেছেন।

সুঙ এবং ইউয়ান আমলের কাহিনীকারদের পাণ্ডুলিপির চেয়ে মিঙ আমলের গোড়ার দিকে লেখা উপন্যাসগুলিতে অগ্রগতি অনেক বেশী হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'জলের দাগ' এবং 'তিন রাজত্বের রোমান্স'।

'জলের দাগ'-এ উত্তরের সুঙ আমলের সুঙ চিয়াঙের নেতৃত্বে কৃষক সৈন্যদের সাহসিক কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। সেই অভিযানগুলির সাথে কাহিনীকথকের 'সুয়ান হো আমলের কাহিনী'র পাণ্ডুলিপির মিল রয়েছে। কিন্তু অসংখ্য লোকচিত্র-শিল্পীর হাতের ছোঁয়ার উন্নত এই গল্পটিও মনে হয় সেই মহৎ লেখক শি নাই-আন্ দ্বারা পুনর্লিখিত হয়েছে। মনে করা হয় যে তিনিই এটিকে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত এক চিরায়ত সাহিত্যে উন্নীত করে তুলেছিলেন। শি নাই-আন ছিলেন পাই চু অর্থাৎ অধুনা কিয়াংসুর অধিবাসী। তিনি আনুমানিক ১২৯৬ থেকে ১৩৭০ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর অনূদিত 'জলের দাগ' পরবর্তী লেখকদের হাতে আরও বিকশিত হয়েছে —কখনও কখনও অবশ্য বিকৃতিও ঘটেছে।

এই মহাকাব্য-সদৃশ উপন্যাসটিতে ১০৮ জন বীরপুরুষ আছেন। অধিকাংশই কৃষক, জেলে বা অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণ, কিন্তু কয়েকজন ছোটখাটো কর্মচারী, সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক, বণিক, পণ্ডিত বা এমনকি উচ্চতর মহলের দ্বারা নিপীড়িত ভূস্বামী সম্প্রদায়ও আছেন। এরা সকলেই বলিষ্ঠ চরিত্র, তীব্র বিচারশক্তি সম্পন্ন ও অসমসাহসিক, আমৃত্যু লড়তে সক্ষম এবং ঠিক-বেঠিক, শত্রু-মিত্র স্পষ্ট করে তফাৎ করতে পারেন। তবু এই সমস্ত বে-আইনী বিষয়গুলি বলতে গিয়ে লেখক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এক একটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিমানুষের চিত্র এঁকেছেন। সুঙ চিয়াং, উ ইউঙ এবং লিয়াঙশেনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন ধরণের মেজাজ রয়েছে। সুঙ চিয়াং কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ, দয়ার্দ্র ও সৎ এবং তাঁর খ্যাতি এত বেশী যে লোকে তাঁকে সেবা করতে পেয়ে ধন্য হয়। প্রথমে তিনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মান্য করতেন এবং পোষণ করতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন হয় এবং তিনি বিদ্রোহ করবেন স্থির করেন। তাঁর বিচক্ষণ রণকৌশলের ফলেই বিদ্রোহীরা পাহাড়ে একটা শক্ত বিদ্রোহের ঘাঁটি করতে সক্ষম হয়েছিল। যতদিন না তিনি এক সাম্রাজ্যবাদী সন্ধিপত্রে আত্মসমর্পণ করলেন ততদিন এটা টিকে ছিল। এর ফলে কৃষকদের যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হচ্ছিল তা ধ্বংস হল। এই সন্ধিচুক্তি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ উপন্যাসটিতে রয়েছে। উ ইউঙ কৃষক সেনাবাহিনীর রণকৌশলের রচয়িতা। এই কৌশলী মানুষটির বিচক্ষণতার ফলে একাদিক্রমে অনেকগুলি বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সহায়তার ফলেই লিয়াংশানে বিদ্রোহীদের ঘাঁটী তৈরী হয়েছিল। তিনি লড়াইয়ের অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করতেন এবং কখনও কখনও বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিতর্কের সৃষ্টি হত, তিনি তার নিরসন করতেন। যখন সন্ধির প্রস্তাব হল তিনি আপোষ করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু যখন সুঙ চিয়াং মারা গেলেন তিনি তাঁর নেতার কবরের পাশে আত্মহত্যা করলেন। এই বইটিতে আরো অনেক চমৎকার চরিত্র রয়েছে যথা লি কুয়েই, উ সুঙ এবং লু চি-শেন। লি কুয়েই একজন সত্যিকার কৃষক ; সরল, নির্বোধ, দয়ালু এবং নিষ্ঠাবান। তাঁর প্রতিটি ইঙ্গিই হচ্ছে বিদ্রোহ। তাঁর সঙ্গীদের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং শত্রুর প্রতি তাঁর ছিল ক্ষমাহীন ঘৃণা ; কিন্তু তাঁর সারল্য হচ্ছে কর্কশভাবের সঙ্গে মেশানো। উ সুঙ

লোহমানবসদৃশ, প্রচন্ড সাহস আর শক্তির অধিকারী। শাসকশ্রেণী সম্পর্কে তাঁর মোহ একবার ভেঙে গেলে তিনি প্রতিশোধের উদগ্র স্পৃহায় শেষ পর্যন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। লু চি-শেন আর এক অতুলনীয় যোদ্ধা। উগ্রমস্তিষ্ক, বিশ্বস্ত এবং দুর্বলের রক্ষাকর্তা এই মানুষটি কৃষক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে ছুটে যান। লেখকের চরিত্রচিত্রণ এত চমৎকার যে এখনও সুঙ চিয়াং, লি কুয়েই এবং এধরণের অন্যান্য বীরদের চরিত্র লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়ে সজীব রয়েছে।

অপরূপ চরিত্রচিত্রণ ছাড়াও 'জলের দাগ' আমাদের অনেকগুলি অবিস্মরণীয় দৃশ্য পরিবেশন করেছে, যথা 'কৌশলে উপহার গ্রহণ', 'নগর অভিযান ও দখল', 'চু পরিবারের গ্রামে তিনটি অভিযান', 'লু চি-শেন উতাই পাহাড় লন্ডভন্ড করল', 'লিন চেঙ এক বরফ পড়া রাতে পাহাড়ে উঠল' এবং 'উ সুঙ চিঙইয়াং গিরিখাতে বাঘ মারল'। উদাহরণস্বরূপ, 'কৌশলে উপহার গ্রহণ' দৃশ্যটিতে কেমন করে লোভী, অসৎ অফিসারটি তার পূর্বদেশের রাজধানীতে নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য প্রহরীকে পাঠাচ্ছে এবং চাও কাই ও আরো সাতজন গাঁট্টাগোট্টা লোক কেমন করে অন্যায়ভাবে পাওয়া ঐ উপহারের ধনরত্ন কেড়ে নেবার জন্য বণিকের ছদ্মবেশ ধরল—এই সবের বর্ণনা রয়েছে।

—'একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে যখন শ্রান্ত প্রহরীরা পাহাড়ের উপর বসে ঘামছিল, তখন অষ্টম শয়তান পাই শেঙও এসে হাজির হল। আধ বাটি ভাত খেতে যে সময় লাগে তারও অর্ধেক সময়ের মধ্যে একটি লোককে দূরে থেকে আসতে দেখা গেল, সে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসতে থাকল। গানটি এই রকম—

লাল সূর্যটা যেন অগ্নি গোলক
পুড়িয়ে দিয়েছে প্রতিটি প্রশাখা পাতা ;
মজুরের প্রাণ জ্বলছে যদিও জ্বলুক
তরুণ প্রভুকে হাওয়া দিতে হবে মাথায় উঁচিয়ে ছাতা।

লোকটি গিরিখাত বেয়ে উঠে এল। তারপর পাইন গাছে বালতি দুটি ঝুলিয়ে দিয়ে নীচে বসল। (অনু. ১৬)

বুদ্ধির লড়াইয়ের পর, প্রহরীদের ওপর সেই মদের প্রভাব পড়তে থাকল এবং দস্যুরা সেই উপহারের ধনরত্ন কেড়ে নিল। এখানে লেখক উ ইয়ুঙ বিদ্রোহীদের চাতুর্য ও কৌশল দেখাচ্ছেন আর পাই শেং-এর ছোট্ট গানটিতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

'তিন রাজত্বের রোমান্স' লো কুয়ান চুঙ-এর প্রতি উৎসর্গীকৃত। এর বিষয়বস্তু গল্পকথকদের পান্ডুলিপির উপর লেখককে নির্ভরশীল করে তুলেছিল বলে মনে হয়। লো কুয়ান চুঙ ছিলেন চিয়েনতাঙ (কেউ বলেন তাইয়ুআন) এর অধিবাসী। মনে হয় তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। পরবর্তীকালের লেখকেরা তাঁর রচনার উপর কলম চালিয়েছেন।

এই উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে তৃতীয় শতকের সেই উত্তেজক বা বিপর্যয়কর

দিনগুলির কথা, যখন চীন তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এতে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ ও গোপন দ্বন্দ্ব এবং সমকালীন নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তার পরিচয়। লিউ পেই একজন নেতা হিসেবে চিত্রিত। তিনি একজন দেশপ্রেমিকও বটে। আর বীর কুয়ান য়ু এবং চ্যাঙ ফেই পাঠকের কল্পনা শক্তিকে প্রবলভাবে আবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। 'পীচ বাগানের দৃশ্যে' তারা কিভাবে লিউ পেই এর পাতানো ভাই হল তা চীনের প্রত্যেক গৃহস্থের কাছে খুব চেনা মনে হয়। চুকে লিয়াং-এর মধ্যে চালাকী ও তীক্ষ্নবুদ্ধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সে জীবনের অন্তর্ভেদ করে দেখতে পায়, তাছাড়া সে অপূর্ব বিচারশক্তির অধিকারী এবং আকস্মিক পরিবর্তনকে কৌশলে মানিয়ে নিতে পারে এবং স্বদেশকে সুদৃঢ় দেখতে চায়। সে সহনশীল ও উদার এবং যা কিছু করে তা সতর্কতা ও দায়িত্বের সাথেই করে এবং বিশেষত ছোট বড়ো যাবতীয় বিষয়ে তার অব্যর্থ ভবিষ্যৎদৃষ্টি অপূর্ব। লিউ পেই এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারে তারা দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে—

লিউ পেই বলল : 'মহাশয়, আপনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বিস্ময়কর। আপনি কেমন করে দেশের মধ্যে আটকে থেকে আপনার সমগ্র জীবন কাটাবেন? জনগণের প্রতি সদয় হোন, আমার অজ্ঞতা দূর করতে কি করব দয়া করে আপনি তার নির্দেশ দিন।'

চুকে লিয়াং স্মিতহাস্যে বললেন : সেনাপতি, আপনার জীবনের লক্ষ্য কি?

লিউ পেই অন্য সকলকে বাইরে যেতে বলে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন—'হান্ রাজবংশের পতন হচ্ছে, বদমায়েশ মন্ত্রীরা কার্যতঃ ক্ষমতা দখল করেছে। যদিও আমি দুর্বল, তবু আমার ইচ্ছা, সারা রাজ্য জুড়ে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করি; কিন্তু আমার জ্ঞান এতই সীমিত যে আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে তা করব। মহাশয়, আপনি যদি আমার অন্ধকার দূর করেন এবং ভুল পথ থেকে আমাকে রক্ষা করেন, তাহলে আমি এতই কৃতজ্ঞ হব যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।' (অনু ৩৮)

তারপর ইতিহাসখ্যাত সেই দৃশ্যটি, যেখানে চুকে লিয়াং দেশের পরিস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ লিউ পেইকে জানাচ্ছে এবং বলছে যে ৎসাও ৎসাও বা সুন্ চুআন ও তার দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করা সহজ কাজ হবে না, যদি না দুই ক্ষুদ্রতর প্রধানকে আগে পরাস্ত করা যায়।

চুকে লিয়াং কিছুক্ষণ থামলেন তারপর ভৃত্যকে একটা মানচিত্র আনতে বললেন। সেটি যখন দেওয়ালে টাঙানো হল, তিনি সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। বললেন : যে চুআনে ৫৪টি জেলা রয়েছে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ, আপনাদের বিজয়লাভ করতে হলে, ৎসাও ৎসাওকে উত্তরদিকে ঠেলে দিতে হবে এবং সান্ চুয়ানকে দক্ষিণে; কিন্তু জনগণের মন জয় করতে পারলে তবেই জিততে পারবেন। প্রথমে চিং চাওকে সদর দপ্তর করুন, তারপর পশ্চিমদিকে ঘাঁটি গড়ে তুলুন। একবার যদি এই তিনদিক ঘিরে ফেলতে পারেন তারপর আপনারা গোটা সাম্রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করতে পারবেন।

লিউ পেই যখন এই কথা শুনলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং করজোড়ে নমস্কার

করে বললেন : মহাশয়, আপনার কথায় আমার মেঘ উড়ে গেছে এবং পরিষ্কার আকাশ আমি দেখতে পাচ্ছি…… ।

এইভাবে একটি বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে যিনি কখনও নিজের ঘর ছেড়ে বের হন নি, সেই চুকে লিয়াং মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলেন দেশটা তিন টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। বাস্তবিক, সমগ্র ইতিহাসে তাঁর সমকক্ষ কোথাও দেখা যাবে না। (অনু ৩৮)

কেমন উদগ্রীব হয়ে লিউ পেই প্রতিভাধর মানুষ খুঁজতেন, এখানে লেখক যে তাই ফুটিয়ে তুলেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি সেই স্বদেশীয়দেরও জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন যাঁরা অপূর্ব রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হতে পারতেন। পাশাপাশি ৎসাও ৎসাওকে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে এক অতিকায় শয়তান হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে 'তিন রাজত্বের রোমান্স' এক বিশাল ক্যানভাস, যাতে সেই সামন্ততন্ত্রের আমলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যকার লড়াই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সূক্ষ্মভাবে বাণীরূপ দেওয়া হয়েছে। এই চিরায়ত সৃষ্টি উত্তরপুরুষদের ওপর এক প্রচন্ড স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। যদি এতে কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে কয়েকটি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের বাছাই-এর ত্রুটি এবং ভাষার একটা আপাত গদ্যভাব।

এবার আমরা মিঙ আমলের প্রথম দিকের গদ্য ও পদ্যের বিষয়ে আসি।

এই সময়কার সাহিত্য বিবদমান দুটি ধারার সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। তাঙ ও সুঙ আমলে উদ্ভূত চিরায়ত ভাষা ধাপে ধাপে এত নীচে নেমে গিয়েছিল যে অনেক লেখক তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য চৌ, চিন ও পশ্চিমা হান্ আমলের গদ্যের অনুশীলন শুরু করেছিলেন। এই ধারাটি লি মেঙ-ইয়াং ও হো চিঙ মিং-এর নেতৃত্বে 'প্রথম সাতজন' এবং লি পান-লু ও ওয়াঙ শি-চেনের নেতৃত্বে 'পরের সাতজন' নামে অভিহিত। কাব্যের জগতে তাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঙ কবিদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তাঁদের কিছু কিছু রচনায় একটা প্রাচীনের ভেজাল ভাব রয়েছে, তবু এই লেখকদের অধিকাংশেরই বিচারবুদ্ধি ছিল এবং সমকালীন জীবনের সংস্পর্শে তাঁরা থেকেছেন। এইভাবে লি পান-লুঙ তাঁর 'চ্যাঙ-পে-শাওকে বিদায়', 'লিঙ চাঙ-এর জেলা শিক্ষক' প্রভৃতিতে আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপর আলোকপাত করেছেন।

বড়ো বড়ো অফিসারেরা আজ আর দেশের স্বার্থে কোনো কাজে উদ্যোগ নেন না ; তাঁদের অধীনস্থদেরও নানারকম দ্বিধা রয়েছে এবং রয়েছে উদ্যমেরও অভাব ; সবচেয়ে নীচুতলার কর্মচারীরাও সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির জন্য বিশেষ কোনো কাজে আসে না, এমন কি প্রতিভাধর অফিসারেরাও কেবলমাত্র আমলা হয়ে রইলেন, তাঁদের কাজকর্মের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলেন না এবং জনগণের প্রদত্ত বেতন নিয়ে সেবক ভৃত্য হয়ে রইলেন ;

যারা চিন্ ও হান্ আমলের গদ্যের অনুকরণ করতেন, কুয়েই য়ু-কুয়াঙ, তাঙ শুন-চি এবং অন্যান্যরা তাঁদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁদের বদলে হান্ য়ু এবং লিউ ৎসুঙ-ইউয়ানের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে ভাষা হবে সরল ও স্পষ্ট, এজন্য বিশেষতঃ কুয়েই য়ু-কুয়াঙ এর রচনা জনপ্রিয়

হয়েছে। কুয়েই য়ু-কুয়াঙ (১৫০৬-৭১) ছিলেন কিয়াংসুর কুনশানের অধিবাসী। তিনি দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনায় ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, 'শীতের ফুলের মৃত্যু'—

আমার স্ত্রীর যৌতুকের অংশ হিসেবে যে মেয়েটিকে পেয়েছিলাম চিআ চিঙ যুগের তিং য়ু (১৫৩৭ খৃঃ) বছরের পঞ্চম মাসের চতুর্থ দিনে সে মারা গেল এবং দেশের মধ্যেই তাকে কবর দেওয়া হল। অদৃষ্ট তাকে আর আমাদের সেবা করতে দিল না। যখন সে আমাদের এখানে কাজে যোগ দিয়েছিল, তখন তার দশ বছর বয়স। গাঢ় সবুজ পোশাক পরত আর জোড়া বিনুনি করত। একদিন শীতের সময় সে আগুন জেবলে একটা ছোট্ট পাত্রে পানিফল ভর্তি করে রাখছিল। আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে এসে তাকে তা থেকে কয়েকটা দিতে বললাম, সে কিন্তু আমাকে একটাও দিল না। এজন্যে আমার স্ত্রী তাকে উপহাস করল। যখন আমাদের সাথে টেবিলে বসে খাবার জন্য আমার স্ত্রী তাকে অনুরোধ করল, সে রাজী হল। তার চোখগুলি ড্যাব-ড্যাব করছিল আর আমার স্ত্রী ওকে উত্যক্ত করছিল। কিন্তু এ সবকিছুই দশ বছর আগেকার কথা। হায়, তার কথা ভাবলে কষ্ট হয়!

তাঙ শুন-চি এবং কুয়েই য়ু-কুয়াঙের গদ্য পাকু রচনাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। যাইহোক, তার মধ্যে কিছুটা সীমাবদ্ধতাও আরোপিত ছিল।

মিঙ আমলের প্রথমদিককার কয়েকজন 'সান্ চু' লেখকও উল্লেখের দাবী রাখেন, বিশেষত ওয়াঙ পান্ ও ফেঙ উয়েই-মিন। ওয়াঙ পান ছিলেন কিয়াংসুর কাওয়ু-এর অধিবাসী। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি তাঁর জন্ম এবং ষোড়শ শতকের গোড়ায় তাঁর মৃত্যু। তিনি দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যবিষয়ক মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন—

চারণভূমিতে গো-মহিষ যেন চিত্রবৎ,
চন্দ্রালোকিত রাত্রিটি যেন উজ্বল এক দিন।
এই সন্ধ্যায় আমরা রয়েছি নীল চাঁদোয়ার তলে
জেলের ফতুয়া শরীরে জড়িয়ে তারাদের পদতলে।

তাঁর সব কবিতা খুব মনোহর নয়, কারণ তিনি এ রকম কবিতাও লিখেছেন—

উৎসব ধ্বনি বাজে ঢং ঢং
হাজার গৃহস্থ মনে নেই রং
হাজার দুঃখে কাতর। [লণ্ঠন উৎসব]

'এক বিরাট তুষারপাত' এর ন্যায় কবিতায় আমরা দেখি যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সারা দেশ জুড়ে দুঃখের বীজ বুনে চলে তাদের তিনি কি প্রচন্ড পরিমাণ ঘৃণা করেন।

ফেঙ উয়েই-মিন (১৫১১—১৫৮০?) ছিলেন শান্টুংএর লিঞ্চুর অধিবাসী। যুবক বয়সে তিনি একজন অফিসার হতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু যেহেতু রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতে সায় দিচ্ছিল না, তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি চার শতাধিক 'সান চু' লিখেছিলেন। তার বেশীর ভাগই সামাজিক তাৎপর্যে

মণ্ডিত ছিল। ফলে 'অফিস থেকে অবসর নিয়ে'-র মধ্যে সমকালীন আইন আদালতের উপর আলোকপাত করা হয়েছে—

তাঁকে মন্দ বললে কেউ, তখুনি দুঃখ জানায়
তাকে ক্রুদ্ধ করলে কেউ, সেদিনই তার লয় ;
আইন-মানা সুনাগরিক কোথায়ই বা পালায়।
দেশকে যারা ভালবাসে তারা দেশের মানুষজন
তারাই—আঘাত পায়
এখন বলো বিচার পাবে কারা ?

দুর্নীতি তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে, তাই তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতা 'স্বর্গ-নরক'-এ তিনি ঘুষকে নরকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন—

যাদের অর্থ আছে তারা অবশ্যই এটা আনবে তাড়াতাড়ি ;
যাদের তা নেই তাদের করতে হবে না সতর্ক ;
তোমার শাস্তি মকুব করে নেবার অন্য পথও আছে।
আমার সাঁকোটা বানাবার জন্য একটা সোনা বা রুপোর ইঁট দাও,
আমার উনানের পাশে রাখা জালাটার জন্য তেল দাও।
কিংবা দাও কিছু জ্বালানী
যা দিয়ে ক্যাঙটা* গরম রাখতে পারি
যদি তা না দিতে পারো
তোমার গায়ের জামাটাই আমাকে দাও।

ফেঙ উয়েই-মিন গ্রামীণ জীবনে এবং কৃষিকাজে খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। একবার সময়মত বৃষ্টিপাতে খুশী হয়ে তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন—

পী আর বীজ ফুলেরা সকলে ফুটেছে
সোনালী কুমড়ো দুলছে মাচার তলে।
[মৌসুমী বৃষ্টি]

কয়েকজন লেখক কৃষকদের মাঝে পুরোপুরি নিজেদের সত্বা মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন, যথা ফেঙ উয়েই-মিন। তাঁর ভাষা চলতি কথ্য এবং সেজন্য সজীব, সতেজ, সংক্ষিপ্ত। তাঁর দীর্ঘ কবিতাগুলি সুগঠিত, যুক্তিসহ উপস্থাপিত এবং তেজোদ্দীপ্ত। এই সমস্ত বিষয়গুলি তাঁর রচনাকে এক বিশেষ পৌরুষমণ্ডিত করে তুলেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে 'জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার গল্প,' 'জনগণকে হুঁশিয়ার করার গল্প' এবং 'জনগণকে জাগানোর গল্প' শীর্ষক তিনটি গল্প সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পায়। তিনটিরই সংকলক ফেঙ মেঙ লঙ (১৫৭৪-১৬৪৫) নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি। জিয়াংসু প্রদেশের উনিয়ান জেলায় তাঁর জন্ম। তিনি সেখানকার জেলা শাসকও হয়েছিলেন। মিঙ রাজবংশের পতনের পর মনোকষ্টে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। চীনদেশে

---

* ক্যাঙ এক ধরনের ইঁটের তৈরী চুল্লী। ঘর গরম করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কৌতুক ও স্নেহ আদায় করে নেয়। হিউয়ান ৎসাঙ ঐতিহাসিক চরিত্র; তার প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার মানসিক দৃঢ়তাকে এবং তার দয়া ও নিষ্ঠাকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক প্রশংসনীয়ভাবে সফল হয়েছেন, যদি ও কখনও কখনও কিছুটা কঠিন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনে হয়েছে।

এই চরিত্রগুলি আঁকার সময় উ চেঙ-এন সমকালীন সমাজের তীব্র দ্বন্দ্ব, শাসকদের হাতে বিদ্রোহী দলন, সরকারের দুর্নীতি এবং অফিসারদের লোভ ও নির্বুদ্ধিতাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সংযত সমাজ সমালোচনা ও ব্যঙ্গ এই অমর চিরায়ত সাহিত্যের মধ্যে হাস্যরসের সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

অনুমান করা হয় যে 'চিন পেঙ মেই' রচিত হয়েছিল শান্টুং-এর এক অধিবাসীর দ্বারা, যিনি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। মুখ্য চরিত্রটি, সিমেন চিঙ ছিল চিংহোর এক বণিক। তার ঘর-গৃহস্থালীর কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসটি সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের একটা চিত্র তুলে ধরে। আমরা দেখতে পাই, মিঙ আমলের বণিকদের প্রচেষ্টাসমূহ, শহরের মানুষ ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ধনবান ও শক্তিমানদের নিষ্ঠুরতা ও অধঃপতন। সিমেন চিঙকে জীবন্ত করে আঁকা হয়েছে—এক নীতিজ্ঞানহীন লম্পট যে সম্পত্তি কেনাবেচা ও বাণিজ্যের সাহায্যে ভাগ্য ফিরিয়েছে। সবগুলি নারীচরিত্রের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'সোনালী পদ্ম' তার মধ্যে বিশেষ একটি। 'য়ু ইউয়ে-নিয়াঙ' সরল এবং দুর্বল, 'লি পিঙ-এর' সদাসতর্ক এবং 'সোনালী পদ্ম' কোপনস্বভাবা চক্রান্তপ্রিয় নারী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অশ্লীল অনুচ্ছেদ যুক্ত থাকায় এই অপূর্ব রচনাটি কলঙ্কিত হয়েছে।

এই দুটি চিরায়ত সাহিত্য এবং আগেকার 'জলের দাগ' ও 'তিন রাজত্বের রোমান্স' হচ্ছে মিঙ আমলের চারটি মহৎ উপন্যাস।

মিঙ আমলের নাট্যকারেরা ইউয়ান আমলের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আগেকার নাটকগুলির বেশীর ভাগই লোক-কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং এগুলি যদি কখনও জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় বা গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হত, তাহলে লেখক জনগণের রুচি অনুযায়ী কোনো কোনো অনুচ্ছেদ বা চরিত্র বদলে দিতেন। যাইহোক, পরবর্তীকালের নাটকগুলির বেশীর ভাগের বিষয়বস্তু ছিল কেবলমাত্র পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করার মত। বিষয় বদলে গেলে তার সাথে সাথে ভাবধারাটাও সেইমত প্রকাশ পেতে থাকল। চিন্তার ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা দেখা গেল। বাস্তবিক, আমরা সন্ন্যাসী-শাসকদের এবং যোগ্য মন্ত্রীদের সময়োচিত চিন্তাভাবনায় প্রায়ই কৌতুকবোধ করি। আঙ্গিক, ভাষা ও সঙ্গীতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করি, যা এই আমলের শেষদিকে আরো লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এই আমলের প্রধান নাট্যকারেরা হলেন সু ওয়েই, ইয়ে সিয়েন-ৎসু, চেন য়ু-চিআও এবং মেঙ চেঙ-শুন।

সবচেয়ে বিখ্যাত সু ওয়েই ছিলেন চেকিয়াং অর্থাৎ অধুনা শাওসিঙ-এর অধিবাসী। তিনি ১৫২১ থেকে ১৫৯৩ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁর নাটকগুলিতে চীনের গণতান্ত্রিক

ভাবধারার অগ্রগতি খুবই স্পষ্ট ; তা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরোধিতা করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুরুত্বের ওপর জোর দেয় এবং মুক্তির দাবী উচ্চারণ করে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে 'মুলানের কাহিনী,' 'সফল নারী প্রার্থী' এবং তীব্র বিপ্লবী মেজাজের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক। এগুলি নিষ্ঠুরতা, অফিসারদের অর্থলিপ্সা এবং মঠমন্দিরের ভণ্ডামীপূর্ণ কঠোর আইনকানুনকে উপহাস করে এবং সক্ষম মহিলাদের কর্তৃত্বকে প্রতিহত করার কাজে রত পণ্ডিতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। কথোপকথন জীবন্ত, বাস্তব এবং উদ্দীপক। যদিও পুরোপুরি সাধারণ কথাবার্তার ভাষা নয়, তবু তা হচ্ছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী। দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের পর তা লেখকের অর্জিত। সু ওয়েই অনেকগুলি প্রচলিত ধারা ও আঙ্গিককে আমল দেননি। যথা, গানের সাথে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার। তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তুও দুর্বল, কারণ তাঁর নাটকগুলি মূলতঃ কাব্যনাট্য।

মিঙ আমলের মাঝামাঝির পর থেকে 'চুয়ান চি'-তেও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। লোক-কাহিনীগুলি আর বিষয়বস্তুপ্রধান থাকল না এবং লেখকেরা প্রায়ই ইতিহাস বা সমসাময়িক জীবন থেকে বিষয়বস্তু বাছাই করতে থাকলেন। সবচেয়ে পরিচিত নাট্যকারেরা হলেন লিয়াং চেন-য়ু, শেন চিঙ, তাঙ সিয়েন-ৎসু, কাও লিয়েন, সান্ জেন-জু এবং লি য়ু—তার মধ্যে আবার তাঙ সিয়েন ৎসু এবং লি য়ু-র স্থান সর্বোচ্চে।

তাঙ সিয়েন-ৎসু (১৫৫০—১৬১৭) ছিলেন কিয়াংসুর অন্তর্গত লিনচুআনের অধিবাসী। তিনি ছিলেন একজন সাহসী কর্মচারী ঃ ক্ষমতাশালী ও উঁচুতলার লোকদের চটাতে ভয় পেতেন না। তিনি সমকালীন গণতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান রচনাবলী হচ্ছে ঃ 'দক্ষিণের করদ রাজ্যের রাজ্যপাল, 'লাল টুকটুকে চুলের কাঁটা' এবং 'পিওনী চন্দ্রাতপ*'।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'পিওনী চন্দ্রাতপ' সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ। এতে তাঙ সিয়েন-ৎসু সামন্তপ্রভুদের পরিবারে শিক্ষার ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেছেন এবং মরণজয়ী প্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর নায়িকা তু লি-নিয়াঙ এক ইঙ্গিতবহ চরিত্র, কারণ সে প্রেম এবং সুখ থেকে বঞ্চিত মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করছে। সে আবেগের সাথে গায় ঃ

মজা কুয়ো ও জীর্ণ দেয়ালে দেয়ালে
খয়েরী ও লালে কী অপরূপ রংবাহার !
এই সকালের কী যে যাদুকরী দৃশ্য—
এ বসন্তে বলো কে বা আর হাসে খেলে ?...
কুয়াশার ঢেউ, ঝোড়ো-হাওয়া-জলে
সবুজ বনানী, নদীতে নায়ের ওপরে
ঢেউ তুলে মেঘ ডাকছে শুধুই সকাল সন্ধ্যাবেলা ;

* পিওনী—একটি ফুলের নাম।

রেশমী পর্দার আড়ালে রয়েছে যারা
অপরূপ এই ঋতু জো তাদেরই খেলা। (মেয়েটির স্বপ্ন)

বসন্তের জন্য হা-হুতাশ তার মত হাজার জনের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। আসলে সেটা তার নিজেরই বিলাপ। প্রাচীন থিয়েটারের মধ্যে সে প্রেমের নায়িকা হিসেবে সবচেয়ে সেরা হয়ে উঠেছিল। তার কাহিনী অসংখ্য পাঠককে উৎসাহিত করেছে, বিশেষতঃ যুবকদের এবং সুখের জন্য সংগ্রামে তাদের সাহস জুগিয়েছে। এই নাটকের উৎকর্ষের জন্য ভাষার সৌন্দর্য ও সজীবতাই বিশেষভাবে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

তাঙ সিয়েন-ৎসু-র অন্যান্য রচনা 'পিওনী চন্দ্রাতপ'-এর চেয়ে নিকৃষ্ট হলেও তার মধ্যে বিপ্লবের একই সতেজ ভাব অনুভূত হয়। অমরত্বের, ভূত-প্রেতের আর স্বপ্ন-লোকের বর্ণনার অন্তঃস্থলে রয়েছে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং তার ফলেই তাঁর রচনার শিরায় শিরায় ব্যঙ্গের কশাঘাত লক্ষ্য করা যায়।

লি য়ু (১৫৯০—১৬৬০ ?) ছিলেন সুচাউ-এর অধিবাসী। তাঁর প্রায় ত্রিশটি রচনা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাগ্রে লেখা 'রাজভক্ত নাগরিক'। মিঙ আমলের শেষ দিকে শয়তান উয়েই চুং-সিয়েন ও তার অনুচরদের সাথে সংঘর্ষে সুচাউ-এর নাগরিকরা এবং তাদের মিত্ররা যে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় রেখেছে এই নাটকে তারই বর্ণনা রয়েছে। সতেজ ভংগীতে লেখক জনগণের ক্রোধকে বর্ণনা করেছেন :

যে ক্রোধ ছড়ালো সুচাও-এর থেকে সারাদেশে
ইতিহাসে নেই তুলনা।
জনতার ঘৃণা
দমানো যাবে না, যাবে না ;
আর কিছু নেই তাকে যে করবে রোধ।
আমলারা সব নেকড়ের মত বাঘের মতই ভয়ংকর
গণ-গর্জনে বিচারের দাবী স্বর্গ মর্ত্য কাঁপায় ;
এই কালো মেঘ কেটে যাবে সত্বর।

এই দাংগার সময় যেহেতু লি য়ু-এর বয়স ছিল ত্রিশের উধের, তিনি নিজেই এতে স্বচ্ছন্দে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। ১৬০১ সালে সুচাউতে কর প্রতিরোধে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ উপলক্ষে রচিত, 'করের বোঝার বিরুদ্ধে সংগ্রাম'। এগুলি মিঙ আমলের শ্রেষ্ঠ চু আন-চি-এর কিছু নিদর্শন। এতে সমকালীন যুগের সবচেয়ে জ্বলন্ত বিষয়ই স্থান পেত এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রতী ছিল। ইউয়ান হুঙ-তাও-এর মতো মিঙ আমলের পরবর্তী অন্যান্য লেখকদের নামও করা উচিত। তিনি প্রাচীনের অনুকরণের বিরোধিতা করতেন, এমনকি গান, বীণা সহযোগে গাথা, ড্রাম সহযোগে গাথা প্রভৃতি জনপ্রিয় বিষয়গুলির অনুকরণেও তাঁর আপত্তি ছিল। রচনাগুলিকে লিখিত আকার দেবার সময় গল্পকথকের পুঁথির শৈলী অনেকাংশে অনুসৃত হয়েছে।

এর আগে যে দাসসুলভ অনুকরণপ্রবৃত্তি প্রাচীনদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এখন তা অনেক পণ্ডিতের বিশেষতঃ ইউয়ান ৎসুঙ-তাও, ইউয়ান হুঙ-তাও এবং ইউয়ান

চুঙ-তাও নামক তিন ভাইয়ের বিরোধিতা জাগিয়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে মেজ ভাই ইউয়ান হুঙ-তাও (১৫৬৮-১৬১০) চীনের সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন লি ঝোউ (১৫২৭-১৬০২) নামক এক বিদ্রোহী মানসিকতার লেখকের শিষ্য। লির মতবাদ ছিল, 'কনফুসিয়াসকে অনুসরণ করবে, তবে তাঁর ভাল-মন্দ বিচার করে।' লির প্রভাব ইউয়ানের উপর খুব বেশি পড়েছিল। তিনি উঝিয়ানের জেলা শাসক হয়েছিল, কিন্তু দুর্নীতির প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন।

সেই সময়কার গণতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই তিন ভাই চিরায়ত প্রাচীন লেখকদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন এবং প্রাচীন প্রবচনগুলির ব্যবহারের নিন্দা করতেন এই বিশ্বাসে যে লেখকেরা নিজস্ব শৈলীর চর্চায় ব্রতী হবেন। তাঁরা সরল এবং স্বাভাবিক ভাষায় স্বাধীন মতামত ও অসংযত আবেগ প্রকাশ করেছেন।

'তারা জঞ্জাল চিবোতে চিবোতে বিষ্ঠার ঢিবির উপর বসে থাকে। এখনকার সুচাউ-এর অবশিষ্ট বেশীরভাগ পরিবারের সৎ মানুষদের আঘাত করার জন্য ক্ষমতাবান মুরুব্বিদের অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। কয়েকটি একঘেয়ে জীবন-কাহিনী মনে রেখে তারা তাদের বিশাল জ্ঞানের জন্য গর্ববোধ করে। একটা কি দুটো কায়দা দেখিয়ে তারা নিজেদের কবি বলে জাহির করে।'

[এক বন্ধুকে লেখা ইউয়ান হুঙ-তাও-এর চিঠি]

এই সময়কার লেখক-চোরদের প্রতি এটা এক নিষ্ঠুর আঘাতের উদাহরণ! যেহেতু এই রচনাগুলির কয়েকটি অন্তঃসারশূন্য ও অশ্লীল, চুঙ সিঙ, তান ইউয়ান-চুন এবং অন্যান্যেরা এই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্য সুদূরপ্রসারী প্রকাশভঙ্গী ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু এটা কোনো আদর্শ সমাধান নয়, তাঁদের রচনাতেও বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। কেবলমাত্র চ্যাং তাই দুই ধারার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলিকে মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন। চীন যখন মাঞ্চুদের কবলিত, তখন তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। পাহাড়ের গহন প্রদেশে বাস করতে হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য 'তাও আন-এর স্মৃতিকথা' ও অন্যান্য রচনাবলী রেখে গিয়েছেন।

'সিআও চু' হচ্ছে মিঙ আমলের জনপ্রিয় সংগীত। দক্ষিণের বা উত্তরের সংগীতে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। এর বেশীর ভাগই লোকশিল্পীদের রচিত। যেহেতু লোকে এই গান ভালোবাসত, সেজন্য তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বেশীর ভাগ অংশে রয়েছে সততা ও সারল্যময় প্রেম অথবা চিরন্তন প্রেমিকদের দুঃখকষ্টের বর্ণনা—

মুক্তোর মত শিশিরবিন্দু পদ্মপাতার পরে
বোকার মতই চেয়েছি তাদের মাথায় রাখতে ধরে!
তুমি চঞ্চল যেন স্রোতধারা
ভাঁটায় হারিয়ে জোয়ারের মুখে ফেরা
হে নিষ্ঠুরা-প্রিয়া, বিশ্রামহীনা
ব্যথা দিয়ে তুমি বাতাসেই হও লীনা

এই গানগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরল, সহজ, অন্তরঙ্গ ভাষা। সমকালীন যে বিদগ্ধ

পাঠকেরা এগুলি পড়তেন, তাঁরা 'সান্ চু'-এর ক্রমবর্ধমান কৃত্রিমতাকে এর সাহায্য অতিক্রম করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিলেন।

ড্রাম সহযোগে এবং বীণা সহযোগে গাথাগুলি ছিল আবৃত্তি ও গানের সংমিশ্রণ। ড্রাম সহ গাথা ছিল উত্তরে জনপ্রিয় আর বীণা সহযোগে গাথা দক্ষিণে। শেষেরটির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে ইয়াং শেনের 'একুশ রাজত্বের গাথা।' ড্রাম সহযোগে বেশ কয়েকটি ভালো গাথাও রয়েছে, চিআ য়িঙ-চুঙের 'অতিক্রান্ত সময়ের গাথা' ইতিহাসের গোঁড়ামিপূর্ণ ভাষ্যের প্রতি সন্দেহ জাগায় এবং শাসকশ্রেণীর কতকগুলি মিথ্যাচারকে যুক্তি সহযোগে খণ্ডন করে। মিঙ আমলের শেষ ও চিঙ আমলের গোড়ার দিকে কুয়েই চুয়াঙ 'চিরন্তন দুঃখ' নামক ড্রামসহযোগে গাথার কাছাকাছি ধরণের একটি রচনা লিখেছিলেন, তাতে মোঙ্গল রাজত্বের উৎখাতকে প্রশংসা করেছিলেন এবং যে বিশ্বাঘাতকেরা স্বদেশকে মাঞ্চুদের হাতে বেচে দিয়েছিল তাদের তিরস্কার করেছিলেন। তিনি কন্‌ফুসিয়াস ও মেনসিয়াস সহ সাধু ও নামী পুরুষদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন—

> কী হাস্যকর যে ঐ বুড়ো ঠগ কন্‌ফুসিয়াস
> বারো কুড়ি সাল আগে মরে ভূত
> হাড়ের পরে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে চলে!
> আরো অদ্ভুত কুচুটে বুড়ো ঐ মেন্‌সিয়াস
> পাঁচ সম্রাট আর তিন রাজাদের কথায়
> মানুষ ভোলাবে ছলে!

প্রগতিশীল ভাবধারা, সজীব ভাষা ও মনোরম সঙ্গীতের দরুণই এই রচনা অনেক বছর ধরেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

সর্বশেষে রয়েছে মাতৃভাষায় রচিত গল্প।

আগেকার গল্পকথকদের পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে দৈনন্দিন জীবন নিয়ে রচিত বৌদ্ধ কাহিনী বা ইতিহাস। পাশাপাশি মিঙ আমলের লেখকদের বেশীরভাগ রচনায় সাধারণ নরনারীর বর্ণনা রয়েছে। এই আমলের শেষার্ধে অনেকগুলি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চিন পিং আশ্রমের কাহিনী', 'জনশিক্ষার গল্প' এবং 'জনগণকে জাগানোর গল্প'—এইগুলির মধ্যে অনেকগুলি রচনা উচ্চমানের। এটা সত্যি যে সুঙ এবং ইউয়ান আমলের নির্দিষ্ট কয়েকটি গল্পের মতই, এখানেও অবশ্য কয়েকটি রচনা অবাস্তবতার ধার ঘেঁষে গিয়েছে; কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবন অবলম্বনে রচিত। 'মুক্তার অন্তর্বাস', 'ট্যাঙ্গারিন ও কচ্ছপের পিঠ' বণিকদের নিয়ে লেখা; 'অহঙ্কারী পণ্ডিত' এবং 'পৌরোহিত্য কেনাবেচা' রাজনৈতিক শঠতার বিরুদ্ধে নির্মম আক্রমণ। সবচেয়ে নাটকীয় রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি নারীর ভাগ্য নিয়ে রচিত—যেমন কিনা 'ভিখারী সর্দারের কন্যা', 'তৈল ব্যবসায়ী ও গণিকা' এবং 'গণিকার রত্নপেটিকা'। শেষোক্ত কাহিনীতে দেখি, ভিখারী সর্দারের মেয়ে ও গণিকা ডেসিমার প্রেমিকদের স্থিরতা নেই। একমাত্র সুন্দরী ফুলরাণীরই সৎ তৈল ব্যবসায়ী চিন্ চুঙের

সাথে সুখের বিবাহ হয়েছে। নাটকীয় কাহিনীবিন্যাস এবং জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত সজীব বিস্তৃত বর্ণনার মানবিক স্বার্থরক্ষার উপরই এই কাহিনীগুলির সাফল্য নির্ভরশীল।

গ. চিঙ আমল

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে কিছু প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক ও কবির আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু এই আমল ছিল নাটক আর উপন্যাসের আমল। এই সময়কার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি হল : পু সুঙ-লিঙ রচিত 'তিতাও-চাই-এর অদ্ভুত গল্প', হুঙ শেঙ রচিত 'চিরন্তন যৌবনের প্রাসাদ', কুঙ শাঙ-জেন রচিত 'পাঁচ ফুলের পাখা', উ চিঙ-ৎঝু রচিত 'পন্ডিতবর্গ' এবং ৎসাও সুয়ে-চিন রচিত 'লাল প্রকোষ্ঠের স্বপ্ন'। এইসব রচনা ১৩৫ বছর সময়কালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। কাঙ জি (১৬৬২-১৭২২), ইয়ঙ ঝেঙ (১৭২৩-৩৫), চিয়ান লঙ (১৭৩৬-৯৫) এর রাজত্বকাল পর্যন্ত। তারপর জিয়া চিঙ (১৭৯৬-১৮২০) এর আমল থেকেই উপন্যাসের অধঃপতন ঘটতে থাকে। আবার গুয়াঙ চু (১৮৭৫-১৯০৮) এর আমলে এসে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বুর্জোয়া সংস্কার আন্দোলনের সাথে সাথে ক্রমশঃ উপন্যাসেরও বিষয়বস্তুর ক্রমবিকাশ ঘটল।

অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) এর পর থেকে চীন ক্রমশ এক আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। ১৮৯৪ সালে চীন-জাপানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর অধঃপতিত চিঙ সাম্রাজ্যের অপদার্থতা প্রকট হয়ে পড়ে। নবোদ্ভূত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা দেশকে রক্ষা করার জন্য এক রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।

চিঙ আমলের কথাসাহিত্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা চলে। চিরায়ত ছোট গল্প, বীরদের নিয়ে রোমান্স, সামাজিক ব্যঙ্গ উপন্যাস, সামাজিক আচার আচরণ বিষয়ক উপন্যাস এবং রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস।

পু সুঙ-লিঙ (১৬৪০-১৭১৫) ছিলেন শান্টুং-এর ৎঝুচুয়ানের অধিবাসী। তিনি সরকারী পরীক্ষায় খুব কমই সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং সারা জীবন গৃহশিক্ষক হিসেবে কাটিয়েছেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে 'লিআও-চাই-এর অদ্ভুত কাহিনী'।

'লিআও-চাই-এর অদ্ভুত কাহিনী'র মালমশলা ভূত-প্রেত ও অতিপ্রাকৃতের গল্প থেকে নেওয়া, পাশাপাশি মানুষের বিস্ময়কর দুঃসাহসিক অভিযানসমূহ থেকেও। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে পু সুঙ-লিঙ পরস্বাপহারী রাজপুরুষদের প্রতি ব্যঙ্গ কটাক্ষ করেছেন, পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নিন্দা করেছেন, জনগণের দুঃখ কষ্টের প্রতি এবং নারীর দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং প্রকৃত প্রেমের প্রশংসা ও প্রচলিত ধারার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে, 'ঝিঁঝি পোকা', 'ওয়াং ৎঝু-আন', 'লিয়েন চেঙ', 'ক্রিসেন্থিমাম আত্মা', 'মাদাম চৌ' এবং 'নেকড়ের স্বপ্ন'।

'ঝিঁঝি পোকা'তে এমন একটা সময়ের কথা বলা হয়েছে যখন রাজপুরুষেরা ঝিঁঝি'

পোকার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো পছন্দ করত এবং ভালো ভালো নমুনা এনে দেবার জন্য অধীনস্থদের বাধ্য করত। যখন একজন সামান্য কর্মচারী একটা ভালো ঝিঁঝি পোকা যোদ্ধাকে হাজির করতে ব্যর্থ হত, তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হত; আর যখন সে শেষপর্যন্ত একজন বিজয়ী যোদ্ধাকে সংগ্রহ করত, তখন সে তার ঊর্ধতনের কাছে উপহার দেবার উদ্দেশ্যে সেটি সযত্নে সরিয়ে রাখত।

'যখন তার নয় বছরের ছেলেটি দেখত যে বাবা বেরিয়ে গেছে, তখন সে ধূর্তের মত পাত্রের ঢাকনাটা খুলত। তৎক্ষণাৎ ঝিঁঝি পোকাটি লাফিয়ে বেরিয়ে আসত এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফালাফি করে মুঠো থেকে কৌশলে বেরিয়ে আসত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেটাকে আবার ধরে ফেলত, কিন্তু তা করতে গিয়ে সেটার ঠ্যাংগুলি এমনভাবে টেনে ধরে গুঁড়িয়ে দিত যে কিছুক্ষণ বাদেই সেটা মারা যেত। তারপর ছেলেটি ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার মার কাছে দৌড়ে যেত কবং যখন তিনি সমস্ত ব্যাপারটা শুনতেন, তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে যেত—

ক্ষুদে শয়তান কোথাকার!
বুঝবি ঠ্যালা তোর বাপ ঘরে ফিরলে পরে!
চোখের জলে ছেলেটি যেত চলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাপ ফিরে এলেন এবং যখন স্ত্রীর কাছ থেকে সকল বৃত্তান্ত জানলেন, মনে হল যেন তিনি বরফের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আবেগভরে তিনি ছেলেকে খুঁজলেন, তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত তার মৃতদেহ একটি কূপের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হল, তখন পিতার ক্রোধ পরিণত হল শোকে, তিনি গোঁ গোঁ করতে লাগলেন এবং আত্মহত্যা করতে চাইলেন। স্বামী-স্ত্রী তাঁদের রান্না খাওয়া বন্ধ করে খড়ের কুটিরে বিহ্বল হয়ে পরস্পর মুখোমুখি নীরবে বসে রইলেন।'

এই গল্পটিতে পরবর্তীকালে বালকটির আত্মা একটি ঝিঁঝিঁ পোকার আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং তার বাবা সেটাকে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে উপহার দেবার পর সেটা এত ভাল যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণিত হল যে সেটি যার হাতেই গেল সেই অফিসারেরই পদোন্নতি হল ও ভাগ্য ফিরল। এমন কি চেঙও পুরস্কৃত হলেন। কেমন করে ঝিঁঝিঁ পোকাদের ধরা হয় এবং কেমন করে তারা যুদ্ধ করে তার এক জীবন্ত বর্ণনা পু সুঙ লিঙ দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও যাদের স্বেচ্ছাচারের উপর তাদের ভালো-মন্দ নির্ভর করে সেই রাজপুরুষদের খামখেয়ালীপনার এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। যদিও গল্পটিতে অতিপ্রাকৃতের উপাদান রয়েছে, তবু এতে রয়েছে গভীর তাৎপর্য ও আবেদন। পু সুঙ-লিঙ রাজনৈতিক ও সাংসারিক বিষয় অবলম্বনেও সরল হাস্যরসাত্মক বিষয়ে আরো কিছু জনপ্রিয় গাথা রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনা বাস্তবসম্মত এবং তাঁর চরিত্রচিত্রণ জীবনীশক্তিতে ভরপুর। চিঙ আমলের প্রধান নাট্যকারেরা হলেন লি যু, হুঙ শেঙ, কুঙ শাঙ-জেন ও চিয়াংশিচুয়ান। তার মধ্যে হুঙ শেঙ ও কুঙ শাঙ-জেন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। হুঙ শেঙ (১৬৪৫ ১৭০৪) ছিলেন হ্যাঙচাও-এর অধিবাসী, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'চিরন্তন যৌবনের প্রাসাদ'

তাঙ আমলের সম্রাট নিঙ হুয়াঙ এবং শ্রীমতী ইয়াং-এর গল্প নিয়ে রচিত। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের গান গাইছেন—

প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকা মৃত্যুহীন ;
পরীর পাহাড় যদিও বা বহুদূরে,
তবুও সেখানে পৌঁছতে পারে প্রকৃত প্রেমের সুর।
জীবন এবং মৃত্যুকে প্রেম ছাড়িয়ে যায়
একদিন ঠিক প্রণয়িনী তার প্রণয়ীর দেখা পায়।

['প্রেমিকদের পুনর্মিলন' থেকে]

তিনি উচ্চপদ-সন্ধানী ছিলেন এবং রাজপুরুষদের বিরুদ্ধেও এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন—

সভাসদ ও মন্ত্রীরা সবে শিখেছে নতুন সেবা,
ঘুরঘুর করে প্রবলের পায়ে পায়ে
গ্রাম্য মানুষ যেমন জমায় মেলা…
তবুও তো কেউ রাজাকে বলে না ভয়ে
সিঁদুর-রাঙা এ ছাদ আর এই অপরূপ সব টালি
মানুষের খুনে রাঙানো হয়েছে খালি। ['দেওয়াল লিখন' থেকে]

এই অপেরার চরিত্রগুলি সংসারের সকল স্তরের থেকে নেওয়া হয়েছে, ফলে তা থেকে তাঙ ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য মিছিলের সন্ধান পাই। মূল ঘটনা অপরূপভাবে গঠিত, চিত্রকল্প অপূর্ব জীবন্ত এবং সংগীতও মনোরম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি অনাবশ্যক ঘটনা সমগ্র নাটকীয় আনন্দকে দুর্বল করে ফেলেছে। সম্রাট ও শ্রীমতী ইয়াং এর স্বর্গে মিলন ঘটাবার জন্য নাট্যকার এই ঘটনাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

কুঙ শাঙ-জেন (১৬৪৮-১৭১৮) ছিলেন শান্টুং-এর অধিবাসী। তিনি তুলনামূলকভাবে দীন অবস্থার মধ্যে থাকতেন এবং যখন জল-প্রহরীর কাজ করতেন তখন শ্রমিক জনগণের খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর প্রধান রচনা হল 'পীচফুল দোলে' এবং কুং সাই-এর সাথে যৌথভাবে রচনা 'আরো ছোট বীণা'।

'পীচ ফুল দোলে' মিঙ আমলের পতনের সময়কার দুঃখের ঘটনার চিত্র। চীনের পরাজয়ের কারণগুলি বোঝার জন্য এক পণ্ডিত আর এক গণিকার প্রণয় কাহিনীর উল্লেখ করা হত। লেখকের মতে প্রধান ব্যাপারটা ছিল বড়ো বড়ো ভূস্বামী ও রাজপুরুষদের জঘন্য স্বার্থপরতা ; তারা জনগণকে পায়ের তলায় রাখতে চাইত, সৎ লোকেদের হয়রানি করত এবং মাঞ্চুদের কাছে দেশটাকে বেচে দিয়েছিল। 'জেল খানার ভিতরে' দৃশ্যটিতে তৎকালীন অবিচার ও বিভ্রান্তির উপর আলোকপাত করা হয়েছে—

চাঁদের আলোর বন্যায় ভাসে নীল আকাশ,
ভরে ওঠে হাওয়া হৃদয়-বিদারী কান্নাতে ;
জেল-কুঠুরির কোণাতে কোণাতে মৃত মানুষের দল
অভিযোগ হানে ; রক্ত ঝরাতে ঝরাতে…
বিলাপ-ধ্বনিতে নরক যে পরিপূর্ণ

রাত্রে শেকল ঝমঝম করে বাজে…
শেখাকে কখনও ঘৃণা কোরো না হে
সেরা সেরা সব জ্ঞানী
দুখজর্জ'র জীবন কাটাবে জানি…
এই জেলগুলো সেরা সেরা সব
ছাত্রেরই দলে পূর্ণ।

এইভাবে কুও শাও জেন সরকারের বিশৃঙ্খলাকে এবং বিশ্বাসঘাতকেরা কিভাবে খাঁটি দেশপ্রেমিকদের উপর নির্যাতন চালাত তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, তাঁর সহানুভূতি কোনদিকে তা খুবই স্পষ্ট। 'পীচ ফুল দোলে' একটি মহান ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রামান্য পটভূমির উপর নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র এতে রয়েছে। ঘটনার ঠাস বুনোনি এবং অপূর্ব বৈচিত্রে সুপ্রকাশিত কথোপকথনে নাটকটি সমৃদ্ধ।

হুও শেঙ ও কুও শাও-জেন মারা গেলে 'চু আন চি' ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল এবং চীনের থিয়েটারে তার জায়গা নিল বিভিন্ন স্থানীয় অপেরা।

চিঙ আমলে উপন্যাস রচনায় আরো অগ্রগতি ঘটল। অহিফেন যুদ্ধের আগেই দুটি মহান উপন্যাস লেখা হল—'পন্ডিতবর্গ' ও 'লাল কুঠুরির স্বপ্ন।'

'পন্ডিতবর্গ' উপন্যাসের লেখক উ চিঙ-ৎযু (১৭০১-১৭৫৪) ছিলেন আন হুয়েই-এর অন্তর্গত চুআনচিআও-এর অধিবাসী। তিনি ভূস্বামী পরিবার থেকে আগত, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রেণী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। যাইহোক, সমগ্র চিন্তাধারার দিক থেকে 'পন্ডিতবর্গ' সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। লেখক তাঁর ব্যঙ্গের কশাঘাত পরিচালিত করেছেন প্রথমে অমানুষিক সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতা এবং তারপর পরীক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যারা পরীক্ষা পাশ করে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মই বেয়ে সরকারী উচ্চপদে উন্নীত হওয়া এবং আরো অর্থ উপার্জন করা; এবং যেহেতু তাদের না ছিল শিক্ষাদীক্ষা, না ছিল নৈতিক সততা, তাই তাদের কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর তল্পীবাহক হিসেবে সেবা করা ছাড়া অন্য কাজ ছিল না। তাই ৩২ নং পরিচ্ছেদে দেখি, ৎসাঙ লিআও-চাই বেতনভুক পন্ডিতদের পদ কেনার জন্য তু শাও চিং-এর কাছে টাকা ধার চাইছে। যখন তু শাও-চিঙ জিজ্ঞাসা করছে, এই পদের প্রয়োজন কি, তখন সে জবাবে বলছে যে এর ফলে সে একজন রাজপুরুষ হতে পারবে, অন্যাদের দণ্ডাদেশ দিতে পারবে এবং মানুষকে পেটাতে পারবে। তু গালাগাল দিয়ে বলল, 'তুমি দস্যু, কি বিশ্রী ঘেন্নার কাজ!' আবার ৪৭ নং পরিচ্ছেদে দেখি, যখন উহোর ভাড়াটে সৈন্যরা মৃত আত্মীয়স্বজনদের আত্মাকে পূর্বপুরুষদের মন্দিরে পৌঁছে দিচ্ছে তখন য়ু এবং ইয়ু পরিবারের লোক-জন শক্তিশালী ফ্যাঙ পরিবারের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য শ্রীমতী ফ্যাঙের প্রাচীন বেদীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষোভে দুঃখে য়ু বলছে ইয়ুকে, 'এ জেলায় নীতিবোধ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই!' তার ধারণা ও অভিজ্ঞতা থেকে উ চিঙ-ৎযু সামন্ত সমাজের ভন্ডামী এবং পচা গলা অবস্থাটি, বেদনার সঙ্গে অনুভব

করেন এবং তার মুখোশ উন্মোচিত করার জন্য তিনি উপন্যাসের এই আঙ্গিকটিকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন।

'লাল কুঠুরির স্বপ্ন' উপন্যাসের প্রথম আশিটি পরিচ্ছেদে ৎসাও সুয়ে-চিনের রচনা, বাকী চল্লিশটি কাও-ও এর। ৎসাও সুয়ে-চিন ছিলেন হোপেই-এর অন্তর্গত ফেঙজুনের অধিবাসী, তাঁর পরিবারের লোকেরা মাঞ্চুদের অধীনস্থ হান্ সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন, আনুমানিক ১৭১৫ সালে নান্‌কিঙে তাঁর জন্ম এবং ১৭৬৩ সালে পিকিং-এ মৃত্যু। অনুরূপভাবে, কাও ও ছিলেন লিআও-নিঙ-এর অন্তর্গত তিয়েহলিঙ-এর অধিবাসী। তাঁর পরিবারের লোকেরাও মাঞ্চুদের অধীনে চাকুরী করতেন। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই ১৭৯১ সাল নাগাদ 'লাল কুঠুরির স্বপ্ন' উপন্যাসের শেষ অংশটুকু লিখেছিলেন।

'লাল কুঠুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে এক ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের বর্ণনা আছে এবং বাস্তবিকই এটিকে এই শ্রেণীর অন্তিম সঙ্গীত হিসেবে ধরা যায়। এক বিলাসবহুল জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে এই পরজীবী ভূস্বামীরা কৃষকদের উপর এবং তাদের সামান্য যেটুকু আছে তার উপর এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সাদাসিধে নাগরিকদের উপর ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বিনাশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। দুনিয়ার চোখে জাঙ এবং নিঙ গৃহস্থ পরিবারের লোক-জনদের এক সম্মানিত গোষ্ঠি মনে হতে পারে। কিন্তু তারা যে স্বার্থপর, অবক্ষয়ী এবং বিষাদাক্লিষ্ট এবং কখনও কখনও তারা প্রকাশ্যে অপরাধমূলক কাজকর্ম করে থাকে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে। চিআ পরিবারের বাড়াবাড়ির মোটামুটি বর্ণনা চিআও তা সপ্তম পরিচ্ছেদে দিয়েছেন:

'কে আগে বুঝতে পেরেছিল যে আমাদের বুড়োকর্ত্তা তোমাদের মত অকাল কুষ্মাণ্ডের জন্ম দিয়েছে; তোমরা নোংরা, দুরাচার, জোচ্চোরের দল! তোমরা কি ভাবো যে কি হচ্ছে তা আমি বুঝি না?'

৬৬ নং পরিচ্ছেদে কোন এক ব্যক্তি নায়ককে খোলাখুলি বলছে, 'তোমাদের বাড়ীতে একমাত্র পরিচ্ছন্ন জিনিষ হচ্ছে এই পাথরের সিংহ দুটি।' আর এইসব সম্ভ্রান্তদের অবক্ষয় ৩৯ নং পরিচ্ছেদে গ্র্যানি লিউ-এর মন্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায়...

'এইসব কাঁকড়াগুলো...মদ আর খাবার দাবারের দাম নিশ্চয়ই বিশ তায়েল রৌপ্য-মুদ্রার চেয়েও বেশী পড়বে। হায় বুদ্ধ! এই একজনের একবেলার খাবারের জন্য যে টাকা খরচা করা হল, তাতে আমাদের দেশের মানুষের একবছর চলে যায়।'

সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ার পূর্বমুহূর্তে এক ভূস্বামী পরিবারের এই হচ্ছে বাস্তব বর্ণনা। সামন্ত পরিবারব্যবস্থাকে আক্রমণ করার জন্য ৎসাও সুয়ে-চিন দুটি অমর চরিত্রের সৃষ্টি করেছে—চিআ পাও-য়ু এবং লিন্ তাই-য়ু, দুই যুবক বিদ্রোহী, যারা দৃঢ়ভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেছিল। পাও-য়ু বিদ্বৎসমাজে মেলামেশা অপছন্দ করত এবং পাকু রচনা লিখতে চাইত না। কিন্তু নারীসঙ্গ উপভোগ করত এবং নিজের বাড়ীতে দাসীদের প্রতি দরদ দেখাত। তাই-য়ু তাঁরই মতো। এবং যেহেতু দুই যুবক উভয়েই সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারকে ঘৃণা করত

এবং তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করার জন্য স্বাধীনতার আকাঙ্খা করত, তাই তাদের দুজনের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। এই দুই চরিত্র সম্পর্কে যতদূর জানা যায় এর সাথে কাও ও এর পরিণামের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগ নেই। শেষ পর্যন্ত তাই-যু ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল এবং পাও-যু পালিয়ে গেল হতাশাতাড়িত হয়ে, কারণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি এ ধরণের যুবক বিদ্রোহীকে সহ্য করতে পারত না। এই দুই প্রিয় বন্ধু পাঠকদের কল্পনারাজ্য জয় করে নিতে পেরেছিল, কেবল যে তাদের বিরহান্তক প্রেমোপাখ্যানের সাহায্যে তাই নয়, বরং এই কারণে যে সামন্ততন্ত্রের পতনের অব্যবহিত পূর্বেই তারা জনগণের আশা আকাঙ্খা কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত করতে পেরেছিল।

বিগত শতাব্দী এবং আরো কিছুকাল পরেও এই উপন্যাসটি চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনা হিসেবে পরিচিত ছিল।

চিঙ আমলের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে এক অজ্ঞাত লেখকের 'বিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি শিক্ষা' এবং লি জু-চেন রচিত 'দর্পণে ফুল'।

সর্বশেষে অবশ্যই স্থানীয় অপেরা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

'ৎসা চু' এবং 'চুআন চি' বাদে স্থানীয় অপেরাগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিতে হলে মিঙ আমলের দিকে ফিরে তাকাতে হবে; অষ্টাদশ শতক নাগাদ সেগুলি পূর্ণ ক্ষমতায় পোঁছেছিল। এই সময়ে চুআন চি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর একাংশের দ্বারা প্রশংসিত হত, আর জনগণের ব্যাপকতম অংশ স্থানীয় অপেরা উপভোগ করত; দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল পেচিং এবং ইয়াংচাও।

যদিও কখনও কখনও স্থানীয় অপেরাগুলিতে সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা এবং কুসংস্কারের বিষয় থাকত, কিন্তু মূলতঃ জনগণের মনে কি আছে, তাদের কি অভিযোগ সেগুলি এবং বিদ্রোহের উচ্চকিত আওয়াজ যেখানে যেখানে আছে তা প্রকাশ করত। তার মধ্যে অনেকগুলি সাদাসিধে জনগণের প্রতি সহানুভূতি এবং ধনী ও উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ফুটিয়ে তুলত; তারা প্রায়ই এক ভাঁড়কে রাজার পার্ট দিত এবং শাসকশ্রেণীর বিলাস ও বর্বরতাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করে দিত।

অধিকাংশ স্থানীয় অপেরা বিষয় নির্বাচন করার সময় ঐতিহাসিক ঘটনা বেছে নিত। এবং যদিও রচয়িতারা বেশিরভাগই অজ্ঞাত ছিলেন, তবু তাঁদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিভাধর মানুষও থাকতেন, কারণ এই নাটকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনচিত্ত জয়ে সক্ষম হত। সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে, 'জেলের প্রতিশোধ', যার মধ্যে রয়েছে 'জলের দাগ' এর নায়কদের অন্যতম ইউয়ান সিআও-চি এবং তিন রাজত্বের আমলের লাল চূড়ার উপত্যকার লড়াই-এর বর্ণনা সম্বলিত 'বুদ্ধির লড়াই'। কখনও কখনও সরাসরি জীবন থেকেই বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হত, যেমন কিনা জনপ্রিয় নাটক 'জুতো ধার করে', যেখানে কয়েকজন শহরবাসীর স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামীকে উপহাস করা হয়েছে।

অহিফেন যুদ্ধের পর আরও অসংখ্য স্থানীয় অপেরা হল।

এই সময়ে চীনের সাহিত্যের বিকাশের পঞ্চম অধ্যায়ে, কাব্য ও প্রবন্ধ দ্বিতীয় স্তরে নেমে গিয়েছিল, আর সেখানে উপন্যাস ও নাটক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে এগিয়ে এসেছিল। সাহিত্য রচনার ঝোঁক উত্তরোত্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকল।

অহিফেন যুদ্ধ থেকে চৌঠা মে আন্দোলন পর্যন্ত সময়কার সাহিত্য

১৮৪০ সালের যুদ্ধ এবং ১৯১৯ সালের চৌঠা মের আন্দোলনের মধ্যবর্তী বছরগুলি নিয়ে চীনের সাহিত্যের ইতিহাসের ষষ্ঠ এবং শেষ পর্যায়

চিঙ আমলের শেষার্ধে, পশ্চিমের পুঁজিপতি দেশগুলি চীনের বিরুদ্ধে অবিরাম অর্থনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছিল। এভাবে কয়েক শতাব্দী স্থায়ী সামন্ত সমাজ ভেঙে পড়ল এবং চীন এক আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হল। সাথে সাথে শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ঘটল।

এই সময়ে চীনের জনগণকে সর্বদাই আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল, অহিফেন যুদ্ধের পর হল তাইপিঙ বিদ্রোহ (১৮৫১-৬৪), ১৮৯৮ সালের সংস্কার, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্সার অভ্যুত্থান (১৮৯৯-১৯০১) এবং ১৯১১ সালের বিপ্লব। বৃহত্তম বিপ্লব বলতে এই কয়টিকেই বোঝায়। অবশ্য চৌঠা মের আন্দোলনের আগে আশি বছর ধরে চীনের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য তাদের লড়াই চালিয়ে গেছিল। কিন্তু চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতার জন্য এবং শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বের অভাবে বিল্পবীরা তাদের অভীষ্ট লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই আমলের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা জনপ্রিয় বিষয়গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, এর কোনা ব্যতিক্রম ছিল না বললেই চলে। এই আশি বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চ্যাং উয়ি-পিঙ, উয়ি ইউয়ান, চু চি এবং হুয়াং ৎসুন-শিয়েন। প্রথম তিনজন সরকারের নিবুদ্ধিতা ও ভীরুতাকে এবং জনগণের সাহসিকতাকে প্রকাশ করে প্রথম অহিফেন যুদ্ধ সম্পর্কিত সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। চ্যাঙ উয়ি-পিঙ-এর 'সান ইউয়ান লি', উয়ি ইউয়ান-এর 'ইতিহাসকে মনে রেখে' এবং চু চি-এর 'সমসাময়িক ঘটনাবলী' সম্পূর্ণ বাস্তববাদী রচনা। হুয়াঙ ৎসুন-শিয়েন ছিলেন এক বিখ্যাত লেখক। তিনি 'কবিতায় বিপ্লব' শুরু করার বাসনায় 'আধুনিক' বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এই সময়কার অধিকাংশ 'আধুনিক' কবিতা ছিল কতকটা ভাসাভাসা, তবু হয়াংএর রচনা তার দেশপ্রেমিক অনুভূতি এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ভাবনার ফলে অপূর্ব। তাঁর ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক। তাঁর 'পিয়ঙইয়ং-এর জন্য শোক' কবিতাটি ১৮০৪ সালে কোরিয়ার পিয়ঙইয়ং-এ চীনাদের পরাজয়ের দলিল এবং যে সেনাপতিরা চীনের লজ্জা, এখানে তাদের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে—

ছত্রিশ রকমের রণকৌশলের শ্রেষ্ঠ পলায়ন ;
অশ্ব কত হল পিষ্ট, মানুষ অগণন…
এক সেনাপতি হলেন বন্দী, নিহত আরেকজন
পনের হাজার সৈন্য করল আত্মসমর্পণ।

'টুংকো' এবং 'তাইওয়ান' কবিতা দুটিও বেশ ভালো, সমসাময়িক চিরাচরিত মেকী পদ্যের তুলনায় তা সজীব ও সরল।

গদ্যে প্রধান লেখক ছিলেন লিন ৎসে-সু, চ্যাঙ পিঙ-লিন এবং লিয়াং চি-চাও। ক্যান্টনের সাহসিক নগরপাল লিন্ ৎসে-সু অহিফেন আমদানীর বিরোধিতা করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে শক্তিশালী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী গদ্য রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'ইংলণ্ডের রাণীর নিকট প্রেরিত খসড়া স্মারকলিপি' এবং 'বিদেশী পাচারকারীদের জন্য প্রস্তাবিত কঠোর দণ্ড'। চ্যাঙ পিঙ-লিন-এর রচনারীতি আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক এবং ভাবাবেগের সাথে বিদ্রোহের প্রচার করেছিলেন; 'মাঞ্চুদের হাতে চীনের অধীনতার ২৪০ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের ঘোষণায়' তিনি লিখেছেন :

'যদিও গ্রীস বিজিত হয়েছিল, তবু সে শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়েছিল; এবং যদিও পোল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল, তার জনগণ তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করেছিল। কেন এই বিশাল জনসমষ্টি ও অপূর্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসম্পন্ন আমাদের মহান দেশ চীন এইসব ছোটখাটো রাজ্যগুলির কাছে হীন হয়ে থাকবে? বাপেরা এবং ছেলেরা যৌথভাবে পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ হোক, এক হোক; আসুন আমরা চোখের জল মুছে ফেলি এবং আমাদের হৃত স্বাধীনতা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে যোগদান করি।'

লিয়াং চি-চাও গদ্যের এক নূতন রীতির প্রচার করেছিলেন, তাতে ছিল সারল্য আর স্বতস্ফূর্ততার গুণ। স্বতস্ফূর্ততা এবং রীতি-পদ্ধতি ক্ষুন্ন না করে তাতে প্রায়শঃই বিদেশী ভাষা থেকে বাক্য ও বাগ্‌ধারা আহরিত হয়েছে। স্পষ্ট এবং বোধগম্য হওয়ার ফলে বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে তা খুব কার্যকর হয়েছে। তাই বোঝা যায়, কেন চিঙ আমলের শেষদিকে এবং এই সাধারণতন্ত্রেরই গোড়ার দিকে লিয়াং চি-চাও-এর রচনা এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই আমলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন শি য়ু-কুন, লিউ ও, হান্ পাঙ-চিঙ, লি পাও-চিআ, য়ু-য়ো-ইয়াও এবং ৎসেঙ পু। লি পাও-চিআ-র দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'আধুনিককাল' এবং 'আমলার দল'। তিনি কাপুরুষ অথচ ষণ্ডা-গোছের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং উদ্ধত বিদেশী মিশনারীদের মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছেন। য়ু য়ো-ইয়াঙ-এর অনেক উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'শেষ কুড়ি বছরের আশ্চর্য ঘটনাবলী'। এতে কেবল আমলাদেরই আক্রমণ করা হয়েছে শুধু তাই নয়, বণিক এবং পণ্ডিতদেরও আক্রমণ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সংখ্যক সংস্কৃতিবান পণ্ডিতদের নির্বুদ্ধিতার সরস বর্ণনা রয়েছে। ৎসেঙ পু সবচেয়ে পরিচিত তাঁর 'পাপের সাগরে

একটি ফুল' উপন্যাসের জন্য ; বিখ্যাত গণিকা 'সোনার ফুল' এর কাহিনী, তাতে চিঙ আমলের শেষ দিককার সমাজের বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে এবং সমকালীন ভ্রষ্ট রাজনীতি ও অযোগ্য আমলাতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ৫ম পরিচ্ছেদে আমরা পেচিং-এর এক গরীব কর্মচারীর কথা পাই যে রাজানুগ্রহ পেয়ে বড়-লোক না হওয়া পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চীনের সৈন্য ও নৌবাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে পাঠানো হয়, তখন সেই কর্মচারী সব কিছু উল্টোপাল্টা করতে থাকে।

'সে তার অফিসারদের চিনত না, তার লোকেদেরও গ্রাহ্য করত না, কিন্তু উদ্ধত হয়ে সকল কর্তৃপক্ষকেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলল, যদিও যেটুকু সে করতে সক্ষম হল, তা হল ছল চাতুরী। যাই হোক, ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে অবশ্য ছেড়ে দেয় নি, বরং তাকে ধরে আনল এবং তার রক্ষীরা এক অভিযানের সময় সদর দপ্তরের ওপর বোমাবর্ষণ করতে লাগল। চুয়াঙ তার বুদ্ধিনাশ করল যেহেতু সে কলমের জোরে চালাক ছিল কিন্তু কামানের মুখে ছিল অসহায়। সে বাগ্মী ছিল, তবু শত্রু জাহাজের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারল না। তাই সে পালিয়ে গেল, খালি পায়ে, বৃষ্টির মধ্যে সাত আট মাইল দৌড়ে ; কত জাহাজ, কত সৈন্য তাকে হারাতে হচ্ছে তা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে স্বদেশের এক গীর্জায় গিয়ে লুকিয়ে থাকল।'

যদিও এই কাহিনীর শেষ নেই, সমকালীন উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

এই সময়ে লিন শু, য়ু তাও এবং অন্যান্যদের অনূদিত চীনা ভাষার উপন্যাসগুলি চীনের উপন্যাসের মূল্যায়নের সুযোগ এবং চীনের জনগণকে বিদেশ সম্পর্কিত জ্ঞান অহেরণের পথ করে দিয়েছিল।

নাটকের ক্ষেত্রে তখন 'ৎনা চু' এবং 'চু আন চি' এর মত চিরায়ত আঙ্গিকগুলি ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়েছিল, স্থানীয় অপেরাগুলি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'জেলের প্রতিশোধ,' 'জুতো ধার' ইত্যাদির ন্যায় পূর্ববর্তী অপেরাগুলির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকগুলি প্রাণবন্ত নাটক প্রযোজিত হয়েছিল। এ-গুলিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের মেজাজ অথবা চলতি কুসংস্কারগুলির সমালোচনা থাকত। ১৮৯৮ সালের সংস্কারের সময়ে ওয়াঙ সিয়াও-নাঙ দেশপ্রেম উজ্জীবিত করার জন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে পালাগান লিখেছিলেন। তাই দেখি, 'পূর্ব-পুরুষদের মন্দিরে বিলাপ' নাটকে তিনি বর্ণনা করেছেন, যখন শু-এর রাজা ২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উয়েইএর কাছে আত্মসমর্পণ করবে স্থির করল, তখন তার ছেলে লিউ শেন এই প্রতিবাদ উচ্চারণ করে আত্মহত্যা করল :

সেনাপতি তেঙ-এর দিকে আমার বাবা এগিয়ে যেতেই
আমার দু'কান বধির করে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা ;
নৃপতি তাঁরই অশ্বের পদতলে নতজানু হয়েছেন।
এ দৃশ্য দেখে আমি সহ্য করতে পারি না

যদি আমি বিশ্বাস-ঘাতকদের সকলকেই হত্যা করতে পারতাম।
আজই আমাদের রাজপ্রাসাদের শেষ দিন ;
অসম্মানের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়তর—
আমার তরবারি এবার কোষমুক্ত করলাম।

সমসাময়িক বিষয়বস্তু সম্বলিত নূতন পালাগানগুলি চীনের নাট্যমঞ্চের এখন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে এগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সেই সময় যুগের রাজনৈতিক চাহিদা মেটাবার জন্য পাশ্চাত্য ধরণের আধুনিক নাটক ক্রমেই আবির্ভূত হতে থাকল। ১৯১১ সালের বিপ্লবের কালে অনেকগুলি যাত্রাদলের সম্পদ গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বন্ধু সমাজ, বসন্ত সূর্য সমাজ, বসন্ত উইলো সমাজ এবং বিবর্তন সমিতি উল্লেখযোগ্য। চীনের নাট্যমঞ্চে এর সবগুলিরই অবদান রয়েছে। তারা যে নাটকগুলি করেছিল তাতে কিছু পরিমাণে বিপ্লবের জন্য জনপ্রিয় দাবী প্রতিফলিত হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালের সাহিত্যেও নব্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও প্রাচীন সামন্ত সংস্কৃতির দ্বন্দ্বটি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সমগ্র দুনিয়া ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রবেশ করেছে, এজন্য চীনের নবীন পুঁজিপতি শ্রেণী খুব একটা কঠিন লড়াই লড়তে পারেনি ; ফলে এই আমলের বুর্জোয়া চিন্তাবিদেরা সংস্কার-বাদের প্রতি এক তীব্র অনীহা প্রকাশ করেছেন কিন্তু লেখকেরা খুব উচ্চমানে উন্নীত হতে পারেননি। চৌঠা মের আন্দোলনের পর নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত চীনের সাহিত্যে সেজন্য খুব একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।